

বহুবিবাহ

রহিত হওয়া উচিত কি না

ঐতিহাসিক বিচার

শ্রী নীলম্বরচন্দ্র বিদ্যা সাগর প্রণীত।

দুপ্তাপ্য



কলিকাতা।

সংস্কৃত যন্ত্রে মুদ্রিত।

সংবৎ ১৯২৮।

PRINTED BY PĪTĀMBARA VANDYOPĀDHYĀYA AT THE SANSKRIT

PRESS, NO. 62, AMHERST STREET, CALCUTTA 1871.



বিজ্ঞাপন

দুপ্তাপ

এ দেশে বহুবিবাহপ্রথা প্রচলিত থাকাতে, স্ত্রীজাতির যৎপরোনাস্তি ক্লেশ ও সমাজের বহুবিধ অনিষ্ট হইতেছে। রাজশাসন ব্যতিরেকে, সেই ক্লেশের ও সেই অনিষ্টের নিবারণ সম্ভাবনা নাই। এজন্য, দেশস্থ লোকে, সময়ে সময়ে, এই কুৎসিত প্রথার নিবারণপ্রার্থনায়, রাজদ্বারে আবেদন করিয়া থাকেন। প্রথমতঃ, ১৬ বৎসর পূর্বে, শ্রীযুত বারু কিশোরীচাঁদ মিত্র মহাশয়ের উদ্যোগে, বন্ধুবর্গসমবায়নামক সভা হইতে ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সমাজে এক আবেদনপত্র প্রদত্ত হয়। বহুবিবাহ শাস্ত্রসম্মত কার্য্য, তাহা রহিত হইলে হিন্দুদিগের ধর্ম্মলোপ হইবেক, অতএব এ বিষয়ে গবর্ণমেন্টের হস্তক্ষেপ করা বিধেয় নহে, এই মর্মে প্রতিকূল পক্ষ হইতেও এক আবেদনপত্র প্রদত্ত হইয়াছিল। ঐ সময়ে, এই দুই আবেদনপত্রপ্রদান ভিন্ন, এ বিষয়ের অন্য কোনও অনুষ্ঠান দেখিতে পাওয়া যায় নাই।

২। দুই বৎসর অতীত হইলে, বর্দ্ধমান, নবদ্বীপ, দিনাজপুর, নাটোর, দিঘাপতি প্রভৃতি স্থানের রাজারা ও দেশস্থ প্রায়-সর্বস্বীয় প্রধান লোকে, বহুবিবাহনিবারণপ্রার্থনায়, ব্যবস্থাপক

সমাজে আবেদনপত্র প্রদান করেন। এই সময়ে, দেশস্থ লোকে এ বিষয়ে একমত হইয়াছিলেন, বলা যাইতে পারে। কারণ, নিবারণপ্রার্থনায় প্রায় সকল স্থান হইতেই আবেদন-পত্র আসিয়াছিল, তদ্বিষয়ে প্রতিকূলকথা কোনও পক্ষ হইতে উচ্চারিত হয় নাই। লোকান্তরবাসী সুপ্রসিদ্ধ বাবু রমাপ্রসাদ রায় মহাশয়, এই সময়ে, এই কুৎসিত প্রথার নিবারণবিষয়ে যেরূপ যত্নবান হইয়াছিলেন, এবং নিরতিশয় উৎসাহসহকারে অশেষপ্রকারে যেরূপ পরিশ্রম করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাকে সহস্র সাধুবাদ প্রদান করিতে হয়। ব্যবস্থাপক সমাজ বহুবিবাহনিবারণী ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করিবেন, সে বিষয়ে সম্পূর্ণ আশ্বাস জন্মিয়াছিল। কিন্তু, এই হতভাগ্য দেশের দুর্ভাগ্যক্রমে, সেই সময়ে রাজবিদ্রোহ উপস্থিত হইল। রাজপুরুষেরা বিদ্রোহনিবারণবিষয়ে সম্পূর্ণ ব্যাপৃত হইলেন; বহুবিবাহনিবারণবিষয়ে আর তাঁহাদের মনোযোগ দিবার অবকাশ রহিল না।

৩। এই রূপে এই মহোদ্যোগ বিফল হইয়া যায়। তৎপরে, বারানসীনিবাসী অধুনা লোকান্তরবাসী রাজা দেবনারায়ণ সিংহ মহোদয় বহুবিবাহ নিবারণবিষয়ে অত্যন্ত উৎসাহী ও উদ্যোগী হইয়াছিলেন। এই সময়ে, উদারচরিত রাজাবাহাদুর ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সমাজের সভ্য ছিলেন। তিনি নিজে সমাজে এ বিষয়ের উত্থাপন করিবেন, স্থির করিয়াছিলেন। তদনুসারে তদ্বিষয়ক উদ্যোগও হইতেছিল। কিন্তু, আক্ষেপের বিষয় এই, তাঁহার ব্যবস্থাপক সমাজে উপবেশন করিবার সময় অতীত হইয়া গেল; সুতরাং,

তথায় তাঁহার অভিপ্রেত বিষয়ের উত্থাপন করিবার সুযোগ
রহিল না ।

৪। পাঁচ বৎসর অতিক্রান্ত হইল, পুনরায় বহুবিবাহ-
নিবারণের উদ্দেশ্য হয় । ঐ সময়ে, বর্দ্ধমান, নবদ্বীপ
প্রভৃতির রাজা দেশের অন্যান্য ভূম্যধিকারিগণ, তদ্ব্যতিরিক্ত
অনেকানেক প্রধান মনুষ্য, এবং বহুসংখ্যক সাধারণ লোক,
একমতাবলম্বী হইয়া, এ দেশের তৎকালীন লেপ্টেনেন্ট
গবর্ণর শ্রীযুত সর সিসিল বীডন মহোদয়ের নিকট আবেদন-
পত্র প্রদান করেন। মহামতি সর সিসিল বীডন, আবেদনপত্র
পাইয়া, এ বিষয়ে বিলক্ষণ অনুরাগ প্রকাশ ও অনুকূল বাক্য
প্রয়োগ করিয়াছিলেন ; এবং যাহাতে বহুবিবাহনিবারণী
ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হয়, তদুপযোগী উদ্দেশ্যও দেখিতেছিলেন ।
কিন্তু, উপরিস্থ কর্তৃপক্ষের অনতিপ্রায় বশতঃ, অথবা কি
হেতু বশতঃ বলিতে পারা যায় না, তিনি এতদ্বিষয়ক উদ্দেশ্য
হইতে বিরত হইলেন ।

৫। শেষবার আবেদনপত্র প্রদত্ত হইলে, কোনও
কোনও পক্ষ হইতে আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছিল । সেই সকল
আপত্তির মীমাংসাকরা উচিত ও আবশ্যক বোধ হওয়াতে,
এই পুস্তক মুদ্রিত হইতে আরম্ভ হয় । কিন্তু, এ বিষয়
আপাততঃ স্থগিত রহিল, এবং আমিও, ঐ সময়ে অতিশয়
পীড়িত হইয়া, কিছুকালের জন্য শয়্যাগত হইলাম ; সুতরাং,
তৎকালে পুস্তক মুদ্রিত করিবার তাদৃশ আবশ্যকতাও রহিল
না, আর, তাহা সম্পন্ন করিয়া উঠি, আমার তাদৃশ

ক্ষমতাও ছিল না। এই দুই কারণ বশতঃ, পুস্তক এত দিন অর্দ্ধমুদ্রিত অবস্থায় কালযাপন করিতেছিল।

৬। সম্প্রতি শুনিতেছি, কলিকাতাস্থ সনাতনধর্ম্মরক্ষিণী সভা বহুবিবাহনিবারণবিষয়ে বিলক্ষণ উদ্যোগী হইয়াছেন ; তাঁহাদের নিতান্ত ইচ্ছা, এই অতিজঘন্য, অতিনৃশংস প্রথা রহিত হইয়া যায়। এই প্রথা নিবারিত হইলে, শাস্ত্রের অবমাননা ও ধর্ম্মের ব্যতিক্রম ঘটিবেক কি না, এই আশঙ্কার অপনয়নার্থে, সভার অধ্যক্ষ মহাশয়েরা ধর্ম্মশাস্ত্রব্যবসায়ী প্রধান প্রধান পণ্ডিতের মত গ্রহণ করিতেছেন, এবং রাজদ্বারে আবেদন করিবার অপরাপর উদ্যোগ দেখিতেছেন। তাঁহারা, সদভিপ্রায়প্রণোদিত হইয়া, যে অতি মহৎ দেশ-হিতকর ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, হয়ত সে বিষয়ে তাঁহাদের কিছু আনুকূল্য হইতে পারিবেক, এই ভাবিয়া, আমি পুস্তক মুদ্রিত ও প্রচারিত করিলাম।

৭। শেষবারের উদ্যোগের সময়, কেহ কেহ কহিয়া-ছিলেন, রাজপুরুষেরা পরামর্শ দিয়া, কোনও ব্যক্তিকে এ বিষয়ে প্ররত্ত করিয়াছেন, তাহাতেই বহুবিবাহনিবারণ-প্রার্থনায় আবেদনপত্র প্রদত্ত হইয়াছে। কেহ কেহ কহিয়া-ছিলেন, যাহাদের উদ্যোগে আবেদনপত্র প্রদত্ত হইয়াছে ; তাহারা হিন্দুধর্ম্মদেবী, হিন্দুধর্ম্ম লোপ করিবার অভিপ্রায়ে এই উদ্যোগ করিয়াছে। কিন্তু, সনাতনধর্ম্মরক্ষিণী সভার এই উদ্যোগে তাদৃশ অপবাদপ্রবর্তনের অণুমাত্র সম্ভাবনা নাই। যাহাতে এ দেশে হিন্দুধর্ম্মের রক্ষা হয়, সেই উদ্দেশে

সনাতনধর্ম্মরক্ষিণী সভা সংস্থাপিত হইয়াছে। ঐদৃশ সভার অধ্যক্ষেরা, রাজপুরুষদিগের উপদেশের বশবর্তী হইয়া, হিন্দুধর্ম্ম লোপের জন্য, এই উদ্যোগ করিয়াছেন, নিতান্ত নির্যোধ ও নিতান্ত অনভিজ্ঞ না হইলে, কেহ এরূপ কহিতে পারিবেন না। তবে, প্রস্তাবিত দেশহিতকর বিষয়মাত্রে প্রতিপক্ষতা করা যাঁহাদের অভ্যাস ও ব্যবসায়, তাঁহারা কোনও মতে ক্রান্ত থাকিতে পারিবেন না। তাঁহারা, এরূপ সময়ে, উন্নতের ন্যায় বিক্ষিপ্তচিত্ত হইয়া উঠেন; এবং, যাহাতে প্রস্তাবিত বিষয়ের ব্যাঘাত ঘটে, স্বতঃ পরতঃ সে চেষ্টার ক্রটি করেন না। ঐদৃশ ব্যক্তিরা সামাজিক দোষসংশোধনের বিষয় বিপক্ষ। তাঁহাদের অদ্ভুত প্রকৃতি ও অদ্ভুত চরিত্র; নিজেও কিছু করিবেন না, অন্যকেও কিছু করিতে দিবেন না। তাঁহারা চিরজীবী হউন।

৮। এ বিষয়ে যেরূপ ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হওয়া আবশ্যিক, রাজা দেবনারায়ণ সিংহ মহোদয়ের উদ্যোগের সময়, তাহার পাণ্ডুলেখ্য প্রস্তুত হইয়াছিল। ঐ পাণ্ডুলেখ্য, বিধিবদ্ধ হইয়া, এতৎপ্রদেশীয় হিন্দুসমাজের বহুবিবাহবিষয়ক ব্যবস্থারূপে প্রবর্তিত হইলে, দেশের ও সমাজের মঙ্গল ভিন্ন, কোনও প্রকার অমঙ্গল বা অসুবিধা ঘটিতে পারে, এরূপ বোধ হয় না। পাণ্ডুলেখ্য পুস্তকের পরিশিষ্টে মুদ্রিত হইল।

৯। পরিশেষে, সনাতনধর্ম্মরক্ষিণী সভার নিকট প্রার্থনা এই, যখন তাঁহারা এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, সবিশেষ যত্ন ও যথোচিত চেষ্টা না করিয়া যেন ক্রান্ত না হয়েন।

তাঁহারা কৃতকার্য হইতে পারিলে, দেশের ও সমাজের যে, যার পর নাই, হিতসাধন হইবেক, তাহা বলা বাহুল্যমাত্র ; সেরূপ সংস্কার না জন্মিলে, তাঁহারা কদাচ এ বিষয়ে প্রযত্ন হইতেন না । বহুবিবাহপ্রথা প্রচলিত থাকাতে, সমাজে যে মহীয়সী অনিষ্টপরম্পরা ঘটিতেছে, তদ্বশতঃ তদীয় অন্তঃকরণে বহুবিবাহবিষয়ে ঘৃণা ও ঘৃণা জন্মিয়াছে ; সেই ঘৃণা প্রযুক্ত, সেই ঘৃণা বশতঃ, তাঁহারা তন্নিবারণবিষয়ে উদ্যোগী হইয়াছেন, তাহার সংশয় নাই ।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্মা

কাশীপুর

১লা শ্রাবণ । সংবৎ ১৯২৮

বহুবিবাহ

স্ত্রীজাতি অপেক্ষাকৃত দুর্বল ও সামাজিকনিয়মদোষে পুরুষজাতির নিতান্ত অধীন। এই দুর্বলতা ও অধীনতা নিবন্ধন, তাঁহারা পুরুষজাতির নিকট অবনত ও অপদস্থ হইয়া কালহরণ করিতেছেন। প্রভুতাপন্ন প্রবল পুরুষজাতি, যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া, অত্যাচার ও অন্যায়চরণ করিয়া থাকেন, তাঁহারা নিতান্ত নিকপায় হইয়া, সেই সমস্ত সহ্য করিয়া জীবনযাত্রা সমাধান করেন। পৃথিবীর প্রায় সর্ব প্রদেশেই স্ত্রীজাতির ঈদৃশী অবস্থা। কিন্তু, এই হতভাগ্য দেশে, পুরুষজাতির নৃশংসতা, স্বার্থপরতা, অবিমৃশ্যকারিতা প্রভৃতি দোষের আতিশয্য বশতঃ, স্ত্রীজাতির যে অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহা অত্যাচার কুত্রাপি লক্ষিত হয় না। অত্রত্য পুরুষজাতি, কতিপয় অতিগর্হিত প্রথার নিতান্ত বশবর্তী হইয়া, হতভাগ্য স্ত্রীজাতিকে অশেষবিধ যাতনাপ্রদান করিয়া আসিতেছেন। তন্মধ্যে বহুবিবাহপ্রথা এক্ষণে সর্বাপেক্ষা অধিকতর অনিষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে। এই অতিজঘন্য অতিনৃশংস প্রথা প্রচলিত থাকাতে, স্ত্রীজাতির দুঃখবিস্মার ইয়ত্তা নাই। এই প্রথার প্রবলতা প্রযুক্ত, তাঁহাদিগকে যে সমস্ত ক্লেশ ও যাতনা ভোগ করিতে হইতেছে, তৎসমুদায় আলোচনা করিয়া দেখিলে, হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। ফলতঃ, এতদ্ব্যতীত অত্যাচার এত অধিক ও এত অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে যে

সাঁহাদের কিঞ্চিৎমাত্র হিতাহিতবোধ ও সদসদ্বিবেকশক্তি আছে, তাদৃশ ব্যক্তিমাঝেই এই প্রথার বিষম বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছেন । তাঁহাদের আন্তরিক ইচ্ছা, এই প্রথা এই দণ্ডে রহিত হইয়া যায় । অধুনা এ দেশের যেরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহাতে রাজশাসন ব্যতিরেকে, ঈদৃশ দেশব্যাপক দোষ নিবারণের উপায়ান্তর নাই । এজন্ত, অনেকে উদ্যুক্ত হইয়া, অশেষদোষাম্পদ বহুবিবাহপ্রথা নিবারণের নিমিত্ত, রাজদ্বারে আবেদন করিয়াছেন । এ বিষয়ে কোনও কোনও পক্ষ হইতে আপত্তি উত্থাপিত হইতেছে ।

প্রথম আপত্তি ।



এরূপ কতগুলি লোক আছেন যে বহুবিবাহপ্রথা দোষকীর্তন বা নিবারণকথার উত্থাপন হইলে, তাঁহারা খড়্গাহস্ত হইয়া উঠেন। তাঁহাদের এরূপ সংস্কার আছে, বহুবিবাহকাণ্ড শাস্ত্রানুমত ও ধর্ম্যানুগত ব্যাপার। যাঁহারা এ বিষয়ে বিরাগ বা বিদ্বেষ প্রদর্শন করেন, তাঁহাদের মতে তাদৃশ ব্যক্তি সকল শাস্ত্রদ্রোহী ধর্মদ্বেষী নাস্তিক ও নরাধম বলিয়া পরিগণিত। তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছেন, বহুবিবাহপ্রথা নিবারিত হইলে, শাস্ত্রের অবমাননা ও ধর্মলোপ ঘটবেক। তাঁহারা শাস্ত্র ও ধর্মের দোহাই দিয়া বিবাদ ও বাদানুবাদ করিয়া থাকেন ; কিন্তু, এ বিষয়ে শাস্ত্রেই বা কতদূর পর্য্যন্ত অনুমোদন আছে, এবং পুরুষজাতির উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহার দ্বারা বা কতদূর পর্য্যন্ত অনার্য্য আচরণ ঘটিয়া উঠিয়াছে, তাহা সবিশেষ অবগত নহেন। এ দেশে সকল ধর্মই শাস্ত্রমূলক, শাস্ত্রে যে বিষয়ের বিধি আছে, তাহাই ধর্ম্যানুগত বলিয়া পরিগৃহীত ; আর শাস্ত্রে যাহা প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে, তাহাই ধর্মবহির্ভূত বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। সুতরাং, বিবাহবিষয়ে শাস্ত্রকারদিগের যে সমস্ত বিধি অথবা নিষেধ আছে, তৎসমুদয় পরীক্ষিত হইলেই, বহুবিবাহকাণ্ড শাস্ত্রানুমত ও ধর্ম্যানুগত ব্যাপার কি না, এবং বহুবিবাহপ্রথা নিবারিত হইলে শাস্ত্রের অবমাননা ও ধর্মলোপের শঙ্কা আছে কি না, অবধারিত হইতে পারিবেক।

দক্ষ কহিয়াছেন,

অনাশ্রমী ন তিষ্ঠেতু দিনমেকমপি দ্বিজঃ ।

আশ্রমেণ বিনা তিষ্ঠন্ প্রায়শ্চিত্তীয়তে হি সঃ ॥ (১)

দ্বিজ, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এই তিন বর্ণ আশ্রমবিহীন হইয়া এক দিনও থাকিবেক না ; বিনা আশ্রমে অবস্থিত হইলে পাতকগ্রস্ত হয় ।

এই শাস্ত্র অনুসারে, আশ্রমবিহীন হইয়া থাকা দ্বিজের পক্ষে নিষিদ্ধ ও পাতকজনক । দ্বিজপদ উপলক্ষণমাত্র, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, চারি বর্ণের পক্ষেই এই ব্যবস্থা ।

বামনপুরাণে নির্দিষ্ট আছে,

চত্বার আশ্রমশৈব ব্রাহ্মণস্য প্রকীর্তিতাঃ ।

ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ গার্হস্থ্যং বানপ্রস্থঞ্চ তিস্কুকম্ ।

ক্ষত্রিয়স্তাপি কথিতা আশ্রমাস্ত্রয় এব হি ।

ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ গার্হস্থ্যমাশ্রমদ্বিতয়ং বিশঃ ।

গার্হস্থ্যমুচিতস্তেকং শূদ্রেস্তা ক্ষণমাচরেৎ ॥ (২)

ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস, ব্রাহ্মণের এই চারি আশ্রম নির্দিষ্ট আছে : ক্ষত্রিয়ের প্রথম তিন ; বৈশ্যের প্রথম দুই ; শূদ্রের গার্হস্থ্যমাত্র এক আশ্রম ; সে ক্ষণে চিতে তাহারই অনুষ্ঠান করিবেক ।

এই ব্যবস্থা অনুসারে, সমুদয়ে ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস, এই চারি আশ্রম । কালভেদে ও অধিকারিভেদে মনুষ্যের পক্ষে এই আশ্রমচতুষ্টয়ের অগ্রতম অবলম্বন আবশ্যক ; নতুবা আশ্রমভ্রংশনিবন্ধন পাতকগ্রস্ত হইতে হয় । ব্রাহ্মণ চারি আশ্রমেই অধিকারী ; ক্ষত্রিয় ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ এই তিন আশ্রমে ; বৈশ্য ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য

এই দুই আশ্রমে ; শূদ্র একমাত্র গার্হস্থ্য আশ্রমে অধিকারী। উপনয়ন-সংস্কারান্তে, গুরুকূলে অবস্থিতিপূর্বক, বিদ্যাভ্যাস ও সদাচারশিক্ষাকে ব্রহ্মচর্য্য বলে ; ব্রহ্মচর্য্যসমাপনান্তে, বিবাহ করিয়া, সংসারযাত্রা-সম্পাদনকে গার্হস্থ্য বলে ; গার্হস্থ্যধর্ম্মপ্রতিপালনান্তে, যোগাভ্যাসার্থে বনবাস আশ্রয়কে বানপ্রস্থ বলে ; বানপ্রস্থধর্ম্মসমাপনান্তে, সর্ববিষয়-পরিত্যাগকে সন্ন্যাস বলে ।

মনু কহিয়াছেন,

গুরুণানুমতঃ স্নাত্বা সমারুতো যথাবিধি ।

উদ্বহেত দ্বিজো ভার্য্যাং সর্বণাং লক্ষণান্বিতাম্ ॥ ৩। ৪।

দ্বিজ, গুরুর অনুজ্ঞালাভান্তে, যথাবিধানে স্নান ও সমাবর্তন(৩)

করিয়া সজাতীয়া স্নলক্ষণা ভার্য্যার পাণিগ্রহণ করিবেক ।

বিবাহের এই প্রথম বিধি। এই বিধি অনুসারে, বিদ্যাভ্যাস ও সদাচারশিক্ষার পর, দারপরিগ্রহ করিয়া, মনুবা গৃহস্থাশ্রমে প্রবিষ্ট হয় ।

ভার্য্যায়ৈ পূর্বমারিণ্যৈ দত্ত্বাশ্লীনন্ত্যকর্ম্মণি ।

পুনর্দারক্রিয়াং কুর্য্যাৎ পুনরাধানমেব চ ॥ ৫। ১৬৮। (৪)

পূর্বমৃত্তা স্ত্রীর যথাবিধি অন্তোষ্টি ক্রিয়া নির্বাহ করিয়া, পুনরায়

দারপরিগ্রহ ও পুনরায় অগ্ন্যাধান করিবেক ।

বিবাহের এই দ্বিতীয় বিধি। এই বিধি অনুসারে, স্ত্রীবিরোগ হইলে গৃহস্থ ব্যক্তির পুনরায় দারপরিগ্রহ আবশ্যক ।

মদ্যপাসাধুরতা চ প্রতিকুলা চ যা ভবেৎ ।

ব্যাধিতা বাধিবেত্তব্যং হিংস্রার্থত্বী চ সর্বদা ॥ ৯। ৮০। (৫)

(৩) বেদাধ্যয়ন ও ব্রহ্মচর্য্যসমাপনের পর গৃহস্থাশ্রমপ্রবেশের পূর্বে অনুষ্ঠীয়মান ক্রিয়াবিশেষ ।

(৪) মনুসংহিতা ।

(৫) মনুসংহিতা ।

যদি স্ত্রী সুরাপারিণী, ব্যভিচারিণী, সতত স্বামীর অভিপ্রায়ের
বিপরীতকারিণী, চিররোগিণী, অতিক্রুরস্বভাবা, ও অর্থনাশিনী
হয়, তৎসত্ত্বে অধিবেদন, অর্থাৎ পুনরায় দারপরিগ্রহ, করিবেক ।

বন্ধ্যাক্ষমেহধিবেদ্যাদে দশমে তু মৃতপ্রজা ।

একাদশে স্ত্রীজননী সদ্যস্তপ্রিয়বাদিনী ॥ ৯ । ৮১ । (৬)

স্ত্রী বন্ধ্যা হইলে অষ্টম বর্ষে, মৃতপুত্রা হইলে দশম বর্ষে, কণ্ঠামাত্র-
প্রসবিনী হইলে একাদশ বর্ষে, ও অপ্রিয়বাদিনী (৭) হইলে
কালান্তিপাত ব্যতিরেকে, অধিবেদন করিবেক ।

বিবাহের এই তৃতীয় বিধি । এই বিধি অনুসারে, স্ত্রী বন্ধ্যা প্রভৃতি
অবধারিত হইলে তাহার জীবদ্দশায় পুনরায় বিবাহ করা আবশ্যিক ।

সবর্ণাণ্ডে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্মণি ।

কামতস্ত প্ররতানামিমাঃ স্যুঃ ক্রমশো বরাঃ ॥ ৩ । ১২ ।

শূদ্রৈব ভার্য্যা শূদ্রস্য সা চ স্বা চ বিশঃ স্মৃতে ।

তে চ স্বা চৈব রাজ্ঞশ্চ তাশ্চ স্বা চাণ্ডজন্মনঃ ॥ ৩১৩ । (৮)

দ্বিজাতির পক্ষে অণ্ডে সবর্ণবিবাহই বিহিত । কিন্তু, বাহারা
যদৃচ্ছাক্রমে বিবাহ করিতে প্ররত হয়, তাহারা অনুলোমক্রমে
বর্ণান্তরে বিবাহ করিবেক ; অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়,
বৈশ্যা, শূদ্রা ; ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা, শূদ্রা ; বৈশ্যের বৈশ্যা,
শূদ্রা ; শূদ্রের একমাত্র শূদ্রা ভার্য্যা হইতে পারে ।

বিবাহের এই চতুর্থ বিধি । এই বিধি অনুসারে, সবর্ণবিবাহই ব্রাহ্মণ,
ক্ষত্রিয়, বৈশ্যা এই তিন বর্ণের পক্ষে প্রশস্ত কল্প । কিন্তু, যদি কোনও
উৎকৃষ্ট বর্ণ, যথাবিধি সবর্ণবিবাহ করিয়া, যদৃচ্ছাক্রমে পুনরায় বিবাহ
করিতে অভিলাষী হয়, তবে সে আপন অপেক্ষা নিকৃষ্ট বর্ণে বিবাহ
করিতে পারে ।

(৬) মনুসংহিতা ।

(৭) যে সতত স্বামীর প্রতি দুঃখব কটুক্তিপ্রয়োগ করে ।

(৮) মনুসংহিতা ।

যে সমস্ত বিধি প্রদর্শিত হইল, তদনুসারে বিবাহ ত্রিবিধ নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য । প্রথম বিধি অনুসারে যে বিবাহ করিতে হয়, তাহা নিত্য বিবাহ ; এই বিবাহ না করিলে, মনুষ্য গৃহস্থাশ্রমে অধিকারী হইতে পারে না । দ্বিতীয় বিধির অনুযায়ী বিবাহও নিত্য বিবাহ ; তাহা না করিলে, আশ্রমভ্রংশনিবন্ধন পাতকগ্রস্ত হইতে হয় (১) । তৃতীয় বিধির অনুযায়ী বিবাহ নৈমিত্তিক বিবাহ ; কারণ, তাহা স্ত্রীর বক্ষ্যাত্ত্ব প্রভৃতি নিমিত্ত বশতঃ করিতে হয় । চতুর্থ বিধির অনুযায়ী বিবাহ কাম্য বিবাহ । এই বিবাহ নিত্য ও নৈমিত্তিক বিবাহের স্থায় অবশ্য কর্তব্য নহে, উহা পুরুষের সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন, অর্থাৎ ইচ্ছা হইলে তাদৃশ বিবাহ করিতে পারে, এইমাত্র । কাম্য বিবাহে কেবল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই বর্ণত্রয়ের অধিকার প্রদর্শিত হওয়াতে, শূদ্রের তাদৃশ বিবাহে অধিকার নাই ।

পুল্লাভ ও ধর্মকার্যসাধন গৃহস্থাশ্রমের উদ্দেশ্য । দারপরিগ্রহ ব্যতিরেকে এ উভয়ই সম্পন্ন হয় না ; এই নিমিত্ত, প্রথম বিধিতে দারপরিগ্রহ গৃহস্থাশ্রমপ্রবেশের দ্বারস্বরূপ ও গৃহস্থাশ্রমসমাধানের অপরিহার্য উপায়স্বরূপ নির্দিষ্ট হইয়াছে । গৃহস্থাশ্রমসম্পাদনকালে, স্ত্রীবিয়োগ ঘটিলে যদি পুনরায় বিবাহ না করে, তবে সেই দারবিরহিত ব্যক্তি আশ্রমভ্রংশনিবন্ধন পাতকগ্রস্ত হয় ; এজন্য, ঐ অবস্থায় গৃহস্থ ব্যক্তির পক্ষে পুনরায় দারপরিগ্রহের অবশ্যকর্তব্যতাবোধনার্থে, শাস্ত্রকারেরা দ্বিতীয় বিধি প্রদান করিয়াছেন । স্ত্রীর বক্ষ্যাত্ত্ব চিররোগিত্ব প্রভৃতি দোষ ঘটিলে, পুল্লাভ ও ধর্মকার্যসাধনের ব্যাঘাত ঘটে ; এজন্য, শাস্ত্রকারেরা তাদৃশ স্থলে স্ত্রীসত্ত্বে পুনরায় বিবাহ করিবার তৃতীয় বিধি দিয়াছেন । গৃহস্থাশ্রমসমাধানার্থ শাস্ত্রোক্তবিধানানুসারে সর্বর্ণাপরিণ্যাস্তে, যদি কোনও উৎকৃষ্ট বর্ণ যদৃচ্ছাক্রমে বিবাহে প্রবৃত্ত

(১) স্ত্রীবিয়োগরূপ নিমিত্তবশতঃ করিতে হয়, এজন্য এই বিবাহের নৈমিত্তিকত্বও আছে ।

হয়, তাহার পক্ষে অসবর্ণবিবাহে অধিকারবোধনার্থ শাস্ত্রকারেরা চতুর্থ বিধি প্রদর্শন করিয়াছেন । বিবাহবিষয়ে এতদ্ব্যতিরিক্ত আর বিধি দেখিতে পাওয়া যায় না । সুতরাং, স্ত্রী বিদ্যমান থাকিতে, নির্দিষ্ট নিমিত্ত ব্যতিরেকে, যদৃচ্ছাক্রমে পুনরায় সবর্ণবিবাহ করা শাস্ত্রকারদিগের অনুমোদিত নহে । ফলতঃ, সবর্ণবিবাহানন্তর যদৃচ্ছাক্রমে বিবাহপ্রবৃত্ত ব্যক্তির পক্ষে অসবর্ণবিবাহের বিধি প্রদর্শিত হওয়াতে, তাদৃশ ব্যক্তির তথাবিধ স্থলে সবর্ণবিবাহ নিষিদ্ধকল্প হইতেছে ।

এরূপ বিধিকে পরিসংখ্যা বলে । পরিসংখ্যাবিধির নিয়ম এই, যে স্থল ধরিয়া বিধি দেওয়া যায়, তদ্ব্যতিরিক্ত স্থলে নিষেধ সিদ্ধ হয় । বিধি ত্রিবিধ অপূর্ববিধি, নিয়মবিধি ও পরিসংখ্যাবিধি । বিধি ব্যতিরেকে যে স্থলে কোনও রূপে প্রবৃত্তি সম্ভবে না, তাহাকে অপূর্ববিধি কহে ; যেমন, “স্বর্গকামো যজ্ঞেত”, স্বর্গকামনায় যাগ করিবেক । এই বিধি না থাকিলে, লোকে স্বর্গলাভবাসনায় কদাচ যাগে প্রবৃত্ত হইত না ; কারণ, যাগ করিলে স্বর্গলাভ হয় ইহা প্রমাণান্তর দ্বারা প্রাপ্ত নহে । যে বিধি দ্বারা কোনও বিষয় নিয়মবদ্ধ করা যায়, তাহাকে নিয়মবিধি বলে ; যেমন, “সমে যজ্ঞেত”, সম দেশে যাগ করিবেক । লোকের পক্ষে যাগ করিবার বিধি আছে ; সেই যাগ কোনও স্থানে অবস্থিত হইয়া করিতে হইবেক ; লোকে ইচ্ছানুসারে সমান অসমান উভয়বিধ স্থানেই যাগ করিতে পারিত ; কিন্তু “সমে যজ্ঞেত”, এই বিধি দ্বারা সমান স্থানে যাগ করিবেক ইহা নিয়মবদ্ধ হইল । যে বিধি দ্বারা বিহিত বিষয়ের অতিরিক্ত স্থলে নিষেধ সিদ্ধ হয়, এবং বিহিত স্থলে বিধি অনুযায়ী কার্য্য করা সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন থাকে, তাহাকে পরিসংখ্যা-বিধি বলে ; যেমন, “পঞ্চ পঞ্চনখা ভক্ষ্যাঃ”, পাঁচটি পঞ্চনখ ভক্ষণীয় । লোকে যদৃচ্ছাক্রমে যাবতীয় পঞ্চনখ জন্তু ভক্ষণ করিতে পারিত ; কিন্তু, “পঞ্চ পঞ্চনখা ভক্ষ্যাঃ”, এই বিধি দ্বারা বিহিত শশ প্রভৃতি পঞ্চ ব্যতিরিক্ত কুকুরাদি যাবতীয় পঞ্চনখ জন্তুর ভক্ষণনিষেধ সিদ্ধ হইতেছে ;

অর্থাৎ লোকের পঞ্চনখ জন্তুর মাংসভক্ষণে প্রবৃত্তি হইলে, শশ প্রভৃতি পঞ্চ ব্যতিরিক্ত পঞ্চনখ জন্তুর মাংসভক্ষণ করিতে পারিবেক না ; শশপ্রভৃতি পঞ্চনখ জন্তুর মাংসভক্ষণও লোকের সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন ; ইচ্ছা হয় ভক্ষণ করিবেক, ইচ্ছা না হয় ভক্ষণ করিবেক না । সেইরূপ, যদৃচ্ছাক্রমে অধিক বিবাহে উদ্যত পুরুষ সর্বণা অসর্বণা উভয়বিধ স্ত্রীরই পাণিগ্রহণ করিতে পারিত ; কিন্তু, যদৃচ্ছাক্রমে বিবাহে প্রবৃত্তি হইলে অসর্বণাবিবাহ করিবেক, এই বিধি প্রদর্শিত হওয়াতে, যদৃচ্ছাম্বলে অসর্বণাব্যতিরিক্তস্ত্রীবিবাহনিষেধ সিদ্ধ হইতেছে । অসর্বণাবিবাহও লোকের ইচ্ছাধীন, ইচ্ছা হয় তাদৃশ বিবাহ করিবেক, ইচ্ছা না হয় করিবেক না ; কিন্তু যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া বিবাহ করিতে হইলে, অসর্বণাব্যতিরিক্ত বিবাহ করিতে পারিবেক না, ইহাই বিবাহবিষয়ক চতুর্থ বিধির উদ্দেশ্য । এই বিবাহবিধিকে অপূর্ববিধি বলা যাইতে পারে না ; কারণ, ঈদৃশ বিবাহ লোকের ইচ্ছাবশতঃ প্রাপ্ত হইতেছে ; বাহা কোনও রূপে প্রাপ্ত নহে, তদ্বিষয়ক বিধিকেই অপূর্ববিধি বলে । এই বিবাহবিধিকে নিয়মবিধি বলা যাইতে পারে না ; কারণ, ইহা দ্বারা অসর্বণাবিবাহ অবশ্যকর্তব্য বলিয়া নিয়মবদ্ধ হইতেছে না । সুতরাং, এই বিবাহবিধিকে অগত্যা পরিসংখ্যাবিধি বলিয়া অঙ্গীকার করিতে হইবেক (১০) ।

বিবাহবিষয়ক বিধিচতুষ্টয়ের স্থল তাৎপর্য্য এই, প্রথম বিধি অনুসারে গৃহস্থ ব্যক্তির সর্বণাবিবাহ অবশ্য কর্তব্য ; গৃহস্থ অবস্থায় স্ত্রীবিয়োগ হইলে, দ্বিতীয় বিধি অনুসারে সর্বণাবিবাহ অবশ্য কর্তব্য ;

(১০) বিনিয়োগবিধিরপ্যাপূর্ববিধিনিয়মবিধিপরিসংখ্যাবিধিতেদাঙ্গবিধিঃ বিধিং বিনা কথমপি যদর্থগোচরপ্রবৃত্তিনৌপদ্যাতে অসাবপূর্ববিধিঃ নিয়ত-প্রবৃত্তিকলকে বিধিনিয়মবিধিঃ অবিসয়াদন্যত্র প্রবৃত্তিবিরোধী বিধিঃ পরিসংখ্যাবিধিঃ তদুক্তং বিধিরত্যস্তমপ্রাপ্তৌ নিয়মঃ পাকিকৈকমতি । তত্র চান্যত্র চ প্রাপ্তৌ পরিসংখ্যেতি গীয়তে ॥ বিধিস্বরূপ ।

স্ত্রী বক্ষ্যা প্রভৃতি স্থির হইলে, তৃতীয় বিধি অনুসারে সর্বর্ণবিবাহ অবশ্য কর্তব্য ; সর্বর্ণবিবাহ করিয়া যদৃচ্ছাক্রমে বিবাহপ্রবৃত্ত হইলে, ইচ্ছা হয় চতুর্থ বিধি অনুসারে অসর্বর্ণ বিবাহ করিবেক, অসর্বর্ণব্যতিরিক্ত বিবাহ করিতে পারিবেক না । কলিযুগে অসর্বর্ণবিবাহব্যবহার রহিত হইয়াছে, সুতরাং যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বিবাহের আর স্থল নাই ।

এক্ষণে ইহা বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইতেছে যে ইদানীন্তন যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহকাণ্ড কেবল শাস্ত্রকারদিগের অনুমোদিত নয় এরূপ নহে, উহা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হইতেছে । সুতরাং যাঁহারা যদৃচ্ছাক্রমে বহু বিবাহ করিতেছেন, তাঁহারা নিষিদ্ধ কর্মের অনুষ্ঠানজন্য পাতকগ্রস্ত হইতেছেন । যাজ্ঞবল্ক্য কহিয়াছেন,

বিহিতস্থাননুষ্ঠানান্নিষ্পিতস্ত চ সেবনাং ।

অনিগ্রহাচ্ছেন্দ্রিয়াণাং নরঃ পতনমৃচ্ছতি ॥ ৩ । ২১৯ ।

বিহিত বিষয়ের অবহেলন ও নিষিদ্ধ বিষয়ের অনুষ্ঠান করিলে, এবং ইন্দ্রিয়বশীকরণ করিতে না পারিলে, মনুষ্য পাতকগ্রস্ত হয় ।

কোনও কোনও মুনিবচনে এক ব্যক্তির অনেক স্ত্রী বিদ্যমান থাকার নির্দিষ্ট আছে, তদদর্শনে কেহ কেহ কহিয়া থাকেন, যখন শাস্ত্রে এক ব্যক্তির যুগপৎ বহু স্ত্রী বিদ্যমান থাকার স্পষ্ট উল্লেখ দৃষ্টিগোচর হইতেছে, তখন যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহু বিবাহ শাস্ত্রকারদিগের অনুমোদিত কার্য্য নহে, ইহা কি রূপে পরিগৃহীত হইতে পারে । তাঁহাদের অভিপ্রেত শাস্ত্র সকল এই,—

১। সর্বর্ণাসু বহুভার্য্যাসু বিদ্যমানাসু জ্যেষ্ঠয়া সহ
ধর্ম্মকার্য্যং কারয়েৎ (১১) ।

সজাতীয়া বহু ভার্য্যা বিদ্যমান থাকিলে, জ্যেষ্ঠার সহিত ধর্ম্ম-কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেক ।

২। সৰ্বাসামেকপত্নীনামেকা চেৎ পুঞ্জিণী তবেৎ ।

সৰ্বাস্তান্তেন পুঞ্জেন গ্রাহ পুঞ্জবতীৰ্মনুঃ ॥৯।১৮৩।(১২)

মনু কহিয়াছেন, সপত্নীদের মধ্যে যদি কেহ পুঞ্জবতী হয়, সেই
সপত্নীপুঞ্জ দ্বারা তাহার। সকলেই পুঞ্জবতী গণ্য হইবেক ।

৩। ত্রিবিবাহং কৃতং যেন ন করোতি চতুর্থকম্ ।

কুলানি পাতয়েৎ সপ্ত জগহত্যাশ্রিতং চরেৎ ॥ (১৩)

যে ব্যক্তি তিন বিবাহ করিয়া চতুর্থ বিবাহ না করে, সে সাত কুল
পাতিত করে, তাহার জগহত্যাশ্রয়শিষ্ট করা আবশ্যক ।

এই সকল বচনে একরূপ কিছুই নির্দিষ্ট নাই যে তদ্বারা শাস্ত্রোক্ত
নিমিত্ত ব্যতিরেকে পুরুষের ইচ্ছাধীন বহু বিবাহ প্রতিপন্ন হইতে
পারে । প্রথম বচনে এক ব্যক্তির বহু ভার্য্যা বিদ্যমান থাকার
উল্লেখ আছে ; কিন্তু ঐ বহুভার্য্যাবিবাহ অধিবেদনের নির্দিষ্ট নিমিত্ত
নিবন্ধন নহে, তাহার কোনও হেতু লক্ষিত হইতেছে না । দ্বিতীয়
বচনে যে বহু বিবাহের উল্লেখ আছে, তাহা যে কেবল পূৰ্ব পূৰ্ব
স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ব নিবন্ধন ঘটয়াছিল, তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে ;
কারণ, ঐ বচনে পুঞ্জহীনা সপত্নীদিগের বিষয়ে ব্যবস্থা প্রদত্ত
হইয়াছে । তৃতীয় বচনে তিন বিবাহের পর বিবাহান্তরের অবশ্য-
কর্তব্যতানির্দেশ আছে । কিন্তু এই বচন বহুবিবাহবিষয়ক নহে । ইহার
স্থল এই,—যে ব্যক্তির ক্রমে দুই স্ত্রী গত হইয়াছে, সে পুনরায় বিবাহ
করিলে, তাহার তিন বিবাহ হয় ; চতুর্থ বিবাহ না করিলে, তাহার
প্রত্যবায় ঘটে । এই প্রত্যবায়ের পরিহারার্থে ইদানীং এক আচার
প্রচলিত হইয়াছে । সে আচার এই,—বিবাহার্থী ব্যক্তি, প্রথমতঃ এক
কুল গাছকে স্ত্রী কল্পনা করিয়া, উহার সহিত তৃতীয় বিবাহ সম্পন্ন
করে ; তৎপরে যে বিবাহ হয়, তাহা চতুর্থবিবাহস্থলে পরিগৃহীত হইয়া

থাকে। এইরূপ তিন বিবাহ ও চারি বিবাহই এই বচনের উদ্দেশ্য। কেহ কেহ এই ব্যবস্থা করেন, যেখানে তিন স্ত্রী বর্তমান আছে, সেই স্থলে এই বচন খাটিবেক (১৪)। যদি এই ব্যবস্থা আদরণীয় হয়, তাহা হইলে বর্তমান তিন স্ত্রীর বিবাহ অধিবেদনের নির্দিষ্ট নিমিত্ত নিবন্ধন, আর চতুর্থ বিবাহ এতদ্বচনোক্তদোষপরিহাররূপ নিমিত্ত নিবন্ধন বলিতে হইবেক। অর্থাৎ, প্রথমতঃ স্ত্রীর বন্ধ্যাদ্ব প্রভৃতি নিমিত্ত বশতঃ ক্রমে ক্রমে তিন বিবাহ ঘটিয়াছে; পরে, তিন স্ত্রী বিদ্যমান থাকিলে, এই বচনে যে চতুর্থ বিবাহের অবশ্যকর্তব্যতা নির্দেশ আছে, তদনুসারে পুনরায় বিবাহ করা আবশ্যক হইতেছে। মনুবচনে অধিবেদনের যে সমস্ত নিমিত্ত নির্দিষ্ট আছে, এতদ্বচনোক্তদোষপরিহার তদতিরিক্ত নিমিত্তান্তর বলিয়া পরিগণিত হইবেক।

কেহ কেহ কহিয়া থাকেন, যখন পুরাণে ও ইতিহাসে কোনও কোনও রাজার যুগপৎ বহু স্ত্রী বিদ্যমান থাকার নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে, তখন পুরুষের বহু বিবাহ শাস্ত্রানুমত কর্ম্য নহে, ইহা কিরূপে অঙ্গীকৃত হইতে পারে। ইহা যথার্থ বটে, পূর্বকালীন কোনও কোনও রাজার বহু বিবাহের পরিচয় পাওয়া যায়; কিন্তু, সে সকল বিবাহ যদৃচ্ছাপ্রযুক্ত বিবাহ নহে। রামায়ণে উল্লিখিত আছে, রাজা দশরথের অনেক মহিলা ছিল। কিন্তু তিনি যে যদৃচ্ছাক্রমে সেই সমস্ত বিবাহ করিয়াছিলেন, কোনও ক্রমে এরূপ প্রতীতি জন্মে না। রামায়ণে যে রূপ নির্দিষ্ট আছে, তদনুসারে তিনি বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত পুত্র-মুখ নিরীক্ষণে অধিকারী হয়েন নাই। ইহা নিশ্চিত বোধ হইতেছে, তাঁহার প্রথমপরিণীতা স্ত্রী বন্ধ্যা বলিয়া পরিগণিত হইলে, তিনি দ্বিতীয় বার বিবাহ করেন; এবং সে স্ত্রীও পুত্রপ্রসব না করাতে, তাঁহারও বন্ধ্যাদ্ব বোধে, রাজা পুনরায় বিবাহ করিয়াছিলেন। এইরূপে

ক্রমে ক্রমে তাঁহার অনেক বিবাহ ঘটে । অবশেষে, চরম বয়সে, কোশল্যা, কেকয়ী, সুমিত্রা, এই তিন মহিষীর গর্ভে তাঁহার চারি সন্তান জন্মে । সুতরাং, রাজা দশরথের বহু বিবাহ পূর্ব পূর্ব জীবন বক্ষ্যাৎশঙ্কা নিবন্ধন ঘটিয়াছিল, স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে । দশরথ যে কারণে বহু বিবাহ করিয়াছিলেন, অত্যান্য রাজারাও সেই কারণে, অথবা শাস্ত্রোক্ত অন্য কোনও নিমিত্তবশতঃ, একাধিক বিবাহ করেন, তাহার সংশয় নাই । তবে, ইহাও লক্ষিত হইতে পারে, কোনও কোনও রাজা, যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া, বহু বিবাহ করিয়াছিলেন । কিন্তু, সেই দৃষ্টান্ত দর্শনে বহুবিবাহকাণ্ড শাস্ত্রানুমত ব্যাপার বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে না । রাজার আচার সর্বসাধারণ লোকের পক্ষে আদর্শস্বরূপে পরিগৃহীত হওয়া উচিত নহে । ভারতবর্ষীয় রাজারা স্ব স্ব অধিকারে এক প্রকার সর্বশক্তিমান ছিলেন । প্রজারা ধর্মশাস্ত্রের ব্যবস্থা অতিক্রম করিয়া চলিলে, রাজা দণ্ডবিধানপূর্বক তাহাদিগকে ছায়পথে অবস্থাপিত করিতেন । কিন্তু, রাজারা উৎপথপ্রতিপন্ন হইলে, তাঁহাদিগকে ন্যায়পথে প্রবর্তিত করিবার লোক ছিল না । বস্তুতঃ, রাজারা সর্ব বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রেচ্ছ ছিলেন । সুতরাং, যদি কোনও রাজা, উচ্ছৃঙ্খল হইয়া, শাস্ত্রোক্ত নিমিত্ত ব্যতিরেকে, যদৃচ্ছাক্রমে বহু বিবাহ করিয়া থাকেন, সর্বসাধারণ লোকে, সেই দৃষ্টান্তের অনুবর্তী হইয়া, বহু বিবাহ করিলে, তাহা কোনও ক্রমে বৈধ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে না । মনু কহিয়াছেন,—

সোহগ্নির্ভবতি বায়ুশ্চ সোহর্কঃ সোমঃ স ধর্মরাট্ ।

স কুবেরঃ স বরুণঃ স মহেন্দ্রঃ প্রভাবতঃ ॥ ৭ । ৭ ॥

বালোহপি নাবমন্তব্যো মনুষ্য ইতি ভূমিপঃ ।

মহতী দেবতা হ্যেবা নররূপেণ তিষ্ঠতি ॥ ৭ । ৮ ॥

রাজা প্রভাবে সাক্ষাৎ অগ্নি, বায়ু, সূর্য, চন্দ্র, যম, কুবের, বরুণ, ইন্দ্র । রাজা বালক হইলেও, তাঁহাকে সামান্য মনুষ্য

জ্ঞান করা উচিত নহে । তিনি নিঃসন্দেহ মহতী দেবতা, নররূপে
বিরাজ করিতেছেন ।

রাজা প্রাকৃত মনুষ্য নহেন ; শাস্ত্রকারেরা তাঁহাকে মহতী দেবতা
বলিয়া গণ্য করিয়াছেন । অতএব, যেমন দেবতার চরিত্রে মনুষ্যের
অনুকরণীয় নহে ; সেইরূপ, রাজার চরিত্রেও মনুষ্যের পক্ষে অনুকরণীয়
হইতে পারে না । এই নিমিত্ত, যাহা সর্বসাধারণ লোকের পক্ষে
সর্বথা অবৈধ, তেজীয়ানের পক্ষে তাহা দোষাবহ নয় বলিয়া,
শাস্ত্রকারেরা ব্যবস্থা দিয়াছেন ।

ফলতঃ, যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহকাণ্ড যদৃচ্ছাপ্রবৃত্তব্যবহারমূলকমাত্র ।
এই অতিজঘত্ব অতিনৃশংস ব্যাপার শাস্ত্রানুমত বা ধর্মানুমত ব্যবহার
নহে ; এবং ইহা নিবারিত হইলে, শাস্ত্রের অবমাননা বা ধর্মলোপের
অণুমাত্র সম্ভাবনা নাই ।

দ্বিতীয় আপত্তি ।



কেহ কেহ আপত্তি করিতেছেন, বহুবিবাহপ্রথা নিবারিত হইলে, কুলীন ব্রাহ্মণদিগের জাতিপাত ও ধর্মলোপ ঘটিবেক । এই আপত্তি হ্রায়োপেত হইলে, বহুবিবাহপ্রথার নিবারণচেষ্টা কোনও ক্রমে উচিত কর্ম হইত না । কোলীত্যপ্রথার পূর্বাগর পর্যালোচনা করিয়া দেখিলে, এই আপত্তি হ্রায়োপেত কি না, ইহা প্রতীয়মান হইতে পারিবেক ; এজন্ত, কোলীত্যমর্যাদার প্রথম ব্যবস্থা ও বর্তমান অবস্থা সংক্ষেপে উল্লিখিত হইতেছে ।

রাজা আদিহর, পুন্ড্রেক্ষিণাগের অনুষ্ঠানে কৃতসঙ্কল্প হইয়া, অধিকারস্থ ব্রাহ্মণদিগকে যজ্ঞসম্পাদনার্থে আহ্বান করেন । এ দেশের তৎকালীন ব্রাহ্মণেরা আচারভ্রষ্ট ও বেদবিহিত ক্রিয়ার অনুষ্ঠানে নিতান্ত অনভিজ্ঞ ছিলেন ; সুতরাং তাঁহারা আদিহরের অভিপ্রেত যজ্ঞ সম্পাদনে সমর্থ হইলেন না । রাজা, নিকুপায় হইয়া, ৯৯৯ শাকে (১) কাশ্যকুজরাজের নিকট, শাস্ত্রজ্ঞ ও আচারপূত পঞ্চ ব্রাহ্মণ প্রেরণ প্রার্থনায়, দূত প্রেরণ করিলেন । কাশ্যকুজরাজ, তদনুসারে, পঞ্চ গোত্রের পঞ্চ ব্রাহ্মণ পাঠাইয়া দিলেন ;—

- | | | |
|---|----------------|---------------|
| ১ | শাণ্ডিল্যগোত্র | ভট্টনারায়ণ । |
| ২ | কাশ্যপগোত্র | দক্ষ । |

(১) আদিহরো নবনবত্যাধিকনবশতীশতাবে পঞ্চ ব্রাহ্মণানানায়য়ামান ।

কৃষ্ণচন্দ্রচরিত্র ।

৩ বাৎস্যগোত্র	হান্দড় ।
৪ ভরদ্বাজগোত্র	শ্রীহর্ষ ।
৫ সাবর্ণগোত্র	বেদগর্ত । (২)

ব্রাহ্মণেরা সস্ত্রীক সভৃত্য অথারোহণে গৌড়দেশে আগমন করেন । চরণে চর্ম্মপাছুকা, সর্বাদ্র শূচীবিদ্ধ বস্ত্রে আবৃত, এইরূপ বেশে তাহুল চর্ষণ করিতে করিতে, রাজবাটীর দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া, তাঁহারা দ্বারবানকে কহিলেন, ত্বরায় রাজার নিকট আমাদের আগমনসংবাদ দাও । দ্বারী, নরপতিগোচরে উপস্থিত হইয়া, তাঁহাদের আগমন-সংবাদ প্রদান করিলে, তিনি প্রথমতঃ অতিশয় আক্লাদিত হইলেন ; পরে, দৌবারিকমুখে তাঁহাদের আচার ও পরিচ্ছদের বিষয় অবগত হইয়া, মনে মনে কহিতে লাগিলেন, এ দেশের ব্রাহ্মণেরা আচারভ্রষ্ট ও ক্রিয়াহীন বলিয়া, আমি দূরদেশ হইতে ব্রাহ্মণ আনাইলাম । কিন্তু, যে রূপ শুনিতেছি, তাহাতে উঁহাদিগকে আচারপুত বা ক্রিয়াকুশল বলিয়া বোধ হইতেছে না । যাহা হউক, আপাততঃ সাক্ষাৎ না করিয়া, উঁহাদের আচার প্রভৃতির বিষয় সবিশেষ অবগত হই, পরে যে রূপ হয় করিব । এই স্থির করিয়া, রাজা দ্বারবানকে কহিলেন, ব্রাহ্মণ ঠাকুরদিগকে বল, আমি কার্য্যান্তরে ব্যাপ্ত আছি, এক্ষণে সাক্ষাৎ করিতে পারিব না ; তাঁহারা বাসস্থানে গিয়া শ্রান্তিদূর ককন ; অবকাশ পাইলেই, সাক্ষাৎ করিতেছি ।

এই কথা শুনিয়া দ্বারবান, ব্রাহ্মণদিগের নিকটে আসিয়া, সমস্ত

- (২) ভট্টনারায়ণো দক্ষো বেদগর্ভোহথ হান্দড়ঃ ।
 অথ শ্রীহর্ষনামা চ কান্যকুজাৎ সমাগতাঃ ॥
 শান্তিল্যগোত্রজশ্চেত্তো ভট্টনারায়ণঃ কবিঃ ।
 দক্ষোহথ কাশ্যপশ্চেত্তো বাৎস্যশ্চেত্তোহথ হান্দড়ঃ ॥
 ভরদ্বাজকুলশ্চেত্তঃ শ্রীহর্ষো হর্ষবর্কনঃ ।
 বেদগর্ভোহথ সাবর্ণো যথা বেদ ইতি শ্রুতঃ ॥

নিবেদন করিল । রাজা অবিলম্বেই তাঁহাদের সংবর্দ্ধনা করিবেন, এই স্থির করিয়া, ব্রাহ্মণেরা আশীর্বাদ করিবার নিমিত্ত জলগণ্ডু হস্তে দণ্ডায়মান ছিলেন ; এক্ষণে, তাঁহার অনাগমনবার্ত্তাশ্রবণে, করস্থিত আশীর্বাদবারি নিকটবর্ত্তী মল্লকাঠে ক্ষেপণ করিলেন । ব্রাহ্মণদিগের এমনই প্রভাব, আশীর্বাদবারি স্পর্শমাত্র, চিরশুষ্ক মল্লকাঠ সঞ্জীবিত, পল্লবিত ও পুষ্পফলে সুশোভিত হইয়া উঠিল (৩) । এই অদ্ভুত সংবাদ তৎক্ষণাৎ নরপতিগোচরে নীত হইল । রাজা শুনিয়া চমৎকৃত হইলেন । তাঁহাদের আচার ও পরিচ্ছদের কথা শুনিয়া, প্রথমতঃ তাঁহার মনে অশ্রদ্ধা ও বিরাগ জন্মিয়াছিল ; এক্ষণে বিলক্ষণ শ্রদ্ধা ও অনুরাগ জন্মিল । তখন তিনি, গলবস্ত্র ও কৃতাজ্জলি হইয়া, দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন, এবং দৃঢ়তর ভক্তিযোগ সহকারে সাফট্য প্রণিপাত করিয়া, ক্ষমাপ্রার্থনা করিলেন (৪) ।

অনন্তর, রাজা নির্দ্ধারিত শুভ দিবসে সেই পঞ্চ ব্রাহ্মণ দ্বারা পুন্ড্রেশ্বিবাগ করাইলেন । যাগপ্রভাবে রাজমহিষী গর্ভবতী ও যথাকালে পুন্ড্রবতী হইলেন । রাজা, যৎপরোনাস্তি প্রীত হইয়া, নিজ রাজ্যে বাস করিবার নিমিত্ত, ব্রাহ্মণদিগকে অত্যন্ত অনুরোধ করিতে লাগিলেন । ব্রাহ্মণেরা, রাজার নির্বন্ধ উল্লঙ্ঘনে অসমর্থ হইয়া, তদীয় প্রস্তাবে সম্মত হইলেন, এবং পঞ্চকোটি, কামকোটি,

(৩) বিক্রমপুরের লোকে বলেন, বল্লালসেনের বাটীর দক্ষিণে যে দিঘী আছে, তাহার উত্তর পাড়ে পাকা ঘাটের উপর ঐ বৃক্ষ অদ্যাপি সজীব আছে । বৃক্ষ অতি বৃহৎ ; নাম গজারিবৃক্ষ । এত-জ্ঞাতীয় বৃক্ষ বিক্রমপুরের আর কোথাও নাই । ময়মনসিংহ জিলার মধুপুর পাহাড় ভিন্ন অন্যত্র কুত্রাপি লক্ষিত হয় না । মল্লকাঠ হলে অনেকে গজের আলানন্ত বসিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন ।

(৪) এই উপাখ্যান সচরাচর যেরূপ উল্লিখিত হইয়া থাকে, অবিকল সেইরূপ নির্দিষ্ট হইল ।

হরিকোটি, কঙ্কগ্রাম, বটগ্রাম এই রাজদত্ত পঞ্চ গ্রামে (৫) এক এক জন বসতি করিলেন ।

ক্রমে ক্রমে এই পাঁচ জনের বটপঞ্চাশৎ সন্তান জন্মিল । ভট্ট-নারায়ণের ষোড়শ, দক্ষের ষোড়শ, শ্রীহর্ষের চারি, বেদগর্ভের দ্বাদশ, ছান্দড়ের আট (৬) । এই প্রত্যেক সন্তানকে রাজা বাসার্থে এক এক গ্রাম প্রদান করিলেন । সেই সেই গ্রামের নামানুসারে তত্তৎ সন্তানের সন্তানপরম্পরা অমুকগ্রামীণ, অর্থাৎ অমুকগাঁই, বলিয়া প্রসিদ্ধ হইলেন । শাণ্ডিল্যগোত্রে ভট্টনারায়ণবংশে বন্দ্য, কুসুম, দীর্ঘাজী, ঘোষলী, বটব্যাল, পারিহা, কুলকুলী, কুশারি, কুলভি, সেয়ক, গড়গড়ি, আকাশ, কেশরী, মাঘচটক, বসুয়ারি, করাল, এই ষোল গাঁই (৭) । কাশ্যপগোত্রে দক্ষবংশে চট্ট, অম্বুলী, তৈলবাণী, পোড়ারি, হুড়, গুড়, ভুরিঠাল, পালধি, পাকড়াসী, পুখলী, মুলগ্রামী, কোয়ারী, পলমারী, পীতমুণ্ডী, সিমলারী, ভট্টএই ষোল গাঁই (৮) । ভরদ্বাজগোত্রে শ্রীহর্ষবংশে মুখুণ্ডী, ডিংসাই, সাহরি, রাই এই চারি গাঁই (৯) ।

- (৫) পঞ্চকোটিঃ কামকোটিঃ হরিকোটীঃ পঞ্চৈব চ ।
কঙ্কগ্রামো বটগ্রামস্তেষাং স্থানানি পঞ্চ চ ॥
- (৬) ভট্টভঃ ষোড়শোভূতা দক্ষতশ্চাপি ষোড়শ ।
চত্বারঃ শ্রীহর্ষজাতা দ্বাদশ বেদগর্ভভঃ ।
অষ্টাবধ পরিজেষ্য উভূতাঃ ছান্দড়ান্মনৈঃ ॥
- (৭) বন্দ্যঃ কুসুমো দীর্ঘাজী ঘোষলী বটব্যালকঃ ।
পারী কুলী কুশারিঃ কুলভিঃ সেয়কো গড়ঃ ।
আকাশঃ কেশরী মাঘো বসুয়ারিঃ করালকঃ ।
ভট্টবংশোভূত্বা এতে শাণ্ডিল্যে ষোড়শ স্মৃতাঃ ॥
- (৮) চট্টোহম্বুলী তৈলবাণী পোড়ারিঃ হুড়গুড়কৌ ।
ভুরিঃ পালধিঃ চৈব পঞ্চটিঃ পুখলী তথা ।
মুলগ্রামী কোয়ারী চ পলমারী চ পীতকঃ ।
সিমলারী তথা ভট্ট ইমে কাশ্যপসংজ্ঞকাঃ ॥
- (৯) আদৌ মুখুণ্ডী ভিত্তী চ সাহরী রাইকস্তথা ।
ভারদ্বাজ ইমে জাতাঃ শ্রীহর্ষস্য তনুভবাঃ ॥

সাবর্ণগোত্রে বেদগৰ্ভবংশে গাজুলি, পুংসিক, নন্দিগ্রামী, ষষ্ঠেশ্বরী, কুন্দগ্রামী, সিয়ারি, সার্চেশ্বরী, দায়ী, নারেরী, পারিহাল, বালিয়া, সিদ্ধল এই বার গাঁই (১০)। বাৎস্র্যগোত্রে ছান্দড়বংশে কাজিলাল, মহিঙ্গা, পুতিভুও, পিপলাই, ঘোষাল, বাপুলি, কাজারী, সিমলাল এই আট গাঁই (১১)।

ভট্টনারায়ণ প্রভৃতির আগমনের পূর্বে, এ দেশে সাতশত ঘর ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহারা তদবধি হের ও অশ্রদ্ধেয় হইয়া রহিলেন, এবং সপ্তশতীনামে প্রসিদ্ধ হইয়া পৃথক সম্প্রদায়রূপে পরিগণিত হইতে লাগিলেন। তাঁহাদের মধ্যে জগাই, ভাগাই, সাগাই, নানসী, আরধ, বালধবি, পিধুরী, মুলুকজুরী প্রভৃতি গাঁই ছিল। সপ্তশতী পঞ্চগোত্রবহির্ভূত, এজগত কাত্যকুজাগত পঞ্চ ব্রাহ্মণের সম্বানেরা ইহাদের সহিত আহার ব্যবহার ও আদান প্রদান করিতেন না; যাঁহারা করিতেন, তাঁহারাও সপ্তশতীর ছায় হের ও অশ্রদ্ধেয় হইতেন।

কালক্রমে আদিহরের বংশধর হইল। সেনবংশীয় রাজারা গোঁড়দেশের সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন (১২)। এই বংশোদ্ভব অতি প্রসিদ্ধ রাজা বজ্জালসেনের অধিকারকালে কোলীশ্রমব্যাধা ব্যবস্থাপিত হয়। ক্রমে ক্রমে, কাত্যকুজাগত ব্রাহ্মণদিগের সম্বান-পরম্পরার মধ্যে বিভ্রালোপ ও আচারভ্রংশ ঘটয়া আসিতেছিল,

(১০) গাজুলিঃ পুংসিকো নন্দী ঘন্টা কুন্দ সিয়ারিকাঃ ।

সার্চো দায়ী তথা নারী পারী বালী চ সিদ্ধলঃ ।

বেদগৰ্ভোদ্ভবা এতে সাবর্ণে ছাদিশ স্মৃতাঃ ॥

(১১) কাজিবিল্লী মহিঙ্গা চ পুতিভুওচ পিপলী ।

ঘোষালো বাপুলিষ্টব কাজারী চ তথৈব চ ।

সিমলালচ বিজ্ঞেয়া ইমে বাৎস্যকসংজ্ঞকাঃ ॥

(১২) আদিহরের বংশধর সেনবংশ তাজা ।

বিষ্ণুসেনের ক্ষেত্রজ পুত্র বজ্জালসেন রাজা ॥

তন্নিবারণই কোলীঅমর্যাদাপ্রদানের মুখ্য উদ্দেশ্য । রাজা বজ্জালসেন বিবেচনা করিলেন; আচার, বিনয়, বিজ্ঞা প্রভৃতি সদগুণের সবিশেষ পুরস্কার করিলে, ব্রাহ্মণেরা অবশ্যই সেই সকল গুণের রক্ষাবিষয়ে সবিশেষ যত্ন করিবেন । তদনুসারে, তিনি পরীক্ষা দ্বারা ঠাঁহাদিগকে নবগুণবিশিষ্ট দেখিলেন, তাঁহাদিগকে কোলীঅমর্যাদাপ্রদান করিলেন । কোলীঅপ্রবর্তক নয় গুণ এই,—আচার, বিনয়, বিজ্ঞা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থ-দর্শন, নিষ্ঠা, আবৃত্তি, তপস্যা, দান (১৩) । আবৃত্তিশব্দের অর্থ পরিবর্ত ; পরিবর্ত চারিপ্রকার, আদান, প্রদান, কুশত্যাগ ও ঘটকাগ্রে প্রতিজ্ঞা (১৪) । আদান, অর্থাৎ সমান বা উৎকৃষ্ট গৃহ হইতে কত্যাগ্রহণ ; প্রদান, অর্থাৎ সমান অথবা উৎকৃষ্ট গৃহে কত্যাাদান ; কুশত্যাগ, অর্থাৎ কত্যার অভাবে কুশমরী কত্যার দান ; ঘটকাগ্রে প্রতিজ্ঞা, অর্থাৎ উভয় পক্ষে কত্যার অভাব ঘটিলে, ঘটকের সম্মুখে বাক্যমাত্র দ্বারা পরস্পর কত্যাাদান । সংকুলে কত্যাাদান ও সংকুল হইতে কত্যাগ্রহণ কুলের প্রধান লক্ষণ ; কিন্তু কত্যার অভাব ঘটিলে, আদানপ্রদান সম্পন্ন হয় না ; সুতরাং কত্যাহীন ব্যক্তি সম্পূর্ণ কুল-লক্ষণাক্রান্ত হইতে পারেন না । এই দোষের পরিহারার্থে কুশমরী কত্যার দান ও ঘটকসমক্ষে বাক্যমাত্র দ্বারা পরস্পর কত্যাাদানের ব্যবস্থা হয় ।

পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে, কান্থকুজাগত পঞ্চ ব্রাহ্মণের ঘটপঞ্চাশৎ সন্তান এক এক গ্রামে বাস করেন ; সেই সেই গ্রামের নামানুসারে, এক এক গাঁই হয় ; তাঁহাদের সন্তানপরম্পরা সেই সেই গাঁই বলিয়া

(১৩) আচারে। বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনম্ ।

নিষ্ঠাবৃত্তিস্তপো দানং নবধা কুললক্ষণম্ ॥

এরূপ প্রবাদ আছে, পূর্বে নিষ্ঠা শাস্তিস্তপো দানম্ এইরূপ পাঠ ছিল ; পরে, বজ্জালকালীন ঘটকেরা শাস্তিশব্দস্থলে আবৃত্তিশব্দ নিবেশিত করিয়াছেন ।

(১৪) আদানঞ্চ প্রদানঞ্চ কুশত্যাগস্তথৈব চ ।

প্রতিজ্ঞা ঘটকাগ্রেণ পরিবর্তশ্চতুর্নিধঃ ॥

প্রসিদ্ধ হন । সমুদয়ে ৫৬ গাঁই ; তন্মধ্যে বন্দ্য, চট্ট, মুখুটী, ঘোষাল, পুতিতুণ্ড, গাজুলি, কাজিলাল, কুন্দগ্রামী এই আট গাঁই সর্বতোভাবে মনোগুণবিশিষ্ট ছিলেন (১৫), এজন্ত কোলীশ্রমধ্যাদা প্রাপ্ত হইলেন । এই আট গাঁইর মধ্যে চট্টোপাধ্যায়বংশে বহুরূপ, সূচ, অরবিন্দ, হলায়ুধ, বাঙ্গাল এই পাঁচ ; পুতিতুণ্ডবংশে গোবর্দ্ধনাচার্য্য ; ঘোষালবংশে শির ; গজোপাধ্যায়বংশে শিশ ; কুন্দগ্রামিবংশে রোষাকর ; বন্দ্যোপাধ্যায়বংশে জাহ্নন, মহেশ্বর, দেবল, বামন, ঈশান, মকরন্দ এই ছয় ; মুখোপাধ্যায়বংশে উৎসাহ, গরুড় এই দুই ; কাজিলালবংশে কানু, কুতুহল এই দুই ; সমুদয়ে এই উনিশ জন কুলীন হইলেন (১৬) । পালষি, পাকড়াশী, সিমলায়ী, বাপুলি, ভুরিঠাল, কুলকুলী, বটব্যাল, কুশারি, সেয়ক, কুসুম, ঘোষলী, মাঘচটক, বসুয়ারি, করাল, অমুলী, তৈলবাণী, মূলগ্রামী, পূবলী, আকাশ, পলসারী, কোয়ারী, সাহরি, ভট্টাচার্য্য, সাটেধরী, নারেরী, দায়ী, পারিহাল, সিন্নারী, সিদ্ধল, পুংসিক, নন্দগ্রামী, কাজারী, সিমলাল, বালী, এই ৩৪ গাঁই অষ্টগুণবিশিষ্ট ছিলেন, এজন্ত

(১৫) বন্দ্যচট্টোহ্ম মুখুটী ঘোষালশ্চ ততঃ পরঃ ।

পুতিতুণ্ডশ্চ গাজুলিঃ কাজিঃ কুন্দেন চাষ্টমঃ ॥

(১৬) বহুরূপঃ সূচো নাম্না অরবিন্দো হলায়ুধঃ ।

বাঙ্গালশ্চ সমাখ্যাতাঃ পটক্বেতে চট্টবংশজাঃ ॥

পুতির্গোবর্দ্ধনাচার্য্যঃ শিরো ঘোষালসম্ভবঃ ।

গাজুলীয়ঃ শিশো নাম্না কুন্দো রোষাকরোহপিচ

জাহ্ননাখ্যস্তথা বন্দ্যো মহেশ্বর উদারধীঃ ।

দেবলো বামনশ্চৈব ঈশানো মকরন্দকঃ ॥

উৎসাহগরুড়খ্যাতৌ দুখবংশসমুদ্ভবৌ ॥

কানুকুতুহলাবেতৌ কাজিকুলপ্রতিষ্ঠিতৌ ।

উনবিংশতিসংখ্যাতা মহারাজেন পুজিতাঃ ॥

শ্রোত্রিয়সংজ্ঞাতাজন হইলেন (১৭)। পূর্বোক্ত নয় গুণের মধ্যে ইঁহারা আরতিগুণে বিহীন ছিলেন; অর্থাৎ, বন্দ্য প্রভৃতি আট গাঁই আদানপ্রদানবিষয়ে যেমন সাবধান ছিলেন, পালধি প্রভৃতি চৌত্রিশ গাঁই তদ্বিষয়ে তদ্রূপ সাবধান ছিলেন না; এজন্য তাঁহারা কোলীন্যমর্যাদা প্রাপ্ত হইলেন না। আর দীর্ঘাকী, পারিহা, কুলভী, পোড়ারি, রাই, কেশরী, ঘণ্টেশ্বরী, ডিংসাই, পীতমুণ্ডী, মহিস্তা, গুড়, পিপলাই, হড়, গড়গড়ি, এই চোদ্দ গাঁই সদাচার-পরিভ্রষ্ট ছিলেন, এজন্য গোঁণ কুলীন বলিয়া পরিগণিত হইলেন (১৮)।

এরূপ প্রবাদ আছে, রাজা বল্লালসেন, কোলীন্যমর্যাদাস্থাপনের দিন স্থির করিয়া, ব্রাহ্মণদিগকে নিত্যক্রিয়াসমাপনাতে রাজসভায় উপস্থিত হইতে আদেশ করেন। তাহাতে কতকগুলি ব্রাহ্মণ এক প্রহরের সময়, কতকগুলি দেড় প্রহরের সময়, আর কতকগুলি আড়াই প্রহরের সময়, উপস্থিত হন। যাঁহারা আড়াই প্রহরের সময় উপস্থিত হন, তাঁহারা কোলীন্যমর্যাদা প্রাপ্ত হইলেন; যাঁহারা দেড় প্রহরের সময়, তাঁহারা শ্রোত্রিয়, আর যাঁহারা এক প্রহরের সময়, তাঁহারা গোঁণ কুলীন, হইলেন। ইহার তাৎপর্য এই, প্রকৃত প্রস্তাবে নিত্যক্রিয়া করিতে অধিক সময় লাগে; সুতরাং যাঁহারা আড়াই

(১৭) পালধিঃ পৰ্কটিশ্চৈব সিমলায়ী চ বাপুলিঃ ।

ভুরিঃ কুলী বটব্যালঃ কুশারিঃ সেয়কন্তথা ।

কুসুমো ঘোষলী মাষো বসুয়ারিঃ করালকঃ ।

অম্বুলী তৈলবাটী চ মূলগ্রামী চ পুষলী ।

আকাশঃ পলসায়ী চ কোয়ারী সাহরিস্তথা ।

ভট্টঃ সাটশ্চ নায়েরী দায়ী পারী সিয়ান্নিকঃ ।

সিদ্ধলঃ পুংসিকো নন্দী কাঞ্জারী সিমলালকঃ ।

বালী চেতি চতুচ্ছিংশবল্লানৃপপুজিতাঃ ॥

(১৮) দীর্ঘাকী পারিঃ কুলভী পোড়ারী রাই কেশরী ।

ঘণ্টা ডিঙী পীতমুণ্ডী মহিস্তা গুড় পিপলী ।

হড়শ্চ গড়গড়িশ্চৈব ইমে গোণাঃ প্রকীর্তিতাঃ ॥

প্রহরের সময় আসিয়াছিলেন, তাঁহারা প্রকৃত প্রস্তাবে নিত্যক্রিয়া করিয়াছিলেন ; তদ্বারা রাজা তাঁহাদিগকে সদাচারপুত বলিয়া বৃত্তিতে পারিলেন, এজন্য তাঁহাদিগকে প্রধান মর্যাদা প্রদান করিলেন। দেড় প্রহরের সময় আগতেরা আচারাংশে ন্যূন ছিলেন, এজন্য ন্যূন মর্যাদা প্রাপ্ত হইলেন ; আর এক প্রহরের সময় আগতেরা আচারভ্রষ্ট বলিয়া অবধারিত হইলেন, এজন্য রাজা তাঁহাদিগকে, হেয়জ্ঞান করিয়া, অপকৃষ্ট ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত করিলেন ।

এই রূপে কোলীন্যমর্যাদা ব্যবস্থাপিত হইল। নিয়ম হইল, কুলীনেরা কুলীনের সহিত আদানপ্রদান নির্বাহ করিবেন ; শ্রোত্রিয়ের কন্যা গ্রহণ করিতে পারিবেন, কিন্তু শ্রোত্রিয়কে কন্যাদান করিতে পারিবেন না, করিলে কুলভ্রষ্ট ও বংশজতাবাপন্ন হইবেন (১৯) ; আর গোঁণ কুলীনের কন্যাগ্রহণ করিলে, এক কালে কুলক্ষয় হইবেক ; এই নিমিত্ত, গোঁণ কুলীনেরা অরি, অর্থাৎ কুলের শত্রু, বলিয়া প্রসিদ্ধ ও পরিগণিত হইলেন (২০) ।

কৌলীন্মর্যাদাব্যবস্থাপনের পর, বজ্জালসেনের আদেশানুসারে, কতকগুলি ব্রাহ্মণ ঘটক এই উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। ঘটকদিগের এই ব্যবসায় নিরূপিত হইল যে, তাঁহারা কুলীনদিগের স্তুতিবাদ ও বংশাবলী কীর্ত্তন করিবেন এবং তাঁহাদের গুণ, দোষ ও কোলীন্য-মর্যাদাসংক্রান্ত নিয়ম বিষয়ে সবিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন । (২১)

(১৯) শ্রোত্রিয়ায় স্ত্রুতাং দত্ত্বা কুলীনো বংশজো ভবেৎ ।

(২০) অরয়ঃ কুলনাশকাঃ ।

যৎকন্যালাভমাত্রোণ সমূলস্ত বিনশ্যতি ॥

(২১) বজ্জালবিষয়ে নূনং কুলীনা দেবতাঃ স্বয়ম্ ।

শ্রোত্রিয়া মেরবো জেয়া ঘটকাঃ স্তুতিপাঠকাঃ ॥

অশং বংশং তথা দোষং যে জানন্তি মহাজনাঃ ।

ত এব ঘটকা জেয়া ন নামগ্রহণাৎ পরম্ ॥

কুলীন, শ্রোত্রিয় ও গোণকুলীন ব্যতিরিক্ত আর একপ্রকার ব্রাহ্মণ
 আছেন, তাঁহাদের নাম বংশজ । এরূপ নির্দিষ্ট আছে, ব্রাহ্মণদিগকে
 শ্রেণীবদ্ধ করিবার সময়, বঙ্গালের মুখ হইতে বংশজশব্দ নির্গত
 হইয়াছিল এইমাত্র ; বাস্তবিক, তিনি কোনও ব্রাহ্মণদিগকে বংশজ
 বলিয়া স্বতন্ত্র শ্রেণীতে বিভক্ত করেন নাই ; উত্তর কালে বংশজব্যবস্থা
 হইয়াছে । যে সকল কুলীনের কন্যা ঘটনাক্রমে শ্রোত্রিয়গৃহে বিবাহিতা
 হইল, তাঁহারা কুলভ্রষ্ট হইতে লাগিলেন । এই রূপে যাঁহাদের কুলভ্রংশ
 ঘটিল, তাঁহারা বংশজসংজ্ঞাতাজন ও মর্যাদাবিশয়ে গোণ কুলীনের
 সমকক্ষ হইলেন ; অর্থাৎ, গোণ কুলীনের কন্যাগ্রহণ করিলে যেমন
 কুলক্ষয় হইয়া যায়, বংশজকন্যাগ্রহণ করিলেও কুলীনের সেইরূপ
 কুলক্ষয় ঘটে । এতদনুসারে বংশজ ত্রিবিধ,—প্রথম, শ্রোত্রিয় পাত্রে
 কন্যাদাতা কুলীন বংশজ ; দ্বিতীয়, গোণ কুলীনের কন্যাগ্রাহী কুলীন
 বংশজ ; তৃতীয়, বংশজের কন্যাগ্রাহী কুলীন বংশজ । স্থূল কথা
 এই, কোনও ক্রমে কুলক্ষয় হইলেই, কুলীন বংশজতাবাপন্ন হইয়া
 থাকেন (২২) ।

কৌলীন্যমর্যাদা ব্যবস্থাপিত হইলে, এতদেশীয় ব্রাহ্মণেরা পাঁচ

(২২) বঙ্গালের মুখ হইতে বংশজশব্দ নির্গত হইয়াছিল এইমাত্র,
 তিনি বংশজব্যবস্থা করেন নাই, ঘটকদিগের এই নির্দেশ
 সম্যক্ সংলগ্ন বোধ হয় না । ৫৬ গাঁইর মধ্যে, ৩৪ গাঁই
 শ্রোত্রিয়, ও ১৪ গাঁই গোণ কুলীন, বলিয়া ব্যবস্থাপিত হইয়া-
 ছিলেন ; অবশিষ্ট ৮ গাঁইর লোকের মধ্যে কেবল ১২ জন
 কুলীন হন, এই ১২ জন ব্যতিরিক্ত লোকদিগের বিষয়ে কোনও
 ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায় না । বোধ হইতেছে, বঙ্গাল
 এই সকল লোকদিগকে বংশজশ্রেণীবদ্ধ করিয়াছিলেন । বোধ
 হয়, ইহারাই আদিবংশজ ; তৎপরে, আদানপ্রদানদোষে যে
 সকল কুলীনের কুলভ্রংশ ঘটিয়াছে, তাঁহারাও বংশজসংজ্ঞা-
 তাজন হইয়াছেন । ইহাও সম্পূর্ণ সম্ভব বোধ হয়, এই আদি-
 বংশজেরা বঙ্গালের নিকট ঘটক উপাধি গ্রাপ্ত হইয়াছিলেন ।

শ্রেণীতে বিভক্ত হইলেন—প্রথম, কুলীন ; দ্বিতীয়, শ্রোত্রিয় ; তৃতীয়, বংশজ ; চতুর্থ, গোণ কুলীন ; পঞ্চম, পঞ্চগোত্রবহির্ভূত সপ্তশতী সম্প্রদায় ।

কালক্রমে, গোণ কুলীনেরা শ্রোত্রিয়শ্রেণীতে নিবেশিত হইলেন, কিন্তু সর্বাংশে শ্রোত্রিয়দিগের সমান হইতে পারিলেন না । প্রকৃত শ্রোত্রিয়েরা শুদ্ধ শ্রোত্রিয়, ও গোণ কুলীনেরা কষ্ট শ্রোত্রিয়, বলিয়া উল্লিখিত হইতে লাগিলেন । গোণকুলীনসংজ্ঞাকালে তাঁহারা বৈরূপ হয় ও অশ্রদ্ধেয় ছিলেন, কষ্টশ্রোত্রিয়সংজ্ঞাকালেও সেইরূপ রহিলেন ।

কৌলীন্দ্ৰমর্যাদাব্যবস্থাপনের পর, ১০ পুরুষ গত হইলে, দেবীবর ষটকবিশারদ কুলীনদিগকে মেলবদ্ধ করেন । যে আচার, বিনয়, বিজ্ঞা প্রভৃতি গুণ দেখিয়া, বজ্জাল ব্রাহ্মণদিগকে কৌলীন্দ্ৰমর্যাদাপ্রদান করিয়াছিলেন, ক্রমে ক্রমে তাহার অধিকাংশই লোপাপত্তি পায় ; কেবল আনুষ্ঠানিকগত্রে কুলীনদিগের যত্ন ও আস্থা থাকে । কিন্তু, দেবীবরের সময়ে, কুলীনেরা এই গুণেও জলাঞ্জলি দিয়াছিলেন । বজ্জালদত্ত কুলমর্যাদার আদানপ্রদানের বিশুদ্ধরূপ একমাত্র অবলম্বন ছিল, তাহাও লয়প্রাপ্ত হয় । যে সকল দোষে এককালে কুল নিমূল হয়, কুলীনমাত্রেই সেই সমস্ত দোষে দূষিত হইয়াছিলেন । যে যে কুলীন একবিধ দোষে দূষিত, দেবীবর তাঁহাদিগকে এক সম্প্রদায়ে নিবিষ্ট করেন । সেই সম্প্রদায়ের নাম মেল । মেলশব্দের অর্থ দোষমেলন, অর্থাৎ দোষানুসারে সম্প্রদায়বন্ধন (২৩) । দেবীবর ব্যবস্থা করেন, দোষ যায় কুল তায় (২৪) । বজ্জাল গুণ দেখিয়া কুলমর্যাদার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন ; দেবীবর দোষ দেখিয়া কুলমর্যাদার ব্যবস্থা করিয়াছেন । পৃথক্ পৃথক্ দোষ অনুসারে, দেবীবর তৎকালীন কুলীনদিগকে ৩৬

(২৩) দোষান্মেলয়তীতি মেলঃ ।

(২৪) দোষো যত্র কুলং তত্র ।

মেলে (২৫) বন্ধ করেন। তন্মধ্যে কুলিয়া ও খড়দহ মেলের প্রাচুর্য্য অধিক। এই দুই মেলের লোকেরাই প্রধান কুলীন বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন; এবং, এই দুই মেলের লোকেরাই, যার পর নাই, অত্যাচারকারী হইয়া উঠিয়াছেন। যে যে দোষে এই দুই মেল বন্ধ হয়, তাহা উল্লিখিত হইতেছে।

গঙ্গানন্দমুখোপাধ্যায় ও শ্রীপতিবন্দ্যোপাধ্যায় উভয়ে একবিধ দোষে লিপ্ত ছিলেন; এজন্য, দেবীবর এই দুয়ে কুলিয়ামেল বন্ধ করেন। নাধা, ধন্ধ, বাকুইহাটী, মুলুকজুরী এই দোষচতুষ্টয়ে কুলিয়ামেল বন্ধ হয়। নাধানামকস্থানবাসী বন্দ্যোপাধ্যায়েরা বংশজ ছিলেন; গঙ্গানন্দের পিতা মনোহর তাঁহাদের বাটীতে বিবাহ করেন। এই বংশজ-কন্যাবিবাহ দ্বারা তাঁহার কুলক্ষয় ও বংশজত্বাপত্তি ঘটে। মনোহরের কুলরক্ষার্থে, ষটকেরা পরামর্শ করিয়া নাধার বন্দ্যোপাধ্যায়দিগকে শ্রোত্রিয় করিয়া দিলেন। তদবধি নাধার বন্দ্যোপাধ্যায়েরা, বাস্তবিক বংশজ হইয়াও, মাষচটকনামে শ্রোত্রিয় বলিয়া পরিগণিত হইতে লাগিলেন। বস্তুতঃ, এই বিবাহ দ্বারা মনোহরের কুলক্ষয় ঘটয়াছিল, কেবল ষটকদিগের অনুগ্রহে কথঞ্চিৎ কুলরক্ষা হইল। ইহার নাম নাধাদোষ। শ্রীনাথচটোপাধ্যায়ের দুই অবিবাহিতা ছুহিতা ছিল। হাঁসাইনামক মুসলমান, ধন্ধনামক স্থানে, বলপূর্ব্বক ঐ দুই কন্যার জাতিপাত করে। পরে, এক কন্যা কংসারিতনয় পরমানন্দ পুত্রিতুণ্ড, আর এক কন্যা গঙ্গাবরবন্দ্যোপাধ্যায় বিবাহ করেন। এই গঙ্গাবরের

(২৫) ১ কুলিয়া, ২ খড়দহ, ৩ সর্কানন্দী, ৪ বলভী, ৫ সুরাই, ৬ আচার্য্যশেখরী, ৭ পণ্ডিতরস্মী, ৮ বাঙ্গাল, ৯ গোপালঘটকী, ১০ ছায়ানরেঙ্গী, ১১ বিজয়পণ্ডিতী, ১২ চাঁদাই, ১৩ মাধাই, ১৪ বিদ্যাধরী, ১৫ পারিহাল, ১৬ শ্রীরঙ্গভট্টী, ১৭ মালাধরখানী, ১৮ কাকুহী, ১৯ হরিমজুমদারী, ২০ জীবর্কনী, ২১ প্রমোদনী, ২২ দশরথঘটকী, ২৩ শুভরাজখানী, ২৪ নড়িয়া, ২৫ রায়মেল, ২৬ চট্টরাঘনী, ২৭ দেহাটী, ২৮ ছয়ী, ২৯ ভৈরবঘটকী, ৩০ আচম্বিতা, ৩১ ধরাধরী, ৩২ বালী, ৩৩ রাঘবঘোষলী, ৩৪ শুক্লোসর্কানন্দী, ৩৫ সদানন্দ-খানী, ৩৬ চন্দ্রবতী।

সহিত নীলকণ্ঠ গঙ্গার আদানপ্রদান হয়। নীলকণ্ঠগঙ্গার সহিত আদানপ্রদান দ্বারা, গঙ্গানন্দও যবনদোষে দূষিত হইলেন। ইহার নাম ধন্ধদোষ(২৬)। বাকুইহাটীগ্রামে ভোজন করিলে, ব্রাহ্মণের জাতিভ্রংশ ঘটিত। কাঁচনার মুখুটী অর্জুনমিশ্র ঐ গ্রামে ভোজন করিয়াছিলেন। শ্রীপতিবন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার সহিত আদানপ্রদান করেন। এই শ্রীপতিবন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত আদানপ্রদান দ্বারা গঙ্গানন্দও তদোষে দূষিত হইলেন। ইহার নাম বাকুইহাটীদোষ। গঙ্গানন্দভ্রাতৃপুত্র শিবাচার্য্য, মুলুকজুরীকন্যা বিবাহ করিয়া, কুলভ্রষ্ট ও সপ্তশতীভাবাপন্ন হন; পরে শ্রীপতিবন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা বিবাহ করেন। ইহার নাম মুলুকজুরীদোষ।

যোগেশ্বর পণ্ডিত ও মধুচটোপাধ্যায়, উভয়ে একবিধ দোষে লিপ্ত ছিলেন; একত্রে এই দুয়ে খড়দহমেল বন্ধ হয়। যোগেশ্বরের পিতা হরিমুখোপাধ্যায় গড়গড়িকন্যা, যোগেশ্বর নিজে পিপলাই কন্যা, বিবাহ করেন। মধুচটোপাধ্যায় ডিংসাই রায় পরমানন্দের কন্যা বিবাহ করেন। যোগেশ্বর এই মধুচটোকে কন্যাদান করিয়াছিলেন।

বংশজ, গোঁণ কুলীন ও সপ্তশতী সম্প্রদায়ের কন্যা বিবাহ করিলে, এক কালে কুলক্ষয় ও বংশজভাবাপত্তি ঘটে। কুলিয়ামেলের প্রকৃতি গঙ্গানন্দমুখোপাধ্যায়ের পিতা মনোহর বংশজকন্যা বিবাহ করেন; গঙ্গানন্দভ্রাতৃপুত্র শিবাচার্য্য মুলুকজুরীকন্যা বিবাহ করেন। খড়দহমেলের প্রকৃতি যোগেশ্বর পণ্ডিতের পিতা হরিমুখোপাধ্যায় গড়গড়িকন্যা, যোগেশ্বর নিজে পিপলাইকন্যা, আর মধুচটোপাধ্যায়

-
- (২৬) অনুচা জিনাধসুতা ধন্ধঘাটহলে গতা ।
 হাঁলাইখানদারেণ যবনেন বলাংকুতা ।
 ধন্ধহানগতা কন্যা জিনাধচউজাঅজা ।
 যবনেন চ সংসৃষ্টা মোহা কংসসুভেন টৈব ।
 নাখাইচটৌর কন্যা হাঁলাইখানদারে ।
 সেই কন্যা বিভা টৈকল বন্দ্য গঙ্গাবরে ।

ডিংসাইকন্যা, বিবাহ করেন। মুলুকজুরী পঞ্চগোত্রবহির্ভূত সপ্তশতী-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্তি; গড়গড়ি, পিপলাই ও ডিংসাই গোণ কুলীন। কুলিয়া ও খড়দহ মেলের লোকেরা কুলীন বলিয়া যে অভিমান করেন, তাহা সম্পূর্ণ ভ্রান্তিমূলক; কারণ, বংশজ, গোণ কুলীন ও সপ্তশতী কন্যা বিবাহ দ্বারা বহু কাল তাঁহাদের কুলক্ষয় ও বংশজ-ভাবাপত্তি ঘটিয়াছে। অধিকন্তু, যখনদোষস্পর্শবশতঃ, কুলিয়ামেলের লোকদিগের জাতিভ্রংশ হইয়া গিয়াছে। এইরূপ, সকল মেলের লোকেরাই কুবিবাহাদিদোষে কুলভ্রষ্ট ও বংশজভাবাপন্ন হইয়া গিয়াছেন। ফলতঃ, মেলবন্ধনের পূর্বেই, বল্লালপ্রতিষ্ঠিত কুলমর্য্যাদার লোপাপত্তি হইয়াছে। এক্ষণে যাঁহারা কুলীন বলিয়া অভিমান করেন, তাঁহারা বাস্তবিক বহুকালের বংশজ। যাঁহারা বংশজ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন, কোলীন্যপ্রধার নিয়মানুসারে, তাঁহাদের সহিত ইদানীন্তন কুলাভিমানী বংশজদিগের কোনও অংশে কিছুমাত্র বিভিন্নতা নাই (২৭)।

যে রূপ দর্শিত হইল, তদনুসারে বহু কাল রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগের কোলীন্যমর্য্যাদা লয়প্রাপ্ত হইয়াছে। কোলীন্যের নিয়মানুসারে কুলীন বলিয়া গণনীয় হইতে পারেন, ইদানীং ঈদৃশ ব্যক্তিই অপ্রাপ্য ও অপ্রসিদ্ধ। অতএব, যখন কুলীনের একান্ত অসম্ভাব ঘটিয়াছে, তখন, বহুবিবাহপ্রথা নিবারণিত হইলে, কুলীনদিগের জাতিপাত ও ধর্ম্মলোপ ঘটবেক, এই আপত্তি কোনও মতে ন্যায্যোপেত বলিয়া অঙ্গীকৃত হইতে পারে না।

দেবীঘর যে যে ঘর লইয়া মেল বন্ধ করেন, সেই সেই ঘরে

(২৭) কি কি দোষে কোর কোন মেল বন্ধ হয়, দোষমালাগ্রহে তাহার সবিস্তর বিবরণ আছে; বাহুল্যভয়ে এস্থলে সে সকল উল্লিখিত হইল না। যাঁহারা সবিশেষ জানিতে চাহেন, তাঁহাদের পক্ষে দোষমালাগ্রহ দেখা আবশ্যক।

আদান প্রদান ব্যবস্থাপিত হয় । মেলবন্ধনের পূর্বে, কুলীনদিগের আট ঘরে পরস্পর আদান প্রদান প্রচলিত ছিল । ইহাকে সর্বস্বামী বিবাহ কহিত । তৎকালে আদান প্রদানের কিছুমাত্র অসুবিধা ছিল না । এক ব্যক্তির অকারণে একাধিক বিবাহ করিবার আবশ্যকতা ঘটিত না, এবং কোনও কুলীনকন্যাকে যাবজ্জীবন অবিবাহিত অবস্থায় কালযাপন করিতে হইত না । এক্ষণে, অঙ্গ ঘরে মেল বদ্ধ হওয়াতে, কাম্পনিককুলসকলার্থে, এক পাত্রে অনেক-কন্যা দান অপরিহার্য্য হইয়া উঠিল । এই রূপে, দেবীরের কুলীনদিগের মধ্যে বহু বিবাহের সূত্রপাত হইল ।

অবিবাহিত অবস্থায় কন্যার ঋতুদর্শন শাস্ত্রানুসারে ঘোরতরপাতক-জনক । কাশ্যপ কহিয়াছেন,

পিতুর্গেহে চ যা কন্যা রজঃ পশ্যত্যসংস্কৃতা ।

ভ্রগহত্যা পিতৃস্তুস্তাঃ সা কন্যা র্ষলী স্মৃতা ॥

যন্ত তাং বরয়েৎ কন্যাং ব্রাহ্মণো জ্ঞানদুর্বলঃ ।

অশ্রাদ্ধৈরমপাংস্তেয়ং তং বিদ্যাধ্বলীপতিম্ ॥ (২৮)

যে কন্যা অবিবাহিত অবস্থায় পিতৃগৃহে রজস্বল হয়, তাহার পিতা ভ্রগহত্যাপাপে লিপ্ত হন । সেই কন্যাকে র্ষলী বলে । যে জ্ঞানহীন ব্রাহ্মণ সেই কন্যার পাণিগ্রহণ করে, সে অশ্রাদ্ধের (২৯), অপাংস্তেয় (৩০) ও র্ষলীপতি ।

যম কহিয়াছেন,

মাতা চৈব পিতা চৈব জ্যেষ্ঠো ভ্রাতা তথৈব চ ।

ত্রয়স্তে নরকং যান্তি দৃষ্ট্বা কন্যাং রজস্বলাম্ ॥ ২৩ ॥

(২৮) উদাহৃতস্বত্ব ।

(২৯) যাহাকে ভ্রাতা নিমজ্ঞ করিয়া ভোজন করাইলে ভ্রাতা পণ্ডিত হয় ।

(৩০) যাহার সহিত এক পংক্তিবে বসিয়া ভোজন করিতে নাই ।

যস্তাং বিবাহয়েৎ কন্যাং ব্রাহ্মণো মদমৌহিতঃ ।

অসস্তায্যো হুপাংক্লেয়ঃ স বিপ্রো বৃষলীপতিঃ ॥২৪॥(৩১)

কণ্ঠাকে অবিবাহিত অবস্থায় রজস্বলা দেখিলে, মাতা, পিতা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, এই তিন জন নরকগামী হয়েন। যে ব্রাহ্মণ, অজ্ঞানান্ন হইয়া, সেই কণ্ঠাকে বিবাহ করে, সে অসস্তায্য, (৩২) অপাংক্লেয় ও বৃষলীপতি ।

পৈঙ্গীনসি কহিয়াছেন,

যাবল্লোস্তিদ্ভ্যেতে স্তনৌ তাবদেব দেয়া । অথ ঋতুমতী
ভবতি দাতা প্রতিগ্রহীতা চ নরকমাপ্নোতি পিতৃ-
পিতামহপ্রপিতামহাশ্চ বিষ্ঠায়াং জায়ন্তে । তস্মান্ন-
গ্নিকা দাতব্যা ॥ (৩৩)

স্তনপ্রকাশের পূর্বেই কণ্ঠাদান করিবেক। যদি কণ্ঠা বিবাহের পূর্বে ঋতুমতী হয়, দাতা ও গ্রহীতা উভয়ে নরকগামী হয়, এবং পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ বিষ্ঠায় জন্মগ্রহণ করেন। অতএব ঋতুদর্শনের পূর্বেই কণ্ঠাদান করিবেক।

ব্যাস কহিয়াছেন,

যদি সা দাতৃবৈকল্যাদ্ভজঃ পশ্যেৎ কুমারিকা ।

ভ্রূণহতাশ্চ তাবত্যঃ পতিতঃ স্মাতদপ্রদঃ ॥ (৩৪)

যে ব্যক্তি দানার্থিকারী, যদি তাহার দোষে কুমারী ঋতুদর্শন করে ; তবে, সেই কুমারী অবিবাহিত অবস্থায় যত বার ঋতুমতী হয়, তিনি তত বার ভ্রূণহতাপাপে লিপ্ত, এবং যথাকালে তাহার বিবাহ না দেওয়াতে, পতিত হন ।

(৩১) মমসংহিতা ।

(৩২) যাহার সহিত সম্ভাষণ করিলে পাতক জন্মে ।

(৩৩) জীমুতবাহনকৃত দায়ভাগসূত্র ।

(৩৪) ব্যাসসংহিতা । দ্বিতীয় অধ্যায় ।

অবিবাহিত অবস্থায় কন্যার ঋতুদর্শন ও ঋতুমতী কন্যার পাণিগ্রহণ এক্ষণকার কুলীনদিগের গৃহে সচরাচর ঘটনা । কুলীনেরা, দেবীবরের কপোলকম্পিত প্রথার আজ্ঞাবর্তী হইয়া, ঘোরতর পাতকগ্রস্ত হইতেছেন । শাস্ত্রানুসারে বিবেচনা করিতে গেলে, তাঁহারা বহু কাল পতিত ও ধর্ম্মচ্যুত হইয়াছেন (৩৫) ।

কুলীনমহাশয়েরা যে কুলের অহঙ্কারে মত্ত হইয়া আছেন, তাহা বিধাতার সৃষ্টি নহে । বিধাতার সৃষ্টি হইলে, সে বিষয়ে স্বতন্ত্র বিবেচনা করিতে হইত । এ দেশের ব্রাহ্মণেরা বিদ্যাহীন ও আচারভ্রষ্ট হইতেছিলেন । বাহাতে তাঁহাদের মধ্যে বিদ্যা, সদাচার প্রভৃতি গুণের আদর থাকে, এক রাজা তাহার উপায়স্বরূপ কুলমর্য্যাদা ব্যবস্থা, এবং কুলমর্য্যাদা রক্ষার উপায়স্বরূপ কতকগুলি নিয়ম সংস্থাপন করেন । সেই রাজপ্রতিষ্ঠিত নিয়ম অনুসারে বিবেচনা করিয়া দেখিলে, কুবিবাহাদি দোষে বহু কাল কুলীনমাত্রেয় কুলক্ষয় হইয়া গিয়াছে ।

(৩৫) যদিও, অবিবাহিত অবস্থায় কন্যার ঋতুদর্শন ও ঋতুমতী কন্যার পাণিগ্রহণ শাস্ত্রানুসারে ঘোরতরপাতকজনক ; কিন্তু, কুলাভিমानी মহাপুরুষেরা উহাকে দোষ বলিয়া গ্রাহ্য করেন না । দোষ বোধ করিলে, অকিঞ্চিৎকরকুলাভিমানেয় বশবর্তী হইয়া চলিতেন না, এবং কন্যাদিগকে অবিবাহিত অবস্থায় রাখিয়া নিজে নরকগামী হইতেন না, এবং পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ এই তিন পুরুষপুরুষকে পরলোকে বিষ্ঠাভূক্তে নিক্ষিপ্ত করিতেন না । হয়ত, তাঁহারা,

কামমামরগাতিভেদগৃহে কন্যার্তুমত্যাপি ।

নইটবনাং প্রযচ্ছেত্তু গুণহীনায় কহিচিৎ ॥ ১ । ৮২ ॥

কন্যা ঋতুমতী হইয়া মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত বরং গৃহে থাকিবেক,
ওথাপি তাহাকে কদাচ নিষ্ঠুর পাত্র প্রদান করিবেক না ।

এই মানবীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া চলেন বলিয়া ভাবিয়া থাকেন । ঋতু নিষ্ঠুর পাত্রের কন্যাদান অবিধেয় বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । কিন্তু, ইদানীন্তন কুলাভিমानी মহাশয়েরা সর্বাণেকা নিষ্ঠুর ; আচার, বিনয়, বিদ্যা প্রভৃতি গুণে তাঁহারা একবারে বর্জিত হইয়াছেন । সুতরাং, তাঁহাদের অভিমত শাস্ত্র অনুসারে বিবেচনা করিতে গেলে, এক্ষণকার কুলীন পাত্রের কন্যাদান করাই সর্ব্বতোভাবে অবিধেয় বলিয়া নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হইবেক ।

যখন, রাজপ্রতিষ্ঠিত নিয়ম অনুসারে, রাজদত্ত কুলমর্যাদার উচ্ছেদ হইয়াছে, তখন কুলীনমত মহাপুরুষদিগের ইদানীন্তন কুলাভিমান নিরবচ্ছিন্ন আশ্রিত। অনন্তর, দেবীবর যেরূপে যে অবস্থায় কুলের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতে কুলীনগণের অহঙ্কার করিবার কোনও হেতু দেখিতে পাওয়া যায় না। কুলীনেরা স্তবোধ হইলে, অহঙ্কার না করিয়া, বরং তাদৃশ কুলের পরিচয় দিতে লজ্জিত হইতেন। লজ্জিত হওয়া দূরে থাকুক, সেই কুলের অভিমানে, শাস্ত্রের মন্তকে পদার্পণ করিয়া, স্মরণ নরকগামী হইতেছেন, এবং পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, তিন পুরুষকে পরলোকে বিষ্ঠাহুদে বাস করাইতেছেন। ধন্য রে অভিমান ! তোর প্রভাব ও মহিমার ইয়ত্তা নাই। তুই মনুষ্যজাতির অতি বিষম শত্রু। তোর কুহকে পড়িলে, সম্পূর্ণ মতিচ্ছন্ন ঘটে ; হিতাহিতবোধ, ধর্মাধর্মবিবেচনা একবারে অস্তহিত হয়।

কৌলীমর্যাদাব্যবস্থাপনের পর, দশ পুরুষ গত হইলে, দেবীবর, কুলীনদিগের মধ্যে নানা বিশৃঙ্খলা উপস্থিত দেখিয়া, মেলবন্ধন দ্বারা নূতন প্রণালী সংস্থাপন করেন। এক্ষণে, মেলবন্ধনের সময় হইতে দশ পুরুষ অতীত হইয়াছে (৩৬) ; এবং কুলীনদিগের মধ্যে নানা বিশৃঙ্খলাও ঘটিয়াছে। সুতরাং, পুনরায় কোনও নূতন প্রণালী সংস্থাপনের সময় উপস্থিত হইয়াছে। প্রথমতঃ, ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত দেখিয়া, বজ্রালসেন তদ্বিবারণা-

(৩৬) ১ জীহর্য, ২ জীগর্ভ, ৩ জীনিবাস, ৪ আরব, ৫ ত্রিবিক্রম, ৬ কাক, ৭ সাধু, ৮ জলাশয়, ৯ বাণেশ্বর, ১০ গুহ, ১১ মাধব, ১২ কোলাহল। জীহর্য প্রথম গৌড়দেশে আগমন করেন।

১ উৎসাহ, ২ আহিত, ৩ উজ্জব, ৪ শিব, ৫ হুসিংহ, ৬ গর্ভেশ্বর, ৭ সুরারি, ৮ অনিরুদ্ধ, ৯ লক্ষ্মীধর, ১০ মনোহর। যুগুটীবংশে উৎসাহ প্রথম কুলীন হন।

১ গজানন্দ, ২ রামাচার্য, ৩ রাঘবেন্দ্র, ৪ নীলকণ্ঠ, ৫ বিষ্ণু, ৬ রামদেব, ৭ সীতারাম, ৮ সদাশিব, ৯ গোরীচাঁদ, ১০ ঈশ্বর। গজানন্দ কুলিয়ামেলের প্রকৃতি। ঈশ্বরমুখোপাধ্যায় খড়দহগ্রামবাসী।

ভিপ্রায়ে কোলীঅমর্যাদা সংস্থাপন করেন। তৎপরে, কুলীনদিগের মধ্যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত দেখিয়া, দেবীবর তন্নিবারণার্থে মেলবন্ধন করেন। এক্ষণে, কুলীনদিগের মধ্যে যে অশেষবিধ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছে, কুলাভিমান পরিত্যাগ ভিন্ন তন্নিবারণের আর সন্মুখ্য নাই। যদি তাঁহারা স্ত্রবোধ, ধর্ম্মভীক ও আত্মমন্ত্রলাকাঙ্ক্ষী হন, অকিঞ্চিৎকর কুলাভিমানে বিসর্জন দিয়া, কুলীননামের কলঙ্ক বিমোচন করুন। আর, যদি তাঁহারা কুলাভিমান পরিত্যাগ নিতান্ত অসাধ্য বা একান্ত অবিধেয় বোধ করেন, তবে তাঁহাদের পক্ষে কোনও নূতন ব্যবস্থা অবলম্বন করা আবশ্যিক। এ অবস্থায়, বোধ হয়, পুনরায় সর্ব্বদ্বারী বিবাহ প্রচলিত হওয়া ভিন্ন, কুলীনদিগের পরিত্রাণের পথ নাই। এই পথ অবলম্বন করিলে, কোনও কুলীনের অকারণে একাধিক বিবাহের আবশ্যকতা থাকিবেক না; কোনও কুলীনকন্যাকে, যাবজ্জীবন বা দীর্ঘ কাল অবিবাহিত অবস্থায় থাকিয়া, পিতাকে নরকগামী করিতে হইবেক না; এবং রাজনৈয়ম দ্বারা বহুবিবাহপ্রথা নিবারিত হইলে, কোনও ক্ষতি বা অসুবিধা ঘটবেক না। এ বিষয়ে কুলীনদিগের ও কুলীনপক্ষপাতী মহাশয়দিগের যত্ন ও মনোযোগ করা কর্তব্য। অনিষ্টকর, অধর্ম্মকর কুলাভিমানের রক্ষাবিষয়ে, অন্ধ ও অবোধের ন্যায়, সহায়তা করা অপেক্ষা, যে সকল দোষ বশতঃ কুলীনদিগের ধর্ম্মলোপ ও যার পর নাই অনিষ্টসংঘটন হইতেছে, সেই সমস্ত দোষের সংশোধনপক্ষে যত্নবান্ হইলে, কুলীনপক্ষপাতী মহাশয়দিগের বুদ্ধি, বিবেচনা ও ধর্ম্মের অনুযায়ী কর্ম্ম করা হইবেক।

ইদানীন্তন কুলাভিমানী মহাপুরুষেরা কুলীন বলিয়া অভিমান করিতেছেন, এবং দেশস্থ লোকের পূজনীয় হইতেছেন। যদি তদীয় চরিত্র বিশুদ্ধ ও ধর্ম্মমার্গানুযায়ী হইত, তবে তাহাতে কেহ কোনও ক্ষতিবোধ বা আপত্তি উত্থাপন করিত না। কিন্তু, তাঁহাদের আচরণ, যার পর নাই, জঘন্য ও ঘৃণাম্পদ হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহাদের

আচরণবিষয়ে লোকসমাজে শত শত উপখ্যান প্রচলিত আছে ; এস্থলে সে সকলের উল্লেখ করা নিম্প্রয়োজন । ফলকথা এই, দয়া, ধর্মভয়, লোকসজ্জা প্রভৃতি একবারে তাঁহাদের হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে । কথাসম্বন্ধের সুখদুঃখগণনা বা হিতাহিতবিবেচনা তদীয় চিন্তে কদাচ স্থান পায় না । কথ্যা যাহাতে করণীয় ঘরে অর্পিত হয়, কেবল তদ্বিষয়ে দৃষ্টি থাকে । অঘরে অর্পিত হইলে কথ্যা কুলক্ষয়কারিণী হয় ; এজন্য, কথ্যার কি দশা হইবেক, সে দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া, যেন তেন প্রকারেণ, কন্যাকে পাত্রসাং করিতে পারিলেই, তাঁহারা চরিতার্থ হয়েন । অবিবাহিত অবস্থায়, কন্যা বাণী হইতে বহির্গত হইয়া গেলে, তাঁহাদের কুলক্ষয় ঘটে ; বাণীতে থাকিয়া, ব্যভিচারদোষে আক্রান্ত ও অগ্নহত্যাপাপে বারংবার লিপ্ত হইলে, কোনও দোষ ও হানি নাই । কথঞ্চিং কুলরক্ষা করিয়া, অর্থাৎ বিবাহিতা হইয়া, কন্যা বারান্দনারূতি অবলম্বন করিলে, তাঁহাদের কিঞ্চিৎমাত্র ক্ষোভ, লজ্জা বা ক্ষতিবোধ হয় না । তাহার কারণ এই যে, এ সকল ঘটনায় কুললক্ষ্মী বিচলিতা হয়েন না । যদি কুললক্ষ্মী বিচলিতা না হইলেন, তাহা হইলেই তাঁহাদের সকল দিক রক্ষা হইল । কুললক্ষ্মীরও তাঁহাদের উপর নিরতিশয় স্নেহ ও অপরিমিত দয়া । তিনি, কোনও ক্রমে, সেই স্নেহ ও সেই দয়া পরিত্যাগ করিতে পারেন না । এ স্থলে, কুললক্ষ্মীর স্নেহ ও দয়ার একটি আশ্চর্য্য উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে ।

অমুক গ্রামে অমুক নামে একটি প্রধান কুলীন ছিলেন । তিনি তিন চারিটি বিবাহ করেন । অমুক গ্রামে যে বিবাহ হয়, তাহাতে তাঁহার দুই কন্যা জন্মে । কন্যারা জন্মাবধি মাতুলালয়ে থাকিয়া প্রতিপালিত হইয়াছিল । মাতুলেরা ভাগিনেয়ীদের প্রতিপালন করিতে-ছেন ও যথাকালে বিবাহ দিবেন এই স্থির করিয়া, পিতা নিশ্চিন্ত থাকিতেন, কোনও কালে তাহাদের কোনও তত্ত্বাবধান করিতেন না ।

দুর্ভাগ্যক্রমে, মাতুলদের অবস্থা কুন্ন হওয়াতে, তাঁহারা ভাগিনেরীদের বিবাহকার্য্য নির্বাহ করিতে পারেন নাই। প্রথম কন্যার বয়ঃক্রম ১৮।১৯ বৎসর, দ্বিতীয়াটির বয়ঃক্রম ১৫।১৬ বৎসর, এই সময়ে, কোনও ব্যক্তি ভুলাইয়া তাহাদিগকে বাচি হইতে বাহির করিয়া লইয়া যায়।

প্রায় এক পক্ষ অতীত হইলে, তাহাদের পিতা এই দুর্ঘটনার সংবাদ পাইলেন, এবং কিঙ্কর্তব্যবিমূঢ় হইয়া, এক আত্মীয়ের সহিত পরামর্শ করিবার নিমিত্ত, কলিকাতায় আগমন করিলেন। আত্মীয়ের নিকট এই দুর্ঘটনার বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া, তিনি গলদস্ত্র লোচনে আকুল বচনে কহিতে লাগিলেন, তাই এত কালের পর আমার কুললক্ষ্মী পরিত্যাগ করিলেন; আর আমার জীবনধারণ বৃথা; আমি অতি হতভাগ্য, নতুবা কুললক্ষ্মী বাম হইবেন কেন। আত্মীয় কহিলেন, তুমি যে কখনও কন্যাদের কোনও সংবাদ লও নাই, এ তোমার সেই পাপের প্রতিকল। যাঁহা হউক, কুলীন ঠাকুর, অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া, অবশেষে কন্যা-পহারীর শরণাগত হইলেন এবং প্রার্থনা করিলেন, আপনি দয়া করিয়া তিন মাসের জন্ত কন্যা দুটি দেন, আমি তিন মাস পরে উহাদিগকে আপনকার নিকট পঁছাইয়া দিব। কন্যাপহারী যাঁহাদের অনুরোধ রক্ষা করেন, এরূপ অনেক ব্যক্তি, কুলীনঠাকুরের কাতরতা দর্শনে ও আর্তবাক্য শ্রবণে অনুকম্পাপরতন্ত্র হইয়া, অনেক অনুরোধ করিয়া, তিন মাসের জন্য, সেই দুই কন্যাকে পিতৃহস্তে সমর্পণ করাইলেন। তিনি, চরিতার্থ হইয়া, তাহাদের দুই ভগিনীকে আপন বসতিস্থানে লইয়া গেলেন, এবং এক ব্যক্তি, অঘরে বিবাহ দিবার জন্য, চুরী করিয়া লইয়া গিয়াছিল; অনেক যত্নে, অনেক কোঁশলে, ইহাদের উদ্ধার করিয়াছি, ইহা প্রচার করিয়া দিলেন। কন্যারা না পলায়ন করিতে পারে, এজন্য, এক রক্ষক নিযুক্ত করিলেন। সে সর্ব্বক্ষণ তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিল।

এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া, কুলীনঠাকুর অর্থের সংগ্রহ ও বরের অন্বেষণ

করিবার নিমিত্ত নির্গত হইলেন এবং এক মাস পরে, ভাদ্রমাসের শেষে, বিবাহোপযোগী অর্থ সংগ্রহপূর্বক এক ষষ্ঠিবর্ষীয় বর সমভিব্যাহারে বাটীতে প্রত্যাগমন করিলেন। বর কন্যাদের চরিত্রবিষয়ে কিঞ্চিৎ জানিতে পারিয়াছিলেন; এজন্য, নিয়মিত অপেক্ষা অধিক দক্ষিণা না পাইয়া, কুলীনঠাকুরের কুলরক্ষা করিতে সম্মত হইলেন না। পর রাত্রিতেই সম্প্রদানক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গেল। কুলীনঠাকুরের কুলরক্ষা হইল। যাঁহার বিবাহক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন, স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, কুললক্ষ্মী বিচলিতা হইলেন না, এই আঙ্কাদে ব্রাহ্মণের নয়নযুগলে অশ্রুধারা বহিতে লাগিল।

পর দিন প্রভাত হইবামাত্র, বর স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। কতিপয় দিবস অতীত হইলে, বিবাহিতা কুলবালারাও অন্তর্হিতা হইলেন। তদবধি আর কেহ তাঁহাদের কোনও সংবাদ লয় নাই; এবং, সংবাদ লইবার আবশ্যিকতাও ছিল না। তাঁহার পিতার কুলরক্ষা করিয়াছেন; অতঃপর যথেষ্টচারিণী হইলে, পিতার কুলোচ্ছেদের আশঙ্কা নাই। বিশেষতঃ, তিনি কন্যাপহারীর নিকট অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, তিন মাস পরে কন্যাদিগকে তাঁহার নিকট পঁছছাইয়া দিবেন। বিবাহের অব্যবহিত পরেই, প্রতিশ্রুত সময় উত্তীর্ণ হইয়া যায়। সে যাহা হউক, কুলীনঠাকুর কুললক্ষ্মীর স্নেহ ও দয়ায় বঞ্চিত হইলেন না, ইহাই পরম সৌভাগ্যের বিষয়। চঞ্চলা বলিয়া লক্ষ্মীর বিলক্ষণ অপবাদ আছে। কিন্তু কুলীনের কুললক্ষ্মী সে অপবাদের আশ্রয় নহেন।

অনেকেই এই ঘটনার সবিশেষ বিবরণ অবগত হইয়াছিলেন, কিন্তু, তজ্জন্য, কেহ কুলীনঠাকুরের প্রতি অশ্রদ্ধা বা অনাদর প্রদর্শন করেন নাই।

দ্বিতীয় আপত্তি ।



কেহ কেহ আপত্তি করিতেছেন, বহুবিবাহপ্রথা রহিত হইলে, ভঙ্গ-কুলীনদিগের সর্বনাশ । এক ব্যক্তি অনেক বিবাহ করিতে না পারিলে, তাঁহাদের কৌলীন্যমর্যাদার সমূলে উচ্ছেদ ঘটিবেক । এই আপত্তির বলাবল বিবেচনা করিতে হইলে, ভঙ্গকুলীনের কুল, চরিত্রপ্রভৃতির পরিচয় প্রদান আবশ্যক ।

পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে, বংশজকন্যা বিবাহ করিলে, কুলীনের কুলক্ষয় হয়, এজন্য কুলীনেরা বংশজকন্যার পাণিগ্রহণে পরাঙ্মুখ থাকেন । এ দিকে, বংশজদিগের নিতান্ত বাসনা, কুলীনে কন্যাদান করিয়া বংশের গৌরববৃদ্ধি করেন । কিন্তু সে বাসনা অনায়াসে সম্পন্ন হইবার নহে । যাঁহারা বিলক্ষণ সঙ্গতিপন্ন, তাদৃশ বংশজেরাই সেই সৌভাগ্যলাভে অধিকারী । যে কুলীনের অনেক সম্ভান থাকে, এবং অর্থলোভ সাতিশয় প্রবল হয়, তিনি, অর্থলাভে চরিতার্থ হইয়া, বংশজকন্যার সহিত পুত্রের বিবাহ দেন । এই বিবাহ দ্বারা কেবল ঐ পুত্রের কুলক্ষয় হয়, তাঁহার নিজের বা অন্যান্য পুত্রের কুলমর্যাদার কোনও ব্যতিক্রম ঘটে না ।

এইরূপে, যে সকল কুলীনসম্ভান, বংশজকন্যা বিবাহ করিয়া, কুলভ্রষ্ট হইলেন, তাঁহারা স্বকৃতভঙ্গ কুলীন বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকেন । ঈদৃশ ব্যক্তির অতঃপর বংশজকন্যা বিবাহে আর আপত্তি থাকে না । কুলভঙ্গ করিয়া কুলীনকে কন্যাদান করা বহুব্যয়সাধ্য, এজন্য সকল বংশজের ভাগ্যে সে সৌভাগ্য ঘটিয়া উঠে না । কিন্তু স্বকৃতভঙ্গ কুলীনেরা কিঞ্চিৎ পাইলেই তাঁহাদিগকে চরিতার্থ করিতে

প্রস্তুত আছেন। এই সুযোগ দেখিয়া, বংশজেরা, কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ দিয়া সম্মুখ করিয়া, স্বকৃতভঙ্গকে কন্যাদান করিতে আরম্ভ করেন। বিবাহিতা স্ত্রীর কোনও তার লইতে হইবেক না, অথচ আপাততঃ কিঞ্চিৎ লাভ হইতেছে, এই ভাবিয়া স্বকৃতভঙ্গেরাও বংশজদিগকে উদ্ধার করিতে বিমুখ হয়েন না। এইরূপে, কিঞ্চিৎ লাভলোভে, বংশজকন্যাবিবাহকরা স্বকৃতভঙ্গের প্রকৃত ব্যবসায় হইয়া উঠে।

এতদ্ভিন্ন, ভঙ্গকুলীনদের মধ্যে এই নিয়ম হইয়াছে, অন্ততঃ স্বনমান পর্য্যায়ের ব্যক্তিদিগকে কন্যাদান করিতে হইবেক, অর্থাৎ স্বকৃতভঙ্গের কন্যা স্বকৃতভঙ্গপাত্রে দানকরা আবশ্যিক। তদনুসারে, যে সকল স্বকৃতভঙ্গের অবিবাহিতা কন্যা থাকে, তাঁহারাও কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ দিয়া সম্মুখ করিয়া, স্বকৃতভঙ্গকে কন্যাদান করেন। স্বকৃতভঙ্গের পুত্র, পৌত্র প্রভৃতির পক্ষেও স্বকৃতভঙ্গ পাত্রে কন্যাদান করা শ্লাঘার বিষয়; এজন্য তাঁহারাও, সর্বিশেষ যত্ন করিয়া, স্বকৃতভঙ্গ পাত্রে কন্যাদান করিয়া থাকেন।

স্বকৃতভঙ্গ কুলীন এইরূপে ক্রমে ক্রমে অনেক বিবাহ করেন। স্বকৃতভঙ্গের পুত্রেরা এ বিষয়ে স্বকৃতভঙ্গ অপেক্ষা নিতান্ত নিকৃষ্ট নহেন। তৃতীয় পুরুষ অবধি বিবাহের সংখ্যা ন্যূন হইতে আরম্ভ হয়। পূর্বে, বংশজকন্যা গ্রহণ করিলে, কুলীন এককালে কুলভ্রষ্ট ও বংশজভাবাপন্ন হইয়া ছেয় ও অশ্রদ্ধেয় হইতেন; ইদানীং, পাঁচপুরুষ পর্য্যন্ত, কুলীন বলিয়া গণ্য ও মান্য হইয়া থাকেন।

যে সকল হতভাগা কন্যা স্বকৃতভঙ্গ অথবা দুপুরুষিয়া পাত্রে অর্পিতা হয়েন, তাঁহারা যাবজ্জীবন পিত্রালয়ে বাস করেন। বিবাহকর্ত্তা মহাপুরুষেরা, কিঞ্চিৎ দক্ষিণা পাইয়া, কন্যাকর্ত্তার কুলরক্ষা অথবা বংশের গৌরববৃদ্ধি করেন, এইমাত্র। সিদ্ধান্ত করা আছে, বিবাহকর্ত্তাকে বিবাহিতা স্ত্রীর তত্ত্বাবধানের, অথবা ভরণপোষণের, তারবহন করিতে হইবেক না। সুতরাং কুলীনমহিলারা, নামমাত্রে বিবাহিতা

হইয়া, বিধবা কন্যার ন্যায়, যাবজ্জীবন পিত্রালয়ে কালযাপন করেন । স্বামিসহবাসসৌভাগ্য বিধাতা তাঁহাদের অদৃষ্টে লিখেন নাই; এবং তাঁহারাও সে প্রত্যাশা করেন না । কন্যাপক্ষীরেরা সবিশেষ চেষ্টা পাইলে, কুলীন জামাতা খুশুরালয়ে আসিয়া দুই চারি দিন অবস্থিতি করেন ; কিন্তু সেবা ও বিদায়ের ক্রটি হইলে, এ জন্মে আর খুশুরালয়ে পদার্পণ করেন না ।

কোনও কারণে কুলীনমহিলার গর্ভসংস্কার হইলে, তাহার পরি-পাকার্কে, কন্যাপক্ষীয়দিগকে ত্রিবিধ উপায় অবলম্বন করিতে হয় । প্রথম, সবিশেষ চেষ্টা ও যত্ন করিয়া, জামাতার আনয়ন । তিনি আসিয়া, দুই এক দিন খুশুরালয়ে অবস্থিতি করিয়া, প্রস্থান করেন । ঐ গর্ভ তৎসহযোগসম্ভূত বলিয়া পরিগণিত হয় । দ্বিতীয়, জামাতার আনয়নে ক্লতকার্য্য হইতে না পারিলে, ব্যভিচারসহচরী জগ্নহত্যা দেবীর আরাধনা । এ অবস্থায়, এতদ্ব্যতিরিক্ত নিস্তারের আর পথ নাই । তৃতীয় উপায় অতি সহজ, অতি নির্দোষ ও সাতিশয় কৌতুকজনক । তাহাতে অর্থব্যয়ও নাই, এবং জগ্নহত্যা দেবীর উপাসনাও করিতে হয় না । কন্যার জননী, অথবা বাটীর অপর গৃহিণী, একটি ছেলে কোলে করিয়া, পাড়ায় বেড়াইতে যান, এবং একে একে প্রতিবেশীদিগের বাটীতে গিয়া, দেখ যা, দেখ্ বোন, অথবা দেখ্ বাছা, এইকপ সম্ভাষণ করিয়া, কথাপ্রসঙ্গে বলিতে আরম্ভ করেন, অনেক দিনের পর কাল রাত্রিতে জামাই আসিয়াছিলেন ; ইঠাৎ আসিলেন, রাত্রিকাল, কোথা কি পাব ; ভাল করিয়া খাওয়াতে পারি নাই ; অনেক বলিলাম, এক বেলা থাকিয়া, খাওয়া দাওয়া করিয়া যাও ; তিনি কিছুতেই রহিলেন না ; বলিলেন, আজ কোনও মতে থাকিতে পারিব না ; সন্ধ্যার পরেই অমুক গ্রামের মজুমদারের বাটীতে একটা বিবাহ করিতে হইবেক ; পরে, অমুক দিন, অমুক গ্রামের হালদারদের বাটীতেও বিবাহের কথা আছে, সেখানেও যাইতে

হইবেক । যদি সুবিধা হয়, আসিবার সময় এই দিক হইয়া যাইব । এই বলিয়া ভোর ভোর চলিয়া গেলেন । স্বর্ণকে বলিয়াছিলাম, ত্রিপুরা ও কামিনীকে ডাকিয়া আন, তারা জামায়ের সঙ্গে খানিক আমোদ আনন্দ করিবে । একলা যেতে পারিব না বলিয়া, ছুঁড়ী কোনও মতেই এল না । এই বলিয়া, সেই দুই কন্যার দিকে চাহিয়া, বলিলেন, এবার জামাই এলে, মা তোরা যাস ইত্যাদি । এইরূপে পাড়ার বাড়ী বাড়ী বেড়াইয়া জামাতার আগমনবার্তা কীর্তন করেন । পরে স্বর্ণমঞ্জরীর গর্ভসংস্কার প্রচার হইলে, ঐ গর্ভ জামাতৃকৃত বলিয়া পরিপাক পায় ।

এই সকল কুলীনমহিলার পুত্র হইলে, তাহারা দুপুরুষিয়া কুলীন বলিয়া গণনীয় ও পূজনীয় হয় । তাহাদের প্রতিপালন ও উপনয়নাস্ত্র সংস্কার সকল মাতুলদিগকে করিতে হয় । কুলীন পিতা কখনও তাহাদের কোনও সংবাদ লয়েন না ও তত্ত্বাবধান করেন না ; তবে, অন্নপ্রাশনাদি সংস্কারের সময় নিমন্ত্রণপত্র প্রেরিত হইলে, এবং কিছু লাভের আশ্বাস থাকিলে, আসিয়া আভ্যুদয়িক করিয়া যান । উপনয়নের পর, পিতার নিকট পুত্রের বড় আদর । তিনি সঙ্গতিপন্ন বংশজদিগের বাণীতে তাহার বিবাহ দিতে আরম্ভ করেন ; এবং পণ, গণ প্রভৃতি দ্বারা বিলকণ লাভ করিতে থাকেন । বিবাহের সময়, মাতুলদিগের কোনও কথা চলে না, ও কোনও অধিকার থাকে না । পুত্র বত দিন অস্পবয়স্ক থাকে, তত দিনই পিতার এই লাভজনক ব্যবসায় চলে । তাহার চক্ষু ফুটিলে, তাহার ব্যবসায় বন্ধ হইয়া যায় । তখন সে আপন ইচ্ছায় বিবাহ করিতে আরম্ভ করে, এবং এই সকল বিবাহে পণ, গণ প্রভৃতি যাহা পাওয়া যায়, তাহা তাহারই লাভ, পিতা তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না । কঙ্কাসন্তান জন্মিলে, তাহার নাড়ীছেদ অবধি অস্ত্যেষ্টিক্রিয়া পর্য্যন্ত ব্যবতীয় ক্রিয়া মাতুলদিগকেই সম্পন্ন করিতে হয় । কুলীনকন্যার বিবাহ ব্যয়সাধ্য, এজন্য পিতা এ বিবাহের সময় সে দিক দিয়া চলেন না ।

কুলীনভাগিনেরী যথাযোগ্য পাত্রের অর্পিতা না হইলে, বংশের গৌরব-
হানি হয়; এজন্য, তাঁহারা, উক্তকুলীনের কুলমর্য্যাদার নিয়মানুসারে,
ভাগিনেরীদের বিবাহকার্য্য নির্বাহ করেন। এই সকল কন্যা, য
য জননীৰ ন্যার নামমাত্রে বিবাহিতা হইয়া, মাতুলালয়ে কাল-
যাপন করেন।

কুলীনভগিনী ও কুলীনভাগিনেরীদের বড় দুর্গতি। তাহাদিগকে,
পিত্রালয়ে অথবা মাতুলালয়ে থাকিয়া, পাচিকা ও পরিচারিকা উভয়ের
কর্ম্ম নির্বাহ করিতে হয়। পিতা যত দিন জীবিত থাকেন,
কুলীনমহিলার তত দিন নিতান্ত দুঃবস্থা ঘটে না। তদীয় দেহাত্যয়ের
পর, ভ্রাতারা সংসারের কর্ত্তা হইলে, তাঁহারা অতিশয় অপদস্থ হন।
প্রথরা ও মুখরা ভ্রাতৃত্বার্থ্যারা তাঁহাদের উপর, বার পর নাই, অত্যাচার
করে। প্রাতঃকালে নিদ্রাত্ত, রাত্রিতে নিদ্রাগমন, এ উভয়ের
অন্তর্বর্ত্তী দীর্ঘ কাল, উৎকট পরিশ্রম সহকারে সংসারের সমস্ত কার্য্য
নির্বাহ করিয়াও, তাঁহারা স্নানীলা ভ্রাতৃত্বার্থ্যাদের নিকট প্রতিষ্ঠালাভ
করিতে পারেন না। তাহারা সর্ব্বদাই তাঁহাদের উপর খড়্গাহস্ত।
তাঁহাদের অশ্রুপাতের বিশ্রাম নাই বলিলে, বোধ হয়, অত্যাতিদোষে
দূষিত হইতে হয় না। অনেক সময়, লাঞ্ছনা সহ্য করিতে না পারিয়া,
প্রতিবেশীদিগের বাটীতে গিয়া, অশ্রুবিসর্জন করিতে করিতে, তাঁহারা
আপন অদৃষ্টের দোষ কীর্ত্তন ও কোলীন্যপ্রধার গুণ কীর্ত্তন করিয়া
ধাকেন; এবং পৃথিবীর মধ্যে কোথাও স্থান থাকিলে চলিয়া বাইতাম,
আর ও বাড়ীতে মাথা গলাইতাম না, এইরূপ বলিয়া, বিলাপ ও
পরিতাপ করিয়া, মনের আক্ষেপ মিটান। উত্তরসাধকের সংযোগ
ঘটিলে, অনেকানেক বয়স্কা কুলীনমহিলা ও কুলীনহুহিতা, যন্ত্রণাময়
পিত্রালয় ও মাতুলালয় পরিত্যাগ করিয়া, বারাক্ষয়ান্তি অবলম্বন করেন।

কলতঃ, কুলীনমহিলা ও কুলীনতনয়াদিগের যন্ত্রণার পরিসীমা নাই।
তাঁহারা কখনও তাঁহাদের অবস্থা বিষয়ে দৃষ্টিপাত করেন, তাঁহারা

রুখিতে পারেন, ঐ হতভাগা নারীদিগকে কত ক্লেশে কালযাপন করিতে হয়। তাঁহাদের যন্ত্রণার বিষয় চিন্তা করিলে, হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়, এবং যে হেতুতে তাঁহাদিগকে ঐ সমস্ত দুঃসহ ক্লেশ ও যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইতেছে, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিলে, মনুষ্যজাতির উপর অত্যন্ত অশ্রদ্ধা জন্মে। এক পক্ষের অমূলক অকিঞ্চিৎকর গৌরবলাভলোভ, অপর পক্ষের কিঞ্চিৎ অর্থলাভলোভ, সমস্ত অনর্থের মূলকারণ; এবং এই উভয় পক্ষ ভিন্ন দেশস্থ বাবতীয় লোকের এ বিষয়ে ঔদাস্য্য অবলম্বন উহার সহকারী কারণ। ঐহাদের দোষে কুলীনকন্যাদের এই দুঃবস্থা, যদি তাঁহাদের উপর সকলে অশ্রদ্ধা ও বিদ্বেষ প্রদর্শন করিতেন, তাহা হইলে, ক্রমে এই অসহ্য অত্যাচারের নিবারণ হইতে পারিত। অশ্রদ্ধা ও বিদ্বেষের কথা দূরে থাকুক, অত্যাচারকারীরা দেশস্থ লোকের নিকট, যার পর নাই, মাননীয় ও পূজনীয়। এমন স্থলে, রাজদ্বারে আবেদন ভিন্ন, কুলীনকামিনীদিগের দুঃবস্থাবিমোচনের কি উপায় হইতে পারে। পৃথিবীর কোনও প্রদেশে স্ত্রীজাতির ঈর্দৃশী দুঃবস্থা দেখিতে পাওয়া যায় না। যদি ধর্ম থাকেন, রাজা বজ্রালসেন ও দেবীঘর ষটক-বিশারদ নিঃসন্দেহ নরকগামী হইয়াছেন। ভারতবর্ষের অত্যাচার অংশে, এবং পৃথিবীর অপরাপর প্রদেশেও বহুবিবাহপ্রথা প্রচলিত আছে। কিন্তু, তথায় বিবাহিতা নারীদিগকে, এতদেশীয় কুলীনকামিনীদের মত, দুর্দশায় কালযাপন করিতে হয় না। তাহারা স্বামীর গৃহে বাস করিতে পায়, স্বামীর অবস্থানরূপ গ্রাসাচ্ছাদন পায়, এবং পর্যায়ক্রমে স্বামীর সহবাসসুখলাভও করিয়া থাকে। স্বামিগৃহবাস, স্বামিসহবাস, স্বামিদত্ত গ্রাসাচ্ছাদন কুলীনকন্যাদের স্বপ্নের অগোচর।

এ দেশের ভদ্রকুলীনদের মত পাষণ্ড ও পাতকী ভূমণ্ডলে নাই। তাঁহারা দয়া, ধর্ম, চক্ষুলাজ্ঞা ও লোকলজ্জায় একবারে বর্জিত। তাঁহাদের চরিত্র অতি বিচিত্র। চরিত্রবিষয়ে তাঁহাদের উপমা দিবার

স্থল নাই । তাঁহারাই তাঁহাদের একমাত্র উপমাশ্রয় । —কোনও অতি-প্রধান ভক্তকুলীনকে কেহ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ঠাকুরদাদা মহাশয় ! আপনি অনেক বিবাহ করিয়াছেন, সকল স্থানে যাওয়া হয় কি । তিনি অগ্নানমুখে উত্তর করিলেন, যেখানে ভিজিট(১) পাই, সেই স্থানে যাই । —গত দুর্ভিক্ষের সময়, এক জন ভক্তকুলীন অনেকগুলি বিবাহ করেন । তিনি লোকের নিকট আশ্রয়লাভ করিয়াছিলেন, এই দুর্ভিক্ষে কত লোক অন্নভাবে মারা পড়িয়াছে, কিন্তু আমি কিছুই টের পাই নাই ; বিবাহ করিয়া সঙ্কল্পে দিনপাত করিয়াছি । —গ্রামে বারোয়ারিপূজার উত্তোগ হইতেছে । পূজার উত্তোগীরা, ঐ বিষয়ে চাঁদা দিবার জন্ত, কোনও ভক্তকুলীনকে পীড়াপীড়ি করাতে, তিনি, চাঁদার টাকা সংগ্রহের জন্য, একটি বিবাহ করিলেন । —বিবাহিতা স্ত্রী স্বামীর সমস্ত পরিবারের ভরণপোষণের উপযুক্ত অর্থ লইয়া গেলে, কোন ভক্তকুলীন, দয়া করিয়া, তাহাকে আপন আবাসে অবস্থিতি করিতে অনুমতি প্রদান করেন ; কিন্তু সেই অর্থ নিঃশেষ হইলেই, তাহাকে বাটী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন । —পুত্রবধূর শ্রুতদর্শন হইয়াছে । সে যাঁহার কন্যা, তাঁহার নিতান্ত ইচ্ছা, জামাতাকে আনাইয়া, কন্যার পুনর্বিবাহসংস্কার নির্বাহ করেন । পাত্র দ্বারা বৈবাহিককে আপন প্রার্থনা জানাইলেন । বৈবাহিক পত্রোত্তরে অধিক টাকার দাওয়া করিলেন । কন্যার পিতা তত টাকা দিতে অনিচ্ছুক বা অসমর্থ হওয়াতে, তিনি পুত্রকে শ্বশুরালয়ে যাইতে দিলেন না ; সুতরাং, পুত্রবধূর পুনর্বিবাহসংস্কার এ জন্মের মত স্থগিত রহিল । —বহুকাল স্বামীর মুখ দেখেন নাই ; তথাপি কোনও ভক্তকুলীনের ভার্য্যা ভাগ্যক্রমে গর্ভবতী হইয়াছিলেন । ব্যভিচারিণী কন্যাকে গৃহে রাখিলে, জ্ঞাতিবর্গের নিকট অপদম্ব ও সমাজদূষত

(১) ভক্তদেরা চিকিৎসা করিতে গেলে, তাঁহাদিগকে যাহা দিতে হয়, এ দেশের সাধারণ লোকে তাহাকে ভিজিট (Visit) বলে ।

হইতে হয়, এজন্ত, তাহাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করা পরামর্শ স্থির হইলে, তাহার হিতৈষী আত্মীয়, এই সর্বনাশ নিবারণের অন্য কোনও উপায় করিতে না পারিয়া, অনেক চেষ্টা করিয়া, তদীয় স্বামীকে আনাহিলেন । এই মহাপুরুষ, অর্থলাভে চরিতার্থ হইয়া, সর্বসমক্ষে স্বীকার করিলেন, রত্নমঞ্জরীর গর্ভ আমার সহযোগে সম্মুত হইয়াছে ।

ভঙ্গকুলীনের চরিত্রবিষয়ে এ স্থলে একটি অপূর্ব উপাখ্যান কীর্ত্তিত হইতেছে । কোনও ব্যক্তি মধ্যাহ্নকালে বাটীর মধ্যে আহার করিতে গেলেন ; দেখিলেন, যেখানে আহারের স্থান হইয়াছে, তথায় দুটি অপরিচিত স্ত্রীলোক বসিয়া আছেন । একটির বয়ঃক্রম প্রায় ৬০ বৎসর, দ্বিতীয়াটির বয়ঃক্রম ১৮ । ১৯ বৎসর । তাঁহাদের পরিচ্ছদ দুর্বাসার একশেষ প্রদর্শন করিতেছে ; তাঁহাদের মুখে বিষাদ ও হতাশতার সম্পূর্ণ লক্ষণ স্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে । ঐ ব্যক্তি স্বীয় জননীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মা ইঁহারা কে, কি জন্তে এখানে বসিয়া আছেন । তিনি বৃদ্ধার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া কহিলেন, ইনি ভট্টরাজের স্ত্রী, এবং অসুস্থবয়স্কে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, ইনি তাঁহার কন্যা । ইঁহারা তোমার কাছে আপনাদের দুঃখের পরিচয় দিবেন বলিয়া বসিয়া আছেন ।

ভট্টরাজ দুপুকুরিয়া ভঙ্গকুলীন ; ৫ । ৬ টি বিবাহ করিয়াছেন । তিনি ঐ ব্যক্তির নিকট মাসিক বৃত্তি পান ; এজন্ত, তাঁহার যথেষ্ট খাতির রাখেন । তাঁহার ভগিনী, ভাগিনেয় ও ভাগিনেয়ীরা তাঁহার বাটীতে থাকে ; তাঁহার কোনও স্ত্রীকে কেহ কখনও তাঁহার বাটীতে অবস্থিতি করিতে দেখেন নাই ।

সেই দুই স্ত্রীলোকের আকার ও পরিচ্ছদ দেখিয়া, ঐ ব্যক্তির অন্তঃকরণে অতিশয় দুঃখ উপস্থিত হইল । তিনি, আহার বন্ধ করিয়া, তাঁহাদের উপাখ্যান শুনিতে বসিলেন । বৃদ্ধা কহিলেন, আমি ভট্টরাজের ভার্য্যা ; এটি তাঁহার কন্যা, আমার গর্ভে জন্মিয়াছে । আমি পিত্রালয়ে থাকিতাম । কিছু দিন হইল, আমার পুত্র কহিলেন, মা আমি

তোমাদের দুজনকে অন্ন বস্ত্র দিতে পারিব না। আমি कहিলাম, বাছা বল কি, আমি তোমার মা, ও তোমার ভগিনী, তুমি অন্ন না দিলে আমরা কোথায় যাইব। তুমি এক জনকে অন্ন দিবে, আর এক জন কোথায় যাইবে; পৃথিবীতে অন্ন দিবার লোক আর কে আছে। এই কথা শুনিয়া পুত্র कहিলেন, তুমি মা, তোমায় অন্ন বস্ত্র যেরূপে পারি দিব, উহার ভার আমি আর লইতে পারিব না। আমি রাগ করিয়া বলিলাম, তুমি কি উহাকে বেশ্যা হইতে বল। পুত্র कहিলেন, আমি তাহা জানি না, তুমি উহার বন্দোবস্ত কর। এই বিষয় লইয়া, পুত্রের সহিত আমার বিষম মনান্তর ঘটিয়া উঠিল, এবং অবশেষে আমার কন্যাসহিত বাণী হইতে বহির্গত হইতে হইল।

কিছু দিন পূর্বে শুনিয়াছিলাম, আমার এক মাস্তত ভগিনীর বাণীতে একটি পাটিকার প্রয়োজন আছে। আমরা উভয়ে ঐ পাটিকার কর্ম করিব, মনে মনে এই স্থির করিয়া, তথায় উপস্থিত হইলাম। কিন্তু, আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে, ২।৪ দিন পূর্বে, তাঁহারা পাটিকা নিমুক্ত করিয়াছিলেন। তখন নিতান্ত হতাশাস হইয়া, কি করি, কোথায় যাই, এই চিন্তা করিতে লাগিলাম। অমুক গ্রামে আমার স্বামীর এক সংসার আছে, তাহার গর্ভজাত সন্তান বিলক্ষণ সঙ্গতিপন্ন, এবং তাঁহার দয়া ধর্ম্যও আছে। ভাবিলাম, যদিও আমি বিমাতা, এ বৈমাত্রেয় ভগিনী; কিন্তু, তাঁহার শরণাগত হইয়া দুঃখ জানাইলে, অবশ্য দয়া করিতে পারেন। এই ভাবিয়া, অবশেষে তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলাম, এবং সবিশেষ সমস্ত कहিয়া, সজলনয়নে তাঁহার হস্তে ধরিয়া বলিলাম, বাবা তুমি দয়া না করিলে, আমাদের আর গতি নাই।

আমার কাভরতা দর্শনে, সপত্নীপুত্র হইয়াও, তিনি যথেষ্ট স্নেহ ও দয়া প্রদর্শন করিলেন, এবং कहিলেন, যত দিন তোমরা বাঁচিবে, তোমাদের ভরণপোষণ করিব। এই আশ্বাসবাক্য শ্রবণে আমি

আহ্লাদে গদগদ হইলাম । আমার চক্ষুতে জলধারা বহিতে লাগিল । তিনি যথোচিত যত্ন করিতে লাগিলেন । কিন্তু, তাঁহার বাণীর জ্বীলোকেরা সেরূপ নহেন । এ আপদ আবার কোথা হইতে উপস্থিত হইল এই বলিয়া, তাহারা, যার পর নাই, অনাদর ও অপমান করিতে লাগিল । সপত্নীপুত্র ক্রমে ক্রমে সবিশেষ সমস্ত অবগত হইলেন । কিন্তু তাহাদের অত্যাচার নিবারণ করিতে পারিলেন না । এক দিন, আমি তাঁহার নিকটে গিয়া সমুদয় বলিলাম । তিনি কহিলেন, যা আমি সমস্ত জানিতে পারিয়াছি ; কিন্তু কোনও উপায় দেখিতেছি না । আপনারা কোনও স্থানে গিয়া থাকুন ; মধ্যে মধ্যে, আমার নিকট লোক পাঠাইবেন ; আমি আপনাদিগকে কিছু কিছু দিব ।

এই রূপে নিরাশ্বাস হইয়া, কণ্ঠা লইয়া, তথা হইতে বহির্গত হইলাম । পৃথিবী অন্ধকারময় বোধ হইতে লাগিল । অবশেষে ভাবিলাম, স্বামী বর্তমান আছেন, তাঁহার নিকটে যাই, এবং দুরবস্থা জানাই, যদি তাঁহার দয়া হয় । এই স্থির করিয়া, পাঁচ সাত দিন হইল, এখানে আসিয়াছিলাম । আজ তিনি স্পষ্ট জবাব দিলেন, আমি তোমাদিগকে এখানে রাখিতে, বা অন্য বস্ত্র দিতে, পারিব না । অনেকে বলিল, তোমায় জানাইলে কোনও উপায় হইতে পারে, এ জন্ত এখানে আসিয়া বসিয়া ছিলাম । ঐ ব্যক্তি শুনিয়া ক্রোধে ও দুঃখে অতিশয় অভিভূত হইলেন, এবং অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন । কিয়ৎক্ষণ পরে, তিনি, ভট্টরাজের বাণীতে গিয়া, যথোচিত তৎসনা করিয়া বলিলেন, আপনকার আচরণ দেখিয়া আমি চমৎকৃত হইয়াছি । আপনি কোন্ বিবেচনায় তাহাদিগকে বাণী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতেছেন । এক্ষণে, আপনি তাহাদিগকে বাণীতে রাখিবেন কি না, স্পষ্ট বলুন । ঐ ব্যক্তির ভাবভঙ্গী দেখিয়া, বৃত্তিভোগী ভট্টরাজ তর পাইলেন, এবং কহিলেন, তুমি বাণীতে যাও, আমি ঘরে বুলিয়া পরে তোমার নিকটে যাইতেছি ।

অপরাহ্নকালে, ভট্টরাজ ঐ ব্যক্তির নিকটে আসিয়া বলিলেন, তাহাদিগকে বাটীতে রাখা পরামর্শ স্থির ; কিন্তু, তোমায়, মাস মাস, তাহাদের হিসাবে আর কিছু দিতে হইবেক। ঐ ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ স্বীকার করিলেন, এবং তিন মাসের দেয় তাঁহার হস্তে দিয়া কহিলেন, এই রূপে তিন তিন মাসের টাকা আগামী দিব ; এতদ্ভিন্ন, তাঁহাদের পরিষেয় বস্ত্রের ভার আমার উপর রহিল। আর কোনও ওজর করিতে না পারিয়া, নিকপায় হইয়া, ভট্টরাজ, স্ত্রী ও কন্যা লইয়া গৃহ প্রত্যাগমন করিলেন। তিনি নিজে দুঃখীল লোক নহেন। কিন্তু, তাঁহার ভগিনী দুর্দান্ত দস্যু, তাহার ভয়ে ও তাহার পরামর্শে, তিনি স্ত্রী ও কন্যাকে পূর্বোক্ত নির্ঘাত জবাব দিয়াছিলেন। বৃত্তিদাতা ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, এবং মাসিক আর কিছু দিবার অঙ্গীকার করিয়াছেন, এই কথা শুনিয়া, ভগিনীও অগত্যা সন্মত হইল। ভট্টরাজ, কখনও কখনও, কোনও স্ত্রীকে আনিয়া নিকটে রাখিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে, ভগিনী খড়্গাহস্ত হইয়া উঠিত। সেই কারণে, তিনি, কখনও, আপন অভিপ্রায় সম্পন্ন করিতে পারেন নাই। ভক্তকুলীনদিগের ভগিনী, ভাগিনেয় ও ভাগিনেয়ীরা পরিবারস্থানে পরিগণিত ; স্ত্রী, পুত্র, কন্যা প্রভৃতির সহিত তাঁহাদের কোনও সংস্রব থাকে না।

যাহা হউক, ঐ ব্যক্তি, পূর্বোক্ত ব্যবস্থা করিয়া দিয়া, স্থানান্তরে গেলেন, এবং বধাকালে অঙ্গীকৃত মাসিক দেয় পাঠাইতে লাগিলেন। কিছু দিন পরে, বাটীতে গিয়া, তিনি সেই দুই হতভাগা নারীর বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন, ভট্টরাজ ও তাঁহার ভগিনী স্থির করিয়াছিলেন, বৃত্তিদাতার অঙ্গীকৃত নুতন মাসিক দেয় পুরাতন মাসিক বৃত্তির অন্তর্গত হইয়াছে, আর তাহা কোনও কারণে রহিত হইবার নহে; তদনুসারে, ভট্টরাজ, ভগিনীর উপদেশের বশবর্তী হইয়া, স্ত্রী ও কন্যাকে বাটী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছেন। তাঁহারাও,

গত্যন্তরবিহীন হইয়া, কোনও স্থানে গিয়া অবস্থিতি করিতেছেন । কত্যাটি স্ত্রী ও বয়স্কা, বেশাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে, এবং জননীর সহিত সম্বন্ধে দিনপাত করিতেছে ।

এই উপাখ্যানে ভঙ্গকুলীনের ষাদশ আচরণের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, অতি ইতর জাতিতেও তাদৃশ আচরণ লক্ষিত হয় না । প্রথমতঃ, এক মহাপুরুষ বৃদ্ধ মাতা ও বয়স্কা ভগিনীকে বাচী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন । পরে, তাঁহারা স্বামী ও পিতার শরণাগত হইলে, সে মহাপুরুষও তাঁহাদিগকে বাচী হইতে বহিষ্কৃত করিলেন । এক ব্যক্তি, দয়া করিয়া, সেই দুই দুর্ভাগার গ্রামাচ্ছাদনের ভারবহনে অঙ্গীকৃত হইলেন, তাহাতেও স্ত্রী ও কন্যাকে বাচীতে রাখা পরামর্শসিদ্ধ হইল না । স্বামী ও উপযুক্ত পুত্রসত্ত্বে, কোনও ভদ্রগৃহে, বৃদ্ধা স্ত্রীর কদাচ এরূপ দুর্গতি ঘটে না । পিতাও উপযুক্ত ভ্রাতা বিত্তমান থাকিতে, কোনও ভদ্রগৃহের কন্যাকে, নিতান্ত অনাথার ছায়, অন্নবস্ত্রের নিমিত্ত, বেশাবৃত্তি অবলম্বন করিতে হয় না । ঐ কন্যার স্বামীও বিত্তমান আছেন । কিন্তু, তাঁহাকে এ বিষয়ে অপরাধী করিতে পারা যায় না । তিনি স্বরূতভঙ্গ কুলীন । বাহা হউক, আশ্চর্য্যের বিষয় এই, ঐদৃশ দোষে দূষিত হইয়াও, ভট্টরাজ ও তাঁহার উপযুক্ত পুত্র লোকসমাজে ছেয় বা অশ্রদ্ধেয় হইলেন না ।

ভঙ্গকুলীনের কুল, চরিত্রপ্রভৃতির পরিচয় প্রদত্ত হইল । এক্ষণে, সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন, এক ব্যক্তি অনেক বিবাহ করিতে না পারিলে, ঐদৃশ কুলীনের অপকার বা মানহানি ঘটিবেক, এই অনুরোধে, বহুবিবাহপ্রথা প্রচলিত থাকা উচিত ও আবশ্যিক কি না । প্রথমতঃ, মেলবন্ধনের পূর্বে, তাঁহাদের পুরাতন কুল এককালে নির্মূল হইয়া গিয়াছে ; তৎপরে, বংশজকন্যাপরিণয় দ্বারা, পুনরায়, তদীয় কপোল-কম্পিত হুতন কুলের লোপাপত্তি হইয়াছে । এইরূপে, দুই বার বাঁহাদের কুলোচ্ছেদ ঘটিয়াছে, তাঁহাদিগকে কুলীন বলিয়া গণ্য করিবার

এবং তদীয় শশবিবাণসদৃশ কুলমর্যাদার আদর করিবার কোনও কারণ বা প্রয়োজন লক্ষিত হইতেছে না। তাঁহাদের অবৈধ, বৃশংস, লজ্জাকর আচরণ দ্বারা সংসারে যেকোন গরীবসী অনিষ্টপরম্পরা ঘটিতেছে, তাহাতে তাঁহাদিগকে মনুষ্য বলিয়া গণনা করা উচিত নয়। বোধ হয়, এক উত্তমে তাঁহাদের সমূলে উচ্ছেদ করিলে, অশ্রমব্রহ্ম হইতে হয় না। সে বিবেচনায়, তদীয় অকিঞ্চিৎকর কপোলকম্পিত কুলমর্যাদার হানি অতি সামান্য কথা। যাহা হউক, তাঁহাদের কুলক্ষয় হইয়াছে, স্মৃতরাং তাঁহারা কুলীন নহেন; তাঁহারা কুলীন নহেন, স্মৃতরাং তাঁহাদের কোলীন্মর্যাদা নাই; তাঁহাদের কোলীন্মর্যাদা নাই, স্মৃতরাং বহুবিবাহপ্রথা নিবারণ দ্বারা কোলীন্মর্যাদার উচ্ছেদ-সম্ভাবনাও নাই।

এস্থলে ইহা উল্লেখ করা আবশ্যিক, এরূপ কতকগুলি ভঙ্গকুলীন আছেন, যে বিবাহব্যবসায়ে তাঁহাদের যৎপরোনাস্তি বিদ্বেষ। তাঁহারা বিবাহব্যবসায়ীদিগকে অতিশয় হেয়জ্ঞান করেন, নিজে প্রাণান্তেও একাধিক বিবাহ করিতে সম্মত নহেন, এবং যাহাতে এই কুৎসিত প্রথা রহিত হইয়া যায়, তদ্বিষয়েও চেষ্টা করিয়া থাকেন। উভয়বিধ ভঙ্গকুলীনের আচরণ পরম্পর এত বিভিন্ন, যে তাঁহাদিগকে এক জাতি বা এক সম্প্রদায়ের লোক বলিয়া, কোনও ক্রমে প্রতীতি জন্মে না। দুর্ভাগ্যক্রমে, উক্তরূপ ভঙ্গকুলীনের সংখ্যা অধিক নয়। যাহা হউক, তাঁহাদের ব্যবহার দ্বারা বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইতেছে, বিবাহ-ব্যবসায় পরিত্যাগ করা ভঙ্গকুলীনের পক্ষে নিতান্ত দুর্লভ বা অসাধ্য ব্যাপার নহে।

চতুর্থ আপত্তি ।

কেহ কেহ আপত্তি করিতেছেন, বহু কাল পূর্বে এ দেশে কুলীন ব্রাহ্মণদিগের অত্যাচার ছিল। তখন অনেকে অনেক বিবাহ করিতেন। এক্ষণে, এ দেশে সে অত্যাচারের প্রায় নিবৃতি হইয়াছে; বাহা কিছু অবশিষ্ট আছে, অল্প দিনের মধ্যেই তাহার সম্পূর্ণ নিবৃতি হইবেক। এমন স্থলে, বহুবিবাহ নিবারণ বিষয়ে রাজশাসন নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন।

এক্ষণে কুলীনদিগের পূর্ববৎ অত্যাচার নাই, এই নির্দেশ সম্পূর্ণ প্রতারণাবাক্য; অথবা, যাঁহারা সেরূপ নির্দেশ করেন, কুলীনদিগের আচার ও ব্যবহার বিষয়ে তাঁহাদের কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা নাই। পূর্বে, বিবাহ বিষয়ে কুলীনদিগের যে রূপ অত্যাচার ছিল, এক্ষণেও তাঁহাদের তদ্বিব্যক অত্যাচার সর্বতোভাবে তদবস্থ আছে, কোনও অংশে তাহার নিবৃতি হইয়াছে, এরূপ বোধ হয় না। এ বিষয়ে বুঝা বিতণ্ডা না করিয়া, বর্তমান কতকগুলি কুলীনের নাম, বয়স, বাসস্থান, ও বিবাহসংখ্যার পরিচয় প্রদত্ত হইতেছে।

হুগলী জিলা ।

নাম	বিবাহ	বয়স	বাসস্থান
ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৮০	৫৫	বসো
ভগবান্ চট্টোপাধ্যায়	৭২	৬৪	দেশমুখো

নাম	বিবাহ	বয়স	বাসস্থান
পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৬২	৫৫	চিত্রশালি
মধুসূদন মুখোপাধ্যায়	৫৬	৪০	ঐ
তিতুরাম গাঙ্গুলি	৫৫	৭০	ঐ
রামময় মুখোপাধ্যায়	৫২	৫০	তাজপুর
বৈষ্ণনাথ মুখোপাধ্যায়	৫০	৬০	ভুঁইপাড়া
শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায়	৫০	৬০	পাখুড়া
নবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	৫০	৫২	কীরপাই
ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৪৪	৫২	আঁকড়ীশ্রীরামপুর
যদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৪১	৪৭	চিত্রশালি
শিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৪০	৪৫	তীর্ণা
রামকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	৪০	৫০	কোননগর
শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	৪০	৫০	হুঁচুড়া
ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়	৪০	৫৫	দণ্ডিপুর
নবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৬	৪৪	গৌরহাটী
রঘুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৩০	৪০	খামারগাহী
শশিশেখর মুখোপাধ্যায়	৩০	৬০	ঐ
তারাকরণ মুখোপাধ্যায়	৩০	৩৫	বরিজহাটী
ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	২৮	৪০	গুড়পা
শ্রীচরণ মুখোপাধ্যায়	২৭	৪০	সাক্কাই
রুঞ্চন বন্দ্যোপাধ্যায়	২৫	৪০	খামারগাহী
ভবনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়	২৩	৪০	জাঁইপাড়া
মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	২২	৩৫	খামারগাহী
গিরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	২২	৩৪	কুচুগিয়া
প্রসন্নকুমার চট্টোপাধ্যায়	২১	৩৫	কাপসীট
পার্কভীচরণ মুখোপাধ্যায়	২০	৪০	ভৈটে

নাম	বিবাহ	বয়স	বাসস্থান
যদুনাথ মুখোপাধ্যায়	২০	৩৭	মাহেশা.
রুঞ্চপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	২০	৪৫	বসন্তপুর
হরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	২০	৪০	রঞ্জিতবাগী
রমানাথ চট্টোপাধ্যায়	২০	৫০	গরলগাছা
আনন্দচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	২০	৪৫	ভৈটে
দীননাথ চট্টোপাধ্যায়	১৯	২৮	বসন্তপুর
রামরত্ন মুখোপাধ্যায়	১৭	৪৮	জয়রামপুর
কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়	১৭	৩২	মাহেশা
ভূর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৬	২০	চিত্রশালি
গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১৬	৩৫	মহেশ্বরপুর
অভয়চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৫	৩০	মালিপাড়া
অন্নদাচরণ মুখোপাধ্যায়	১৫	৩৫	গোয়াড়া
শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়	১৫	৩৫	সোঁতিয়া
জগচ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১৫	৪০	খামারগাছী
অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায়	১৫	৩৬	ভুঁইপাড়া
হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১৫	৩২	মোগলপুর
ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়	১৫	২৪	পাতা
যদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৫	২২	ঐ
দীননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৫	২৫	বেলেসিকরে
ভুবনমোহন মুখোপাধ্যায়	১৫	২০	ভৈটে
কালীপ্রসাদ গাঙ্গুলি	১৫	৪৫	পশপুর
হর্যাকান্ত মুখোপাধ্যায়	১৫	৩৫	ভৈটে
রামকুমার মুখোপাধ্যায়	১৪	৩২	কীরপাই
কৈলাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১৪	৪৫	মধুখণ্ড
কালীকুমার মুখোপাধ্যায়	১৪	২১	সিরাখালা

নাম	বিবাহ	বয়স	বাসস্থান
মাধবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১৩	৫০	বৈটী
হরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১৩	৪০	গরলগাহা
কার্তিকের মুখোপাধ্যায়	১২	৩০	দেওড়া
যদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১২	৩০	তাঁতিসাল
মোহিনীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	১২	৩০	মালিপাড়া
সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়	১২	৪০	ঐ
ব্রজরাম চট্টোপাধ্যায়	১২	২৫	চন্দ্রকোনা
কৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১২	৩২	কৃষ্ণনগর
রামতারক বন্দ্যোপাধ্যায়	১২	২৮	জয়রামপুর
কালিদাস মুখোপাধ্যায়	১২	৪০	ভুঁইপাড়া
বিশ্বম্ভর মুখোপাধ্যায়	১২	৩০	বলাগড়
তিতুরাম মুখোপাধ্যায়	১২	৪০	নতিবপুর
প্রসন্নকুমার গাঙ্গুলি	১২	৩৬	গঙ্গা
মনসারাম চট্টোপাধ্যায়	১১	৬৫	ডঙ্কপুর
আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়	১১	১৮	তাঁতিসাল
প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়	১১	৩০	গরলগাহা
লক্ষ্মীনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়	১০	২৫	বিজ্ঞাবতীপুর
শিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১০	৪৫	ঐ
কালীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	১০	৩০	ভৈটে
রামকমল মুখোপাধ্যায়	১০	৪০	নিত্যানন্দপুর
কালীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়	১০	২৮	বৈটী
দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়	১০	২৫	ঐ
মতিলাল মুখোপাধ্যায়	১০	৪৫	ঐ
ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১০	৪৫	ধসা
দুর্গারাম বন্দ্যোপাধ্যায়	১০	৫০	শ্যামবাণী

নাম	বিবাহ	বয়স	বাসস্থান
যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়	১০	৪৫	আনুড়
প্রসন্নকুমার চট্টোপাধ্যায়	১০	৩৫	বেকাই
চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	১০	৩০	বৈতল
প্রতাপচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১০	৪০	বসন্তপুর
কৈলাসচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১০	৪০	সিয়াখালা
রামচাঁদ মুখোপাধ্যায়	৯	৩৬	বহুপুর
কৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৯	৩০	নপাড়া
স্বর্য়কান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়	৮	৪০	বৈটী
গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৮	৪৫	ঐ
চুনিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়	৮	৩২	ঐ
কালীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	৮	৪০	মোজ্জাই
গণেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৮	২০	দেওড়া
দিগম্বর বন্দ্যোপাধ্যায়	৮	৩৫	গুড়প
কালিদাস মুখোপাধ্যায়	৮	৪০	মালিপাড়া
যাদবচন্দ্র গাঙ্গুলি	৮	৩৫	বহরকুলী
মাধবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৮	২৫	সিকরে
কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়	৮	৩২	বরিজহাটী
ঈশ্বরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৮	৪৫	পাতুল
শ্রামাচরণ মুখোপাধ্যায়	৮	৪৫	জয়রামপুর
হরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৮	৬০	শ্রামবাটী
রামচাঁদ চট্টোপাধ্যায়	৮	৪০	ভঙ্গপুর
ঈশ্বরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৭	৩২	ঐ
দিগম্বর মুখোপাধ্যায়	৭	৩৬	ব্রহ্মপুর
কুড়ারাম মুখোপাধ্যায়	৭	৩২	নতিবপুর
দুর্গাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়	৭	৬২	মধুরা

নাম	বিবাহ	বয়স	বাসস্থান
বৈকুণ্ঠনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৭	৩৪	বসন্তপুর
ঐধর বন্দ্যোপাধ্যায়	৭	৩৫	ভূরসুবা
রামসুন্দর মুখোপাধ্যায়	৭	৫০	আঁটপুর
বেণীমাধব গাঙ্গুলি	৭	৫০	চিত্রশালি
শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	৬	৩০	মোংলপুর
নবকুমার মুখোপাধ্যায়	৬	২২	চন্দ্রকোনা
যদুনাথ মুখোপাধ্যায়	৬	৩০	বাখরচক
চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৬	৩০	বসন্তপুর
উমাচরণ চট্টোপাধ্যায়	৬	৪০	রঞ্জিতবাটী
উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৬	২৬	নন্দনপুর
গঙ্গানারায়ণ মুখোপাধ্যায়	৫	৩০	গৌরহাটী
ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৫	৩২	পশপুর
কালচাঁদ মুখোপাধ্যায়	৫	৫০	সুলতানপুর
মনসারাম চট্টোপাধ্যায়	৫	৪৫	তারকেশ্বর
গঙ্গানারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়	৫	২২	আমড়াপাট
বিশ্বম্ভর মুখোপাধ্যায়	৫	৪০	বালিগোড়
ঈশ্বরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৫	৩৫	তারকেশ্বর
মাধবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৫	৪০	তালাই
ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়	৫	২৬	ঢেকরা
হরশঙ্কু বন্দ্যোপাধ্যায়	৫	৪০	মাছু
নীলাদ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৫	৩২	সন্ধিপুৰ
কালিদাস মুখোপাধ্যায়	৫	৩০	বালিডাঙ্গা
ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৫	৩৬	গৌরান্দ্রপুর
দ্বারকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৫	৩০	কৃষ্ণনগর
সীতারাম মুখোপাধ্যায়	৫	৩৫	চন্দ্রকোনা

নাম	বিবাহ	বয়স	বাসস্থান
রামধন মুখোপাধ্যায়	৫	৪০	চন্দ্রকোনা
নবকুমার মুখোপাধ্যায়	৫	৪৩	বরদা
ধর্মদাস মুখোপাধ্যায়	৫	৩৫	নারীট
স্বর্য়াকুমার মুখোপাধ্যায়	৫	২৬	বরদা
শরচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৫	১৯	নপাড়া
মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	৫	১৮	দণ্ডিপুর

অনুসন্ধান দ্বারা যত দূর ও যেরূপ জানিতে পারিয়াছি, তদনুসারে কুলীনদিগের বিবাহসংখ্যা প্রভৃতি প্রদর্শিত হইল। সবিশেষ অনুসন্ধান করিলে, আরও অনেক বহুবিবাহকারীর নাম পাওয়া যাইতে পারে। ৪১৩১২ বিবাহ করিয়াছেন এরূপ ব্যক্তি অনেক, এস্থলে তাঁহাদের নাম নির্দেশ করা গেল না। হুগলী জিলাতে বহুবিবাহকারী কুলীনের যত সংখ্যা, বর্দ্ধমান, নবদ্বীপ, যশর, বরিসাল, ঢাকা প্রভৃতি জিলাতে তদপেক্ষা ন্যূন নহে ; বরং কোনও কোনও জিলায় তাদৃশ কুলীনের সংখ্যা অধিক। কুলীনদিগের বিবাহের যে সংখ্যা প্রদর্শিত হইল, তাহা ন্যূনাধিক হইবার সম্ভাবনা। যাঁহারা অধিকসংখ্যক বিবাহ করিয়াছেন, তাঁহারা নিজেই স্বকৃত বিবাহের প্রকৃত সংখ্যা অবধারিত বলিতে পারেন না। সুতরাং, অতের তাহা অবধারিত জানিতে পারা সহজ নহে। বিবাহের যে সকল সংখ্যা নির্দিষ্ট হইয়াছে, যদি কোনও স্থলে প্রকৃত সংখ্যা তদপেক্ষা অধিক হয়, তাহাতে কোনও কথা নাই ; যদি ন্যূন হয়, তাহা হইলে কুলীনপক্ষপাতী আপত্তিকারী মহাশয়েরা অনায়াসে বলিবেন, আমি ইচ্ছাপূর্বক সংখ্যাবৃদ্ধি করিয়া নির্দেশ করিয়াছি। কিন্তু, আমি সেরূপ করি নাই ; অনুসন্ধান দ্বারা বাহা জানিতে পারিয়াছি, তাহাই নির্দেশ করিয়াছি ; জ্ঞানপূর্বক কোনও বৈলক্ষণ্য করি নাই।

প্রসিদ্ধ জনাই গ্রাম কলিকাতার ৫।৬ ক্রোশ মাত্র দূরত্বে অবস্থিত । এই গ্রামের যে সকল ব্যক্তি একাধিক বিবাহ করিয়াছেন, তাঁহাদের পরিচয় স্বতন্ত্র প্রদত্ত হইতেছে ।

নাম	বিবাহ	বয়স
মহানন্দ মুখোপাধ্যায়	১০	৩৫
যহ্ননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১০	২৯
আনন্দচন্দ্র গাঙ্গুলি	৭	৬৫
দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি	৫	৩২
ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়	৫	৫০
চন্দ্রকান্ত মুখোপাধ্যায়	৫	৬৪
শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	৪	১৮
দীননাথ চট্টোপাধ্যায়	৪	২৬
ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়	৪	৪৫
ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়	৪	২৭
নীলকণ্ঠ বন্দ্যোপাধ্যায়	৪	৫০
সীতানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৩	২৯
ত্রিপুরাচরণ মুখোপাধ্যায়	৩	৩৫
কালিদাস গাঙ্গুলি	৩	২৬
দীননাথ গাঙ্গুলি	৩	১৯
কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়	৩	৪০
ক্ষেত্রমোহন চট্টোপাধ্যায়	৩	৪০
কালীপদ মুখোপাধ্যায়	৩	৫০
মাধবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৩	৩৫
নবকুমার মুখোপাধ্যায়	৩	৪৩
নীলমণি গাঙ্গুলি	৩	৪৮
কালীকুমার মুখোপাধ্যায়	৩	৫৫

নাম	বিবাহ	বয়স
চন্দ্রনাথ গাঙ্গুলি	৩	৫০
শ্রীনাথ চট্টোপাধ্যায়	৩	৪৩
হারানন্দ মুখোপাধ্যায়	৩	৬০
প্যারীমোহন চট্টোপাধ্যায়	২	৪০
স্বর্য়কুমার মুখোপাধ্যায়	২	৪০
ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	২	৫৫
সীতানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	২	৫৫
চন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়	২	৬০
চন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়	২	৫২
রমানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	২	৫২
হরিনাথ মুখোপাধ্যায়	২	৬২
রাজমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	২	৫৭
ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়	২	৫০
দীননাথ মুখোপাধ্যায়	২	৫০
বিশ্বস্তর মুখোপাধ্যায়	২	৫০
রামকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	২	৫০
প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়	২	৩৫
চন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	২	৩২
কালীকুমার গাঙ্গুলি	২	২৫
আশুতোষ গাঙ্গুলি	২	২০
যদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	২	৩১
নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	২	৩৩
কেশরনাথ মুখোপাধ্যায়	২	২৮
গৌরীচরণ মুখোপাধ্যায়	২	২৮
ভগবান্ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়	২	৩২

নাম	বিবাহ	বয়স
দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি	২	৩০
কালীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	২	৩২
হরিহর গাঙ্গুলি	২	৩৫
কামাখ্যানাথ মুখোপাধ্যায়	২	২৮
প্যারীমোহন গাঙ্গুলি	২	৩৬
কালিদাস মুখোপাধ্যায়	২	৩৫
চন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়	২	২৮
নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	২	২৪
নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়	২	২৮
দীননাথ মুখোপাধ্যায়	২	৩০
যদুনাথ গাঙ্গুলি	২	২৭
বিশ্বেশ্বর মুখোপাধ্যায়	২	২৭
গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	২	২৭
চন্দ্রকুমার গাঙ্গুলি	২	২১
মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	২	২১
প্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	২	২২
যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	২	২০

এক্ষণে, সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন, বিবাহবিষয়ে কুলীনদিগের অত্যাচারের নিবৃতি হইয়াছে কি না। এখন বেক্সপ অত্যাচার হইতেছে, পূর্বে ইহা অপেক্ষা অধিক ছিল, এরূপ বোধ হয় না। বরং, পূর্বে অপেক্ষা এক্ষণে অধিক অত্যাচার হইতেছে, ইহাই সম্পূর্ণ সন্তব। পূর্বে অধিক টাকা না পাইলে, কুলীনেরা কুলভঙ্গে সন্মত ও প্রবৃত্ত হইতেন না। অধিক টাকা দিয়া, কুলভঙ্গ করিয়া, কন্যার বিবাহ দেন, এরূপ ব্যক্তিও অধিক ছিলেন না। এ কারণে, স্বরূতভঙ্গের সংখ্যা তখন অপেক্ষাকৃত অনেক অল্প ছিল। কিন্তু,

অধুনাতন কুলীনেরা, অম্প লাভে সন্তুষ্ট হইয়া, কুলভঙ্গ করিয়া থাকেন । আর, কুলভঙ্গ করিয়া, কন্যার বিবাহ দিবার লোকের সংখ্যাও এক্ষণে অনেক অধিক হইয়াছে । পূর্বে, কোনও গ্রামে কেবল এক ব্যক্তি কুলভঙ্গ করিয়া কন্যার বিবাহ দিতেন । পরে তাঁহার পাঁচ পুত্র হইল । তাঁহারা সকলে কন্যার বিবাহবিষয়ে পিতৃদৃষ্টান্তের অনুবর্তী হইয়া চলিয়াছেন । এক্ষণে, সেই পাঁচ পুত্রের পুত্রদিগকে, কুলভঙ্গ করিয়া, কন্যার বিবাহ দিতে হইতেছে । সুতরাং, যে স্থানে কেবল এক ব্যক্তি কুলভঙ্গ করিয়া কন্যার বিবাহ দিতেন, সেই স্থানে এক্ষণে সেই প্রথা অবলম্বন করিয়া চলিবার লোকের সংখ্যা অনেক অধিক হইয়াছে । মূল্যও অম্প, গ্রামের সংখ্যাও অধিক, এজ্জাত, কুলভঙ্গ ব্যবসায়ের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধিই হইতেছে । সুতরাং, স্বরূতভঙ্গের সংখ্যা এখন অনেক অধিক এবং উত্তরোত্তর অধিক বই ন্যূন হওয়া সম্ভব নহে । স্বরূতভঙ্গেরা অধিক বিবাহ করিতেছেন, এবং স্থানে স্থানে তাঁহাদের যে কন্যার পাল জন্মিতেছে, তাহাদিগকে স্বরূতভঙ্গ পাত্রে অর্পণ করিতে হইতেছে । এমন স্থলে, বিবাহবিষয়ক অত্যাচারের বৃদ্ধি ব্যতীত হ্রাস কিরূপে সম্ভব হইতে পারে, বুঝিতে পারা যায় না । যাহা হউক, কুলীনদিগের বিবাহ-বিষয়ক অত্যাচারের প্রায় নিবৃতি হইয়াছে, যাহা কিছু অবশিষ্ট আছে, অম্প দিনেই তাহার সম্পূর্ণ নিবৃতি হইবেক, এ কথা সম্পূর্ণ অলীক ।

কলিকাতাবাসী নব্যসম্প্রদায়ের অধিকাংশ লোক পল্লীগ্রামের কোনও সংবাদ রাখেন না ; সুতরাং, তত্ত্বতঃ যাবতীয় বিষয়ে তাঁহারা 'সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ' ; কিন্তু, তৎসংক্রান্ত কোনও বিষয়ে অভিপ্রায় প্রকাশের প্রয়োজন হইলে, সম্পূর্ণ অভিজ্ঞের হুঁয়ায়, অসঙ্কুচিত চিন্তে তাহা করিয়া থাকেন । তাঁহারা, কলিকাতার ভাবভঙ্গী দেখিয়া, তদনুসারে পল্লীগ্রামের অবস্থা অনুমান করিয়া লয়েন । ঐ সকল

মহোদয়েরা বলেন, এ দেশে বিদ্বার সর্বিশেষ চর্চা হওয়াতে, বহু-বিবাহাদি কুপ্রথা প্রায় নিবৃতি হইয়াছে ।

এ কথা ষথার্থ বটে, বহুকাল ইঙ্গরেজী বিদ্বার সর্বিশেষ অনুশীলন ও ইঙ্গরেজজাতির সহিত ভূয়িষ্ঠ সংসর্গ দ্বারা, কলিকাতায় ও কলিকাতার অব্যবহিত সন্নিহিত স্থানে কুপ্রথা ও কুসংস্কারের অনেক অংশে নিবৃতি হইয়াছে । কিন্তু, তদ্ব্যতিরিক্ত সমস্ত স্থানে ইঙ্গরেজী বিদ্বার তাদৃশ অনুশীলন হইতেছে না ; ও ইঙ্গরেজজাতির সহিত তদ্রূপ ভূয়িষ্ঠ সংসর্গ ঘটিতেছে না ; সুতরাং তত্তৎ স্থানে কুপ্রথা ও কুসংস্কারের প্রাদুর্ভাব তদবস্থাই রহিয়াছে । কলতঃ, পল্লীগ্ৰামের অবস্থা কোনও অংশে কলিকাতার মত হইয়াছে, এরূপ নির্দেশ নিতান্ত অসঙ্গত । কার্য্যকারণতাব্যবস্থার প্রতি দৃষ্টি করিলে, এরূপ সংস্কার কদাচ উদ্ভূত হইতে পারে না । কলিকাতায় যে কারণে যত কালে যে কার্য্যের উৎপত্তি হইয়াছে, যে সকল স্থানে যাবৎ সেই কারণের তত কাল সংযোগ না ঘটিতেছে, তাবৎ তথায় সেই কার্য্যের উৎপত্তি প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না । কলিকাতায় যত কাল ইঙ্গরেজী-বিদ্বার যেরূপ অনুশীলন ও ইঙ্গরেজজাতির সহিত যেরূপ ভূয়িষ্ঠ সংসর্গ হইয়াছে ; পল্লীগ্ৰামে যাবৎ সর্বতোভাবে এরূপ না ঘটিতেছে, তাবৎ তথায় কলিকাতার অনুরূপ কললাভ কোনও ক্রমে সম্ভবিত্তে পারে না । যাহা হউক, কলিকাতার ভাবভঙ্গী দেখিয়া, তদনুসারে পল্লীগ্ৰামের অবস্থা অনুমান করা নিতান্ত অব্যবস্থা ।

কলকথা এই, কোনও বিষয়ে মত প্রকাশের প্রয়োজন হইলে, তদ্বিষয়ের বিশেষজ্ঞ না হইয়া, তাহা করা পরামর্শসিদ্ধ নহে । সর্বিশেষ অনুসন্ধান ব্যতিরেকে কেহ কোনও বিষয়ের বিশেষজ্ঞ হইতে পারেন না । বহুবিবাহপ্রথাবিষয়ে সর্বিশেষ অনুসন্ধান করিলে, ঐ জঘন্য ও নৃশংস প্রথার অনেক নিবৃতি হইয়াছে, উহা আর পূর্বের মত প্রবল নাই, পরপ্রতারণা যাহার উদ্দেশ্য নহে, তাদৃশ ব্যক্তি

কদাচ এরূপ নির্দেশ করিতে পারেন না । ঈর্ষ্যার পরতন্ত্র, বা বিদ্বেষ-
বুদ্ধির অধীন, অথবা কুসংস্কারবিশেষের বশবর্তী হইয়া, প্রস্তাবিত
বিষয়ের প্রতিপক্ষতা করামাত্র ষাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য, তিনি তদ্বিষয়ের
বিশেষজ্ঞই হউন, আর অনভিজ্ঞই হউন, যাহা স্বপক্ষসমর্থনের,
বা পরপক্ষখণ্ডনের, উপযোগী জ্ঞান করিবেন, তাহাই সম্বন্ধে নির্দেশ
করিবেন, ষাঁহা নির্দেশ করিতেছেন, তাহা সম্পূর্ণ অবাস্তব হইলেও,
তাহাকেই তদ্বিষয়ের প্রকৃত অবস্থা বলিয়া কীর্তন করিতে কিঞ্চিন্মাত্র
সঙ্কুচিত হইবেন না । কোনও ব্যক্তি, সদভিপ্রায়প্রবর্তিত হইয়া,
কার্য্যবিশেষের অনুষ্ঠান করিলে, উক্তবিধ ব্যক্তির ঐ অনুষ্ঠানকে,
অসদভিপ্রায়প্রণোদিত বলিয়া, অগ্নান মুখে নির্দেশ করেন ; কিন্তু
আপনারা যে জিগীবার বশ হইয়া, অতথ্যনির্দেশ দ্বারা পরের চক্ষে
ধূলি প্রক্ষেপ করিতেছেন, তাহা একবারও ভাবিয়া দেখেন না ।

পঞ্চম আপত্তি।

কেহ কেহ আপত্তি করিতেছেন, বহুবিবাহপ্রথা নিবারণিত হইলে, কায়স্থজাতির আত্মরসের ব্যাঘাত ঘটিবেক। এই আপত্তি অতি দুর্বল ও অকিঞ্চিৎকর। আত্মরস না হইলে, কায়স্থদিগের জাতিপাত ও ধর্মলোপ হয় না, এবং বিবাহবিষয়েও কোনও অসুবিধা ঘটে না।

কায়স্থজাতি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত; প্রথম কুলীন, দ্বিতীয় মৌলিক। যোষ, বসু, মিত্র এই তিন ঘর কুলীন কায়স্থ। মৌলিক দ্বিবিধ, সিদ্ধ ও সাধ্য। দে, দত্ত, কর, সিংহ, সেন, দাস, গুহ, পালিত এই আট ঘর সিদ্ধ মৌলিক। আর সোম, কজ্জ, পাল, নাগ, ভঞ্জ, বিষ্ণু, ভদ্র, রাহা, কুণ্ড, সুর, চন্দ্র, নন্দী, শীল, নাথ, রক্ষিত, আইচ, প্রভৃতি যে বায়ত্তর ঘর কায়স্থ আছেন, তাঁহারা সাধ্য মৌলিক। সাধ্য মৌলিকেরা মর্যাদাবিষয়ে সিদ্ধ মৌলিক অপেক্ষা নিকৃষ্ট। সিদ্ধ মৌলিকেরা সম্মৌলিক, সাধ্য মৌলিকেরা বায়ত্তরিয়া, বলিয়া সচরাচর উল্লিখিত হইয়া থাকেন।

কায়স্থজাতির বিবাহের স্থল ব্যবস্থা এই;— কুলীনের জ্যেষ্ঠ পুত্রকে কুলীনকন্যা বিবাহ করিতে হয়; মৌলিককন্যা বিবাহ করিলে, তাঁহার কুলভ্রংশ ঘটে। কিন্তু, প্রথম কুলীনকন্যা বিবাহ করিয়া, মৌলিককন্যা বিবাহ করিলে, কুলের কোনও ব্যাঘাত ঘটে না। কুলীনের অপর পুত্রেরা মৌলিককন্যা বিবাহ করিতে পারেন, এবং সচরাচর তাহাই করিয়া থাকেন। মৌলিকমাত্রেয় কুলীনপাত্রে কন্যাদান ও কুলীনকন্যা বিবাহ করা আবশ্যিক। মৌলিকে মৌলিকে আদানপ্রদান

হইলে, জাতিপাত ও ধর্মালোপ হয় না ; কিন্তু, তাদৃশ আদানপ্রদান-কারীদিগকে কায়স্থসমাজে কিছু হয়ে হইতে হয়। ৬০।৭০ বৎসর পূর্বে, মৌলিকে মৌলিকে বিবাহ নিতান্ত বিরল ছিল না, এবং নিতান্ত দোষাবহ বলিয়াও পরিগৃহীত হইত না।

মৌলিকেরা কুলীনের দ্বিতীয় পুত্র প্রভৃতিকে কন্যাদান করিয়া থাকেন। কিন্তু, কতিপয় মৌলিকপরিবারের সঙ্কল্প এই, কুলীনের জ্যেষ্ঠ পুত্রকে কন্যাদান করিতে হইবেক। কুলীনের জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রথমে মৌলিককন্যা বিবাহ করিতে পারেন না। কুলীনকন্যা বিবাহ দ্বারা যাহার কুলরক্ষা হইয়াছে, মৌলিক কায়স্থ, অনেক ষড়্ ও অর্থব্যয় করিয়া, তাঁহাকে কন্যা দান করেন। কুলীনের জ্যেষ্ঠ পুত্র এইরূপে মৌলিকগৃহে যে দ্বিতীয় সংসার করেন, তাহার নাম আত্মরস ; আর, যে সকল মৌলিকের গৃহে এইরূপ বিবাহ হয়, তাঁহাদিগকে আত্মরসের ঘর বলে।

মৌলিকেরা, আত্মরস করিয়া, অনেক ষড়ে জামাতাকে গৃহে রাখেন। তাহার কারণ এই বোধ হয়, কুলীনের জ্যেষ্ঠ সন্তান পিতৃমর্যাদা প্রাপ্ত হন। আদ্যরসপ্রিয় মৌলিকদিগের উদ্দেশ্য এই, তাঁহাদের দৌহিত্র সেই মর্যাদার ভাজন হইবেন। কিন্তু, যে ব্যক্তির দুই সংসার, তাহার কোন স্ত্রী প্রথম পুত্রবতী হইবেক, তাহার স্থিরতা নাই। পূর্ব-পরিণীতা কুলীনকন্যার অণ্ডে পুত্র জন্মিলে, আদ্যরসের উদ্দেশ্য বিফল হইয়া যায়। জামাতাকে পূর্বপরিণীতা কুলীনকন্যার নিকটে বাইতে না দেওয়া, সেই উদ্দেশ্যসাধনের প্রধান উপায়। এজন্য, জামাতাকে সম্বুট করিয়া গৃহে রাখা নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠে। তাদৃশ স্থলে, পূর্বপরিণীতা কুলীনকন্যা স্বামীর যুখ দেখিতে পান না। বস্তুতঃ, তাদৃশী কুলীনকন্যাকে, নামমাত্রে বিবাহিতা হইয়া, বিধবা কন্যার ন্যায়, পিত্রালয়ে কাল যাপন করিতে হয়। কুলীন জামাতাকে বশে রাখা বিলক্ষণ ব্যয়সাধ্য ; এজন্য, যে সকল আদ্যরসকারী মৌলিকের অবস্থা

ক্ষুণ্ণ হইয়াছে, তাঁহারা তদ্বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারেন না ; সুতরাং আদ্যরসের মুখ্যকললাত তাঁহাদের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না । দৈদৃশ্য স্থলে, কুলীনের জ্যেষ্ঠ পুত্র কুলীনকন্যা ও মৌলিককন্যা উভয়কে লইয়া সংসারযাত্রা নির্বাহ করেন ।

পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে, আদ্যরস না করিলে, মৌলিকের জাতিপাত ও ধর্ম্মলোপ হয় না, এবং বিবাহবিষয়েও কিছুমাত্র অসুবিধা ঘটে না । কুলীনের মধ্যম প্রভৃতি পুত্রকে কন্যাদান করিলেই মৌলিকের সকল দিক রক্ষা হয় । এজন্য, প্রায় সকল মৌলিকেই তাদৃশ পাত্রের কন্যাদান করিয়া থাকেন । আমি কুলীনের জ্যেষ্ঠ পুত্রকে কন্যাদান করিয়াছি, নিরবচ্ছিন্ন এই অভিমানসুখলোভের বশবর্তী হইয়া, কেবল কতিপয় মৌলিকপরিবার আত্মরস করেন । কিন্তু, তুচ্ছ অভিমানসুখের জন্য, পূর্বপরিণীতা নিরপরাধা কুলীনকন্যার সর্ব্বনাশ করিতেছেন, ক্ষণকালের জন্তেও সে বিবেচনা করেন না । যে দেশে আপন কন্যার হিতাহিত বিবেচনার পদ্ধতি নাই, সে দেশে পরের কন্যার হিতাহিত বিবেচনা সূদূরপরাহত ।

যে সকল আত্মরসপ্রিয় পরিবার নিঃস্ব হইয়াছেন, এবং অর্থ ব্যয় করিয়া, প্রকৃতপ্রস্তাবে, আদ্যরস করিতে সমর্থ নহেন ; আত্মরস অশেষপ্রকারে, তাঁহাদের পক্ষে, বিলক্ষণ বিপদের স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে । তাঁহাদের আন্তরিক ইচ্ছা এই, আত্মরসপ্রথা এই দণ্ডে রহিত হইয়া যায় । রাজশাসন দ্বারা এই কুৎসিত প্রথার উচ্ছেদ হইলে, তাঁহারা পরিত্রাণ বোধ করেন ; কিন্তু, স্বয়ং সাহস করিয়া পথপ্রদর্শনে প্রবৃত্ত হইতে পারেন না । যদি তাঁহারা, আত্মরসে, বিসর্জন দিয়া, কুলীনের দ্বিতীয় প্রভৃতি পুত্রের কন্যাদান করিতে আরম্ভ করেন, তাঁহাদের জাতিপাত বা ধর্ম্মলোপ হইবেক না । তবে, আদ্যরস করিল না, অথবা করিতে পারিল না, এই বলিয়া, প্রতিবেশীরা, তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া, নিন্দা ও উপহাস করিবেন ।

কেবল এই নিন্দা ও এই উপহাসের ভয়ে, তাঁহারা আদ্যরস হইতে বিরত হইতে পারিতেছেন না । স্পষ্ট কথা বলিতে হইলে, আমাদের দেশের লোক বড় নির্ধোঁধ, বড় কাপুরুষ ।

রাজশাসন দ্বারা বহুবিবাহপ্রথা নিবারণিত হইলে, আদ্যরসের ব্যাঘাত ঘটবেক, সন্দেহ নাই । কিন্তু, তদ্বারা কতিপয় মৌলিক-পরিবারের তুচ্ছ অভিমানস্বখের ব্যাঘাত ভিন্ন, কায়স্থজাতির কোনও অংশে কোনও অসুবিধা বা অপকার ঘটবেক, তাহার কোনও সম্ভাবনা লক্ষিত বা অনুমেয় হইতেছে না । আদ্যরস, কায়স্থজাতির পক্ষে, অপরিহার্য্য ব্যবহার নহে । এই ব্যবহার অনেক অংশে অনিষ্টকর ও অধর্ম্মকর, তাহার সন্দেহ নাই । যখন, এই ব্যবহার রহিত হইলে, কায়স্থজাতির অহিত, অধর্ম্ম, বা অন্যবিধ অসুবিধা ও অপকার ঘটিতেছে না, তখন উহা বহুবিবাহনিবারণের আপত্তিস্বরূপে উত্থাপিত বা পরিগৃহীত হওয়া কোনও মতে উচিত বা ন্যায্যানুগত নহে । আর, যদি রাজনিয়ম দ্বারা, বা অন্যবিধ কারণে, অকারণে একাধিক বিবাহ করিবার প্রথা রহিত হইয়া যায়, তাহা হইলেও আদ্যরসের এককালে উচ্ছেদ হইতেছে না । কুলীনের যে সকল জ্যেষ্ঠ সম্ভ্রানের স্ত্রীবিয়োগ ঘটবেক, তাঁহারা আদ্যরসের ঘরে দারপরিগ্রহ করিতে পারিবেন । যাহা হউক, এই আভ্যুদয়ের ব্যাঘাত ঘটবেক, অতএব বহুবিবাহপ্রথা নিবারণিত হওয়া উচিত নহে, ঈদৃশ আপত্তি উত্থাপন করা কেবল আপনাকে উপহাসাস্পদ করা মাত্র ।

ষষ্ঠী আপত্তি

কেহ কেহ আপত্তি করিতেছেন, এ দেশে বহুবিবাহপ্রথা প্রচলিত থাকাতে, অশেষবিধ অনিষ্ট ঘটিতেছে, সন্দেহ নাই; যাহাতে তাহার নিবারণ হয়, তদ্বিষয়ে সাধ্যানুসারে সকলের যথোচিত চেষ্টা করা ও যত্ববান হওয়া নিতান্ত উচিত ও আবশ্যিক। কিন্তু, বহুবিবাহ সামাজিক দোষ; সামাজিক দোষের সংশোধন সমাজের লোকের কার্য্য; সে বিষয়ে গবর্ণমেন্টকে হস্তক্ষেপ করিতে দেওয়া কোনও ক্রমে বিধেয় নহে।

এই আপত্তি শুনিয়া, আমি কিয়ৎকণ হাস্য সংবরণ করিতে পারি নাই। সামাজিক দোষের সংশোধন সমাজের লোকের কার্য্য, এ কথা শুনিতে আপাততঃ অত্যন্ত কর্ণসুখকর। যদি এদেশের লোক সামাজিক দোষসংশোধনে প্ররৃত্ত ও যত্ববান হয়, এবং অবশেষে কৃতকার্য্য হইতে পারে, তাহা অপেক্ষা সুখের, আনন্দের, ও সৌভাগ্যের বিষয় আর কিছুই হইতে পারে না। কিন্তু দেশস্থ লোকের প্ররুতি, বুদ্ধিরুতি, বিবেচনাশক্তি প্রভৃতির অশেষ প্রকারে যে পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, এবং অত্ৰাপি পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে তাঁহারা সমাজের দোষ-সংশোধনে যত্ন ও চেষ্টা করিবেন, এবং সেই যত্নে ও সেই চেষ্টায় ইচ্ছাসিদ্ধি হইবেক, সহজে সে প্রত্যাশা করিতে পারা যায় না। কল্যণঃ, কেবল আমাদের যত্ন ও চেষ্টায় সমাজের সংশোধনকার্য্য সম্পন্ন হইবেক, এখনও এ দেশের সে দিন, সে সৌভাগ্যদশা উপস্থিত হয় নাই; এবং কত কালে উপস্থিত হইবেক, দেশের বর্ত্তমান অবস্থা

দেখিয়া, তাহা স্থির বলিতে পারা যায় না। বোধ হয়, কখনও সে দিন ও সে সৌভাগ্যদশা উপস্থিত হইবেক না।

যাঁহারা এই আপত্তি করেন, তাঁহারা নব্য সম্প্রদায়ের লোক। নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁহারা অপেক্ষাকৃত বয়োবৃদ্ধ ও বহুদর্শী হইয়াছেন, তাঁহারা, অর্কাটীনের ত্রায়, সহসা এরূপ অসার কথা মুখ হইতে বিনির্গত করেন না। ইহা যথার্থ বটে, তাঁহারাও এক কালে অনেক বিষয়ে অনেক আশ্চর্য্য করিতেন; সমাজের দোষসংশোধন ও সমাজের শ্রীবৃদ্ধিসাধন তাঁহাদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য, এ কথা সর্ব্বক্ষণ তাঁহাদের মুখে নৃত্য করিত। কিন্তু, এ সকল পঠদশার ভাব। তাঁহারা পঠদশা সমাপন করিয়া বৈষয়িক ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্রমে ক্রমে, পঠদশার ভাবের তিরোভাব হইতে লাগিল। অবশেষে, সামাজিক দোষের সংশোধন দূরে থাকুক, স্বয়ং সেই সমস্ত দোষে সম্পূর্ণ লিপ্ত হইয়া, সচ্ছন্দ চিত্তে কালযাপন করিতেছেন। এখন তাঁহারা বহুদর্শী হইয়াছেন; সমাজের দোষসংশোধন, সমাজের শ্রীবৃদ্ধিসাধন, এ সকল কথা, ত্রাণিক্রমেও, আর তাঁহাদের মুখ হইতে বহির্গত হয় না; বরং, ঐ সকল কথা শুনিলে, বা কাহাকেও ঐ সকল বিষয়ে সচেতন হইতে দেখিলে, তাঁহারা হাস্য ও উপহাস করিয়া থাকেন।

এই সম্প্রদায়ের অম্পবয়স্কদিগের এক্ষণে পঠদশার ভাব চলিতেছে। অম্পবয়স্কদের মধ্যে যাঁহারা অম্প বয়সে বিদ্যালয় পরিত্যাগ করেন, তাঁহাদেরই আশ্চর্য্য বড়। তাঁহাদের ভাবভঙ্গী দেখিয়া, অনায়াসে লোকের এই বিশ্বাস জন্মিতে পারে, তাঁহারা সমাজের দোষসংশোধনে ও শ্রীবৃদ্ধিসম্পাদনে প্রাণসমর্পণ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা যে মুখমাত্রসার, অন্তরে সম্পূর্ণ অসার, অনায়াসে সকলে তাহা বুঝিতে পারেন না। তাদৃশ ব্যক্তিরাই উন্নত ও উদ্ধত বাক্যে কহিয়া থাকেন, সমাজের দোষসংশোধন সমাজের লোকের

কার্য, সে বিষয়ে গবর্ণমেন্টকে হস্তক্ষেপ করিতে দেওয়া বিধেয় নহে । কিন্তু, সমাজের দোষসংশোধন কিরূপ কার্য্য, এবং কিরূপ সমাজের লোক, অতীতীয় সাহায্য নিরপেক্ষ হইয়া, সমাজের দোষসংশোধনে সমর্থ, বাঁহাদের সে বোধ ও সে বিবেচনা আছে, তাঁহারা, এ দেশের অবস্থা দেখিয়া, কখনই সাহস করিয়া বলিতে পারেন না, আমরা কোনও কালে, কেবল আত্মঘত্রে ও আত্মচেষ্ঠায়, সামাজিক দোষ-সংশোধনে কৃতকার্য্য হইতে পারিব । আমরা অত্যন্ত কাপুরুষ, অত্যন্ত অপদার্থ ; আমাদের হতভাগা সমাজ অতিকুৎসিত দোষপরম্পরায় অত্যন্ত পরিপূর্ণ । এ দিকের চন্দ্র ও দিকে গেলেও, এরূপ লোকের ক্ষমতায় এরূপ সমাজের দোষসংশোধন সম্পন্ন হইবার নহে । উল্লিখিত নব্যপ্রামাণিকেরা কথায় বিলক্ষণ প্রবীণ ; তাঁহাদের যেরূপ বুদ্ধি, যেরূপ বিদ্যা, যেরূপ ক্ষমতা, তদপেক্ষা অনেক অধিক উচ্চ কথা কহিয়া থাকেন । কথা বলা যত সহজ, কার্য্য করা তত সহজ নহে ।

আমাদের সামাজিক দোষসংশোধনে প্রবৃত্তি ও ক্ষমতার বিষয়ে দুটি উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে ; প্রথম, ব্রাহ্মণজাতির কন্যাবিক্রয় ; দ্বিতীয়, কায়স্থজাতির পুত্রবিক্রয় । ব্রাহ্মণজাতির অধিকাংশ শ্রোত্রিয় ও অনেক বংশজ কন্যাবিক্রয় করেন ; আর, সমুদায় শ্রোত্রিয় ও অধিকাংশ বংশজ কন্যাক্রয় করিয়া বিবাহ করেন । এই ক্রয়বিক্রয় শাস্ত্রানুসারে অতি গর্হিত কর্ম্ম ; এবং প্রকারান্তরে বিবেচনা করিয়া দেখিলে, অতি জঘন্য ব্যবহার । অত্রি কহিয়াছেন,

ক্রয়ক্রীতা চ যা কন্যা পত্নী সা ন বিধীয়তে ।

তস্ম্যাং জাতাঃ সূতাস্তেবাং পিতৃপিণ্ডং ন বিদ্যতে ॥ (১)

ক্রয় করিয়া যে কন্যাকে বিবাহ করে, সে পত্নী নহে ; তাহার গর্ভে যে সকল পুত্র জন্মে, তাহার পিতার পিণ্ডদানে অধিকারী নয় ।

ক্রয়ক্রীতা তু যা নারী ন সা পত্ন্যভিধীয়তে ।

ন সা দৈবে ন সা পৈত্রে দাসীং তাং কবরো বিহুঃ ॥ (২)

ক্রয় করিয়া যে নারীকে বিবাহ করে, তাহাকে পত্নী বলে না ;
সে দেবকার্য্যে ও পিতৃকার্য্যে বিবাহকর্তার সহধর্ম্মচারিণী হইতে
পারে না ; পণ্ডিতেরা তাহাকে দাসী বলিয়া গণনা করেন ।

বৈকুণ্ঠবাসী হরিশর্ম্মার প্রতি ব্রহ্মা কহিয়াছেন,

যঃ কন্যাবিক্রয়ং যুতো লোভাচ্চ কুরুতে দ্বিজ ।

স গচ্ছেন্নরকং যোরং পুরীষহৃদসংজ্ঞকম্ ॥

বিক্রীতায়াম্শ্চ কন্যায়া যঃ পুত্রো জায়তে দ্বিজ ।

স চাণ্ডাল ইতি জ্ঞেয়ঃ সর্বধর্ম্মবহিষ্কৃতঃ ॥ (৩)

হে দ্বিজ, যে যুট লোভবশতঃ কন্যাবিক্রয় করে, সে পুরীষহৃদ নামক
যোর নরকে যায় । হে দ্বিজ, বিক্রীতা কন্যার যে পুত্র জন্মে, সে
চণ্ডাল, তাহার কোনও ধর্ম্মে অধিকার নাই ।

দেখ ! কন্যাক্রয় করিয়া বিবাহকরা শাস্ত্রানুসারে কত দুয্য ।
শাস্ত্রকারেরা তাদৃশ স্ত্রীকে পত্নী বলিয়া, ও তাদৃশ স্ত্রীর গর্ভজাত
সন্তানকে পুত্র বলিয়া, অঙ্গীকার করেন না ; তাঁহাদের মতে তাদৃশ স্ত্রী
দাসী ; তাদৃশ পুত্র সর্বধর্ম্মবহিষ্কৃত চণ্ডাল । সস্ত্রীক হইয়া ধর্ম্মকার্য্যের
অনুষ্ঠান করিতে হয় ; কিন্তু, শাস্ত্রানুসারে তাদৃশ স্ত্রী ধর্ম্মকার্য্যে
স্বামীর সহচারিণী হইতে পারে না । পিণ্ডপ্রত্যাশায় লোকে পুত্র-
প্রার্থনা করে ; কিন্তু, শাস্ত্রানুসারে তাদৃশ পুত্র পিতার পিণ্ডদানে
অধিকারী নহে । আর, যে ব্যক্তি অর্থলোভে কন্যাবিক্রয় করে, সে
চিরকালের জন্য নরকগামী হয় ।

(২) দত্তকমীমাংসাধৃত ।

(৩) ক্রিয়াযোগসার । ঊনবিংশ অধ্যায় ।

অর্থলোভে কন্যাবিক্রয় ও কন্যাক্রয় করিয়া বিবাহকরা অতি জঘন্য ব্যবহার, ইহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন ; যাঁহারা কন্যা বিক্রয় করেন, এবং যাঁহারা, কন্যা ক্রয় করিয়া, বিবাহ করেন, তাঁহারাও, সময়ে সময়ে, এই ক্রয়বিক্রয় ব্যবসায়কে অতি গর্হিত বলিয়া কীৰ্ত্তন করিয়া থাকেন । এই ব্যবহার, যার পর নাই, অধর্মকর ও অনিষ্টকর, তাহাও সকলের বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইয়া আছে । যদি আমাদের সামাজিক দোষসংশোধনে প্রযুক্তি ও ক্ষমতা থাকিত, তাহা হইলে, এই কুৎসিত কাণ্ড এত দিন এ প্রদেশে প্রচলিত থাকিত না ।

ব্রাহ্মণজাতির কন্যাবিক্রয় ব্যবসায় অপেক্ষা, কায়স্থজাতির পুত্র-বিক্রয় ব্যবসায় আরও ভয়ানক ব্যাপার । মধ্যবিধ ও হীনাবস্থ কায়স্থজাতির কন্যা হইলেই সর্বনাশ । কন্যার যত বয়োবৃদ্ধি হয়, পিতার সর্বশরীরের শোণিত শুষ্ক হইতে থাকে । যার কন্যা, তার সর্বনাশ ; যার পুত্র, তার পৌষ্যমাস । বিবাহের সম্বন্ধ উপস্থিত হইলে, পুত্রবান্ ব্যক্তি অলঙ্কার, দানসামগ্রী প্রভৃতি উপলক্ষে পুত্রের এত মূল্য প্রার্থনা করেন, যে মধ্যবিধ ও হীনাবস্থ কায়স্থের পক্ষে কন্যাদায় হইতে উদ্ধার হওয়া দুর্ঘট হয় । এ বিষয়ে বরপক্ষ এরূপ নিরলঙ্কার ও নৃশংস ব্যবহার করেন, যে তাঁহাদের উপর অত্যন্ত অশ্রদ্ধা জন্মে । কোঁতুকের বিষয় এই, কন্যার বিবাহদিবার সময় যাঁহারা শশব্যস্ত ও বিপদগ্রস্ত হন ; পুত্রের বিবাহদিবার সময়, তাঁহাদেরই আর একপ্রকার ভাবভঙ্গী হয় । এইরূপে, কায়স্থেরা কন্যার বিবাহের সময় মহাবিপদ, ও পুত্রের বিবাহের সময় মহোৎসব, জ্ঞান করেন । পুত্রবিক্রয় ব্যবসায় যে অতি কুৎসিত কর্ম, তাহা কায়স্থমাত্রে স্বীকার করিয়া থাকেন ; কিন্তু আপনার পুত্রের বিবাহের সময়, সে বোধও থাকে না, সে বিবেচনাও থাকে না । আশ্চর্যের বিষয় এই, যাঁহারা নিজে অশিক্ষিত ও পুত্রকে অশিক্ষিত করিতেছেন, এ ব্যবসায়ে তাঁহারাও নিতান্ত অস্প নির্দয় নৃহেন । যে বালক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে,

তাহার মূল্য অনেক ; যে তদপেক্ষা উচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে, তাহার মূল্য তদপেক্ষা অনেক অধিক ; যাহারা তদপেক্ষাও অধিকবিদ্য হইয়াছে, তাহাদের সহিত কন্যার বিবাহ প্রস্তাব করা অনেকের পক্ষে অসংসাহসিক ব্যাপার । আর, যদি তহুপরি ইষ্টকনির্মিত বাসস্থান ও গ্রাসাচ্ছাদনের সমাবেশ থাকে, তাহা হইলে, সর্বনাশের ব্যাপার । বিলক্ষণ সঙ্গতিপন্ন না হইলে, তাদৃশ স্থলে বিবাহের কথা উত্থাপনে অধিকারী হয় না । অধিক আশ্চর্য্যের বিষয় এই, পল্লীগ্রাম অপেক্ষা কলিকাতায় এই ব্যবসায়ের বিষয় প্রাচুর্য্যব । সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় এই, ব্রাহ্মণজাতির কন্যার মূল্য ক্রমে অম্প হইয়া আসিতেছে, কায়স্থজাতির পুত্রের মূল্য উত্তরোত্তর অধিক হইয়া উঠিতেছে । যদি বাজার এইরূপ থাকে, অথবা আরও গরম হইয়া উঠে ; তাহা হইলে, মধ্যবিধ ও হীনাবস্থ কায়স্থপরিবারের অনেক কন্যাকে, ব্রাহ্মণজাতীয় কুলীনকন্ডার হায়া, অবিবাহিত অবস্থায় কালযাপন করিতে হইবেক ।

যেদ্রুপ দেখিতে ও শুনিতে পাওয়া যায়, কায়স্থমাত্রে এ বিষয়ে বিলক্ষণ জ্বালাতন হইয়াছেন । ইহা যে অতি লজ্জাকর ও ঘৃণাকর ব্যবহার, সে বিষয়ে মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায় না । কায়স্থজাতি, একবাক্য হইয়া, যে বিষয়ে ঘৃণা ও বিদ্বেষ প্রদর্শন করিতেছেন, তাহা অত্ৰাপি প্রচলিত আছে কেন । যদি এ দেশের লোকের সামাজিক দোষসংশোধনে প্ররুতি ও ক্ষমতা থাকিত, তাহা হইলে, কায়স্থজাতির পুত্রবিক্রয় ব্যবহার বহু দিন পূর্বে রহিত হইয়া যাইত ।

এ দেশের হিন্দুসমাজ ঈদৃশ দোষপরম্পরায় পরিপূর্ণ । পূর্বোক্ত নব্যপ্রামাণিকদিগকে জিজ্ঞাসা করি, এপর্য্যন্ত, তাঁহারা তন্মধ্যে কোন কোন দোষের সংশোধনে কত দিন কিরূপ যত্ন ও চেষ্টা করিয়াছেন ; এবং তাঁহাদের যত্নে ও চেষ্টায় কোন কোন দোষের সংশোধন হইয়াছে ; এক্ষণেই বা তাঁহারা কোন কোন দোষের সংশোধনে চেষ্টা ও যত্ন করিতেছেন ।

বহুবিবাহপ্রথা প্রচলিত থাকাতে, অশেষপ্রকারে হিন্দুসমাজের অনিষ্ট ঘটিতেছে। সহস্র সহস্র বিবাহিতা নারী, যার পর নাই, যন্ত্রণাভোগ করিতেছেন। ব্যক্তিগতদোষের ও জৈবহত্যাপাপের স্রোত প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতেছে। দেশের লোকের যত্ন ও চেষ্টায় ইহার প্রতিকার হওয়া কোনও মতে সম্ভাবিত নহে। সম্ভাবনা থাকিলে, তদর্থে রাজদ্বারে আবেদন করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন থাকিত না। এক্ষণে, বহুবিবাহপ্রথা রহিত হওয়া আবশ্যিক, এই বিবেচনায়, রাজদ্বারে আবেদন করা উচিত ; অথবা এরূপ বিষয়ে রাজদ্বারে আবেদন করা ভাল নয়, অতএব তাহা প্রচলিত থাকুক, এই বিবেচনায়, ক্ষান্ত থাকা উচিত। এই জঘন্য ও নৃশংস প্রথা প্রচলিত থাকাতে, সমাজে যে গরীয়সী অনিষ্টপরম্পরা ঘটিতেছে, যাঁহারা তাহা অহরহঃ প্রত্যক্ষ করিতেছেন, এবং তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া, যাঁহাদের অন্তঃকরণ দুঃখানলে দগ্ধ হইতেছে, তাঁহাদের বিবেচনায়, যে উপায়ে হউক, এই প্রথা রহিত হইলেই, সমাজের মঙ্গল। বস্তুতঃ, রাজশাসন দ্বারা এই নৃশংস প্রথার উচ্ছেদ হইলে, সমাজের মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গল ঘটিবেক, তাহার কোনও হেতু বা সম্ভাবনা দেখিতে পাওয়া যায় না। আর, যাঁহারা তদর্থে রাজদ্বারে আবেদন করিয়াছেন, তাঁহাদের যে কোনও প্রকারে অন্যায় বা অবিবেচনার কর্ম করা হইয়াছে, তর্ক দ্বারা তাহা প্রতিপন্ন করাও নিতান্ত সহজ বোধ হয় না। আমাদের ক্ষমতা গবর্ণমেন্টের হস্তে দেওয়া উচিত নয়, এ কথা বলাবালকতা প্রদর্শন মাত্র। আমাদের ক্ষমতাকোথায়। ক্ষমতা থাকিলে, জৈবহত্যা বিষয়ে গবর্ণমেন্টের নিকটে যাওয়া কদাচ উচিত ও আবশ্যিক হইত না; আমরা নিজেই সমাজের সংশোধনকার্য সম্পন্ন করিতে পারিতাম। ইচ্ছা নাই, চেষ্টা নাই, ক্ষমতা নাই, সুতরাং সমাজের দোষসংশোধন করিতে পারিবেন না; কিন্তু তদর্থে রাজদ্বারে আবেদন করিলে, অপমানবোধ বা সর্বনাশজ্ঞান করিবেন, এরূপ লোকের সংখ্যা, বোধ করি, অধিক নহে ; এবং অধিক না হইলেই, দেশের ও সমাজের মঙ্গল।

৭ম আপত্তি ।

কেহ কেহ আপত্তি করিতেছেন, ভারতবর্ষের সর্বপ্রদেশেই, হিন্দু মুসলমান উভয়বিধ সম্প্রদায়ের লোকের মধ্যে, বহুবিবাহপ্রথা প্রচলিত আছে। তন্মধ্যে, কেবল বাক্সালাদেশের হিন্দুসম্প্রদায়ের লোক, ঐ প্রথা রহিত করিবার নিমিত্ত, আবেদন করিয়াছেন। বাক্সালাদেশ ভারতবর্ষের এক অংশ মাত্র। এক অংশের এক সম্প্রদায়ের লোকের অনুরোধে, ভারতবর্ষীয় বাবতীয় প্রজাকে অসন্তুষ্ট করা গবর্ণমেন্টের উচিত নহে।

এই আপত্তি কোনও ক্রমে যুক্তিযুক্ত বোধ হইতেছে না। বহুবিবাহ-প্রথা প্রচলিত থাকাতে, বাক্সালাদেশে হিন্দুসম্প্রদায়ের মধ্যে যত দোষ ও যত অনিষ্ট ঘটিতেছে; বোধ হয়, ভারতবর্ষের অন্ত্র অন্ত্র অংশে তত নহে, এবং বাক্সালাদেশের মুসলমানসম্প্রদায়ের মধ্যেও, সেরূপ দোষ বা সেরূপ অনিষ্ট শুনিতে পাওয়া যায় না। সে যাহা হউক, যাহারা আবেদন করিয়াছেন, বাক্সালাদেশে হিন্দুসম্প্রদায়ের মধ্যে বহুবিবাহনিবন্ধন যে অনিষ্ট সংঘটন হইতেছে, তাহার নিবারণ হয়, এই তাঁহাদের উদ্দেশ্য, এই তাঁহাদের প্রার্থনা। এ দেশের মুসলমানসম্প্রদায়ের লোকে বহু বিবাহ করিয়া থাকেন; তাঁহারা চিরকাল সেরূপ ককন; তাহাতে আবেদনকারীদিগের কোনও আপত্তি নাই, এবং তাঁহাদের এরূপ ইচ্ছাও নহে, এবং প্রার্থনাও নহে, যে গবর্ণমেন্ট এই উপলক্ষে তাঁহাদেরও বহুবিবাহের পথ বন্ধ করিয়া দেন; অথবা, গবর্ণমেন্ট এক উদ্যমে ভারতবর্ষের সর্বসাধারণ লোকের পক্ষে বিবাহবিষয়ে ব্যবস্থা ককন, ইহাও তাঁহাদের অভিপ্রেত নহে। বহু-

বিবাহস্থত্রে স্বদেশের যে মহতী দুঃখবস্থা ঘটিয়াছে, তদ্বর্ণনে তাঁহারা দুঃখিত হইয়াছেন, এবং সেই দুঃখবস্থা বিমোচনের উপায়ান্তর না দেখিয়া, রাজদ্বারে আবেদন করিয়াছেন । স্বদেশের ও স্বসম্প্রদায়ের দুঃখবস্থা বিমোচন যাত্রা তাঁহাদের উদ্দেশ্য । যদি গবর্নমেন্ট সদয় হইয়া, তাঁহাদের আবেদন গ্রাহ্য করিয়া, এ দেশের হিন্দুসম্প্রদায়ের বিবাহবিষয়ে কোনও ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করেন, তাহাতে এ প্রদেশের মুসলমানসম্প্রদায়, অথবা ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়, অসন্তুষ্ট হইবেন কেন । এ দেশের হিন্দুসম্প্রদায় গবর্নমেন্টের প্রজা । তাঁহাদের সমাজে কোনও বিষয় নিরতিশয় ক্রেশকর হইয়া উঠিয়াছে । তাঁহাদের যত্নে ও ক্ষমতায় সে ক্রেশের নিবারণ হইতে পারে না । অতএব সে ক্রেশের নিবারণ হওয়া নিতান্ত আবশ্যিক । প্রজারা, নিরুপায় হইয়া, রাজার আশ্রয়গ্রহণপূর্ব্বক, সহায়তা প্রার্থনা করিয়াছে । এমন স্থলে, প্রজার প্রার্থনা পরিপূরণকরা রাজার অবশ্যকর্তব্য । এক প্রদেশের প্রজাবর্গের প্রার্থনা অনুসারে, তাহাদের হিতার্থে কেবল সেই প্রদেশের জন্ত, কোনও ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করিলে, হয়ত প্রদেশান্তরীয় প্রজারা অসন্তুষ্ট হইবেক, এই আশঙ্কা করিয়া তদ্বিষয়ে বৈমুখ্য অবলম্বন করা রাজধর্ম্ম নহে ।

এরূপ প্রবাদ আছে, ভারতবর্ষের ভূতপূর্ব্ব গবর্নর জেনেরেল মহাত্মা লর্ড বেণ্টক, অতি নৃশংস সহগমনপ্রথা রহিত করিবার নিমিত্ত, রুত-সঙ্কল্প হইয়া, প্রধান প্রধান রাজপুরুষদিগকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন । তাঁহারা সকলেই স্পষ্ট বাক্যে কহিয়াছিলেন, এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিলে, ভারতবর্ষের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত, যাবতীয় লোক যৎপরোনাস্তি অসন্তুষ্ট হইবেক, এবং অবিলম্বে রাজবিদ্বেহে অভ্যুত্থান করিবেক । মহামতি মহাসত্ত্ব গবর্নর জেনেরেল, এই সকল কথা শুনিয়া, ভীত বা হতোৎসাহ না হইয়া কহিলেন, যদি এই প্রথা রহিত করিয়া এক দিন আমাদের রাজ্য থাকে, তাহা হইলেও ইঙ্গরেজজাতির নামের যথার্থ গৌরব ও রাজ্যাধিকারের

সম্পূর্ণ সার্থকতা হইবেক । তিনি, প্রজার দুঃখদর্শনে দয়ার্দ্ৰচিত্ত ও স্বতঃপ্রযুক্ত হইয়া, এই মহাকাব্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন । এক্ষণেও আমরা সেই ইন্দুরেজজাতির অধিকারে বাস করিতেছি ; কিন্তু অবস্থার কত পরিবর্ত হইয়াছে । যে ইন্দুরেজজাতি স্বতঃপ্রযুক্ত হইয়া, রাজ্য-ভ্রংশভয় অগ্রাহ্য করিয়া, প্রজার দুঃখ বিমোচন করিয়াছেন ; এক্ষণে স্বতঃপ্রযুক্ত হওয়া দূরে থাকুক, প্রজারা বারংবার প্রার্থনা করিয়াও কৃতকার্য হইতে পারে না । হায় !

“তে কেহপি দিবস গতাঃ” ।

সে এক দিন গিয়াছে ।

যাহা হউক, আবেদনকারীদের অভিযত ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করিলে, গবর্ণমেন্ট এতদ্দেশীয় মুসলমান বা অত্যাচার প্রদেয়ী হিন্দু মুসলমান উভয়বিধ প্রজাবর্গের নিকট অপরাধী হইবেন, অথবা তাহারা অসন্তুষ্ট হইবেক, এই ভয়ে অতিভূত হইয়া প্রার্থিত বিষয়ে বৈমুখ্য অবলম্বন করিবেন, এ কথা কোনও মতে শ্রদ্ধেয় হইতে পারে না । ইন্দুরেজজাতি তত নির্বোধ, তত অপদার্থ ও তত কাপুরুষ নহেন । যেরূপ শুনিতে পাই, তাঁহারা রাজ্যভোগের লোভে আকৃষ্ট হইয়া, এ দেশে অধিকার বিস্তার করেন নাই ; সর্বাংশে এ দেশের শ্রীবৃদ্ধি-সাধনই তাঁহাদের রাজ্যাধিকারের একমাত্র উদ্দেশ্য ।

এ স্থলে, একটি কুলীনমহিলার আক্ষেপোক্তির উল্লেখ না করিয়া, কাস্তি থাকিতে পারিলাম না । ঐ কুলীনমহিলা ও তাঁহার কনিষ্ঠা ভগিনীর সহিত সাক্ষাৎ হইলে, জ্যেষ্ঠা জিজ্ঞাসা করিলেন, আবার না কি বহুবিবাহনিবারণের চেষ্টা হইতেছে । আমি কহিলাম, কেবল চেষ্টা নয়, যদি তোমাদের কপালের জোর থাকে, আমরা এ বারে কৃত-কার্য্য হইতে পারিব । তিনি কহিলেন, যদি আর কোনও জোর না থাকে, তবে তোমরা কৃতকার্য্য হইতে পারিবে না ; কুলীনের মেয়ের নিতান্ত পোড়া কপাল ; সেই পোড়া কপালের জোরে যত হবে, তা

আমরা বিলক্ষণ জানি । এই বলিয়া, মৌনাবলম্বনপূর্বক, কিয়ৎকণ ক্রোড়স্থিত শিশু কন্যাটির মুখ নিরীক্ষণ করিলেন; অনন্তর, সজলনয়নে আমার দিকে চাহিয়া কহিলেন, বহুবিবাহ নিবারণ হইলে, আমাদের আর কোনও লাভ নাই; আমরা এখনও যে সুখভোগ করিতেছি, তখনও সেই সুখভোগ করিব । তবে যে হতভাগীরা আমাদের গর্ভে জন্মগ্রহণ করে, যদি তাহারা আমাদের মত চিরদুঃখিনী না হয়, তাহা হইলেও আমাদের অনেক দুঃখ নিবারণ হয় । কিঞ্চিৎকাল, এইরূপ আক্ষেপ করিয়া, সেই কুলীনমহিলা কহিলেন, সকলে বলে, এক স্ত্রীলোক আমাদের দেশের রাজা; কিন্তু আমরা সে কথায় বিশ্বাস করি না; স্ত্রীলোকের রাজ্যে স্ত্রীজাতির এত দুর্বস্থা হইবে কেন । এই কথা বলিবার সময়, তাঁহার ম্লান বদনে বিষাদ ও নৈরাশ্য একরূপ স্পষ্ট ব্যক্ত হইতে লাগিল যে আমি দেখিয়া, শোকাভিভূত হইয়া, অশ্রু-বিসর্জন করিতে লাগিলাম ।

হা বিধাতঃ ! তুমি কি কুলীনকন্যাদের কপালে, নিরবচ্ছিন্ন ক্রেশ-ভোগ ভিন্ন, আর কিছুই লিখিতে শিখ নাই । উল্লিখিত আক্ষেপবাক্য আমাদের অধীশ্বরী ককণাময়ী ইংলণ্ডেশ্বরীর কর্ণগোচর হইলে, তিনি সাতিশয় লজ্জিত ও নিরতিশয় দুঃখিত হন, সন্দেহ নাই ।

এই দুই কুলীনমহিলার সংক্ষিপ্ত পরিচয় এই;—ইহারা দুপুরুষিয়া ভক্তকুলীনের কন্যা এবং স্বরূতভক্ত কুলীনের বনিতা । জ্যেষ্ঠার বয়ঃক্রম ২১।২২ বৎসর, কনিষ্ঠার বয়ঃক্রম ১৬।১৭ বৎসর । জ্যেষ্ঠার স্বামীর বয়ঃক্রম ৩০ বৎসর, তিনি এপর্যন্ত ১২ টি বিবাহ করিয়াছেন । কনিষ্ঠার স্বামীর বয়ঃক্রম ২৫।২৬ বৎসর, তিনি এপর্যন্ত ৩২ টির অধিক বিবাহ করেন নাই ।

উপসংহার ।



উপস্থিত বহুবিবাহনিবারণচেষ্টা বিষয়ে, আমি যে সকল আপত্তি শুনিতে পাইয়াছি, তাহাদের নিরাকরণে যথাশক্তি যত্ন করিলাম । আমার যত্ন কত দূর সকল হইয়াছে, বলিতে পারি না । যাঁহারা দয়া করিয়া এই পুস্তক পাঠ করিবেন, তাঁহারা তাহার বিবেচনা করিতে পারিবেন । এ বিষয়ে এতদ্ব্যতিরিক্ত আরও কতিপয় আপত্তি উপস্থিত হইতে পারে ; সে সকলেরও উল্লেখ করা আবশ্যিক ।

প্রথম ;—কতকগুলি লোক বিবাহবিষয়ে যথেষ্টাচারী ; ইচ্ছা হইলেই বিবাহ করিয়া থাকেন । এরূপ ব্যক্তিসকল নিজে সংসারের কর্তা ; সুতরাং, বিবাহ প্রভৃতি সাংসারিক বিষয়ে অন্যদীয় ইচ্ছার বশবর্তী নহেন । ইঁহারা স্বেচ্ছানুসারে ২।৩।৪।৫ বিবাহ করিয়া থাকেন । ইঁহারা আপত্তি করিতে পারেন, সাংসারিক বিষয়ে মনুষ্যমাত্রের সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব ও স্বেচ্ছানুসারে চলিবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা আছে ; প্রতিবেশিগণের সে বিষয়ে কথা কহিবার বা প্রতিবন্ধক হইবার অধিকার নাই । যাঁহাদের একাধিক বিবাহ করিতে ইচ্ছা বা প্রবৃত্তি নাই, তাঁহারা এক বিবাহে সন্তুষ্ট হইয়া সংসারযাত্রা নির্বাহ করুন ; আমরা তাঁহাদিগকে অধিক বিবাহ করিতে অনুরোধ করিব না । আমাদের অধিক বিবাহ করিবার ইচ্ছা আছে, আমরা তাহা করিব ; সে বিষয়ে তাঁহারা দোষদর্শন বা আপত্তি উত্থাপন করিবেন কেন ।

দ্বিতীয় ;—পিতা মাতা পুত্রের বিবাহ দিয়াছেন । বিবাহের পর, কন্যাপক্ষীয়দিগকে, বহুবিধ দ্রব্যসামগ্রী দিয়া, মধ্যে মধ্যে জামাতার

তত্ত্ব করিতে হয় । তত্ত্বের সামগ্রী ইচ্ছানুরূপ না হইলে, জামাতৃপক্ষীয় স্ত্রীলোকেরা অসন্তুষ্ট হইয়া থাকেন । কোনও কোনও স্থলে এই অসন্তোষ এত প্রবল ও দুর্নিবার হইয়া উঠে যে তদুপলক্ষে পুনরায় পুত্রের বিবাহ দেওয়া আবশ্যিক হয় ।

তৃতীয় ;—কখনও কখনও অতি সামান্য কারণে বৈবাহিকদিগের পরস্পর বিলক্ষণ অস্বরস ঘটিয়া উঠে । তথাবিধ স্থলেও পিতা মাতা, বৈবাহিককুলের উপর আক্রোশ করিয়া, পুনরায় পুত্রের বিবাহ দিয়া থাকেন ।

চতুর্থ ;—কোনও কারণে, কোনও কোনও স্থলে, পুত্রবধূর উপর শাশুড়ীর বিষম বিদ্বেষ জন্মে । সেই বিদ্বেষবুদ্ধির বশবর্তিনী হইয়া, তিনি স্বামীকে সম্বত করিয়া পুনরায় পুত্রের বিবাহ দেন ।

পঞ্চম ;—অধিক অলঙ্কার দানসামগ্রী প্রভৃতি পাওয়া যাইতেছে, এই লোভে আক্রান্ত হইয়া, কোনও কোনও পিতা মাতা কদাকার কন্যার সহিত পুত্রের বিবাহ দেন । সেই স্ত্রীর উপর পুত্রের অনুরাগ জন্মে না । পরিশেষে পুত্রের সন্তোষার্থে পুনরায় তাহার বিবাহ দিতে হয় ।

ষষ্ঠ ;—অন্য কোনও লোভ নাই, কেবল কুটুম্বিতার বড় স্মৃথ হইবেক, এ অনুরোধেও পিতা মাতা, পুত্রের হিতাহিত বিবেচনা না করিয়া, তাহার বিবাহ দিয়া থাকেন । সে স্থলেও অবশেষে পুনরায় পুত্রের বিবাহ দিবার আবশ্যিকতা ঘটে ।

যদি রাজশাসন দ্বারা বহুবিবাহপ্রথা রহিত হইয়া যায়, তাহা হইলে, পুত্রের বিবাহবিষয়ে পিতামাতার যে স্বেচ্ছাচার আছে, তাহার উচ্ছেদ হইবেক । সুতরাং তাঁহাদেরও তন্নিবারণবিষয়ে আপত্তি করিবার আবশ্যিকতা আছে । কিন্তু এপর্য্যন্ত, কোনও পক্ষ হইতে তাদৃশ আপত্তি স্পষ্ট বাক্যে উচ্চারিত হয় নাই । সুতরাং, ঐ সকল আপত্তির নিরাকরণে প্রবৃত্ত হইবার প্রয়োজন নাই ।

বহুবিবাহপ্রথা নিবারণার্থ আবেদনপত্র প্রদানবিষয়ে ষাঁহার প্রধান উদ্দেশ্যগী, কোনও কোনও পক্ষ হইতে তাঁহাদের উপর এই অপবাদ প্রবর্তিত হইতেছে যে, তাঁহারা কেবল নাম কিনিবার জন্য দেশের অনিষ্টসাধনে উদ্বৃত্ত হইয়াছেন । এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, বিংশতি সহস্রের অধিক লোক আবেদন পত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন । ইঁহারা সকলে এত নিরীক্ষণ ও অপদার্থ নছেন, যে এককালে সদস-দ্বিবেচনাশূন্য হইয়া, কতিপয় ব্যক্তির নামক্ৰয়বাসনা পূর্ণ করিবার জন্ত, স্ব স্ব নাম স্বাক্ষর করিবেন । নিম্নে কতিপয় স্বাক্ষরকারীর নাম নির্দিষ্ট হইতেছে ;—

বর্দ্ধমানাধিপতি শ্রীযুত মহারাজাধিরাজ মহাতাপচন্দ্র বাহাদুর

নবদ্বীপাধিপতি শ্রীযুত মহারাজ সতীশচন্দ্র রায় বাহাদুর

শ্রীযুত রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ বাহাদুর (পাইকপাড়া)

শ্রীযুত রাজা সত্যশরণ ঘোষাল বাহাদুর (ভূকৈলাস)

শ্রীযুত বাবু জয়রাম মুখোপাধ্যায় (উত্তরপাড়া)

শ্রীযুত বাবু রাজকুমার রায় চৌধুরী (বারিপুর)

শ্রীযুত রাজা পূর্ণচন্দ্র রায় (সাওড়াপুলী)

শ্রীযুত বাবু সারদাপ্রসাদ রায় (চকদিঘী)

শ্রীযুত বাবু যজ্ঞেশ্বর সিংহ (ভাস্তাড়া)

শ্রীযুত রায় প্রিয়নাথ চৌধুরী (টাকী)

শ্রীযুত বাবু শিবনারায়ণ রায় (জাড়া)

শ্রীযুত বাবু শম্ভুনাথ পণ্ডিত

শ্রীযুত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীযুত বাবু রাজেন্দ্র দত্ত

শ্রীযুত বাবু রামগোপাল ঘোষ

শ্রীযুত বাবু নৃসিংহ দত্ত

শ্রীযুত বাবু হীরালাল শীল

শ্রীযুত বাবু গোবিন্দচন্দ্র সেন

শ্রীযুত বাবু শ্যামচরণ মল্লিক

শ্রীযুত বাবু হরিমোহন সেন

শ্রীযুত বাবু রাজেন্দ্র মল্লিক

শ্রীযুত বাবু মাধবচন্দ্র সেন

শ্রীযুত বাবু রামচন্দ্র ঘোষাল
শ্রীযুত বাবু দীপক চন্দ্র ঘোষাল
শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ মল্লিক
শ্রীযুত বাবু কৃষ্ণকিশোর ঘোষ
শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ মিত্র
শ্রীযুত বাবু দয়ালচাঁদ মিত্র

শ্রীযুত বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র
শ্রীযুত বাবু প্যারীচাঁদ মিত্র
শ্রীযুত বাবু দুর্গাচরণ লাহা
শ্রীযুত বাবু শিবচন্দ্র দেব
শ্রীযুত বাবু শ্যামাচরণ সরকার
শ্রীযুত বাবু কৃষ্ণদাস পাল

এক্ষণে অনেকে বিবেচনা করিতে পারিবেন, এই সকল ব্যক্তিকে তত নির্দোষ ও অপদার্থ জ্ঞান করা সম্ভব কি না। বহুবিবাহপ্রথা নিবারণ হওয়া উচিত ও আবশ্যিক, এরূপ সংস্কার না জন্মিলে, এবং তদ্ব্যতিরিক্ত রাজদ্বারে আবেদন করা পরামর্শসিদ্ধ বোধ না হইলে, ইহারা অত্বেয় অনুরোধে, বা অত্বেয় কারণ বশতঃ, আবেদনপত্রে নাম স্বাক্ষর করিবার ব্যক্তি নহেন। আর, বহুবিবাহপ্রথা নিবারিত হইলে দেশের অনিষ্টসাধন হইবেক, এ কথা অর্থগ্রহ করিতে পারা যায় না। বহুবিবাহপ্রথা যে, যার পর নাই, অনিষ্টের কারণ হইয়া উঠিয়াছে, তাহা, বোধ হয়, চক্ষু কণ্ঠ হৃদয় বিশিষ্ট কোনও ব্যক্তি অস্বীকার করিতে পারেন না। সেই নিরতিশয় অনিষ্টকর বিষয়ের নিবারণ হইলে, দেশের অনিষ্টসাধন হইবেক, আপত্তিকারী মহাপুরুষদের মত হৃদয়দর্শী না হইলে, তাহা বিবেচনা করিয়া স্থির করা দুঃসম্ভব। বাহা হউক, ইহা নির্ভয়ে ও নিঃসংশয়ে নির্দেশ করা বাইতে পারে, বাহারা বহুবিবাহ-প্রথা নিবারণের জন্য রাজদ্বারে আবেদন করিয়াছেন, স্ত্রীজাতির দুঃস্থাবিযোজন ও সমাজের দোষসংশোধন, তিস্র, তাঁহাদের অন্য কোনও উদ্দেশ্য বা অভিসন্ধি নাই।

পরিশিষ্ট

১

পুস্তকের দ্বিতীয় প্রকরণে কতকগুলি সংস্কৃত শ্লোক প্রমাণরূপে পরিগৃহীত হইয়াছে ; কিন্তু, ঐ সকল শ্লোক কোন গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত হইল, তত্তৎস্থলে তাহার নির্দেশ নাই । শ্লোকসকল, বহুকাল পূর্বে, বিক্রমপুরবাসী প্রসিদ্ধ কুলাচার্য ঈশ্বরচন্দ্র তর্কভূষণ মহাশয়ের নিকট হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল ; কিন্তু, তর্কভূষণ মহাশয় যে পুস্তক হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেন, অনবধান বশতঃ, ঐ পুস্তকের নাম লিখিয়া রাখা হয় নাই । তর্কভূষণ মহাশয়ের লোকান্তর প্রাপ্তি হইয়াছে ; সুতরাং এ বিষয়ে তদীয় সাহায্যলাভের আর প্রত্যাশা নাই । উল্লিখিত শ্লোক সমূহের অধিকাংশ অত্রত্য কুলাচার্য মহাশয়দিগের কণ্ঠস্থ আছে ; কিন্তু ঐ গ্রন্থ তাঁহাদের নিকটে নাই ; এবং এখানে কোনও স্থানে আছে কি না, তাহারও অনুসন্ধান পাওয়া গেল না । এই নিমিত্ত, নিতান্ত নিরুপায় হইয়া, গ্রন্থের নাম নির্দেশ করিতে পারি নাই ।

২

পুস্তকের চতুর্থ প্রকরণে, বিবাহব্যবসায়ী ভঙ্গকুলীনদিগের বাস, বয়স, বিবাহসংখ্যার যে পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে,

তদ্বিষয়ে কিছু বলা আবশ্যক । তাদৃশ ভঙ্গকুলীনদিগের পৈতৃক বাসস্থান নাই ; কতকগুলি পিতার মাতুলালয়ে, কতকগুলি নিজের মাতুলালয়ে, কতকগুলি পুত্রের মাতুলালয়ে অবস্থিতি করিয়া থাকেন ; আর কতকগুলি কখন কোন আলয়ে অবস্থিতি করেন, তাহার স্থিরতা নাই । সুতরাং তাঁহাদের যে বাসস্থান নির্দিষ্ট হইয়াছে, কোনও কোনও স্থলে, তাহার বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইতে পারে । তাঁহাদের বয়ঃক্রম বিষয়ে বক্তব্য এই যে, এই বিষয় পাঁচ বৎসর পূর্বে সংগৃহীত হইয়াছিল ; সুতরাং, এক্ষণে তাঁহাদের পাঁচ বৎসর অধিক বয়স হইয়াছে, এবং হয়ত কেহ কেহ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন । আর বিবাহসংখ্যা দৃষ্টি করিয়া, কেহ কেহ বলিতে পারেন, অধিকবয়স্কদিগের বিবাহের সংখ্যা সেরূপ অধিক, অল্পবয়স্কদিগের সেরূপ অধিক দৃষ্ট হইতেছে না ; ইহাতে বোধ হইতেছে, এক্ষণে বিবাহব্যবসায়ের অনেক হ্রাস হইয়াছে । এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, যাঁহাদের বিবাহের সংখ্যা অধিক, এক দিনে বা এক বৎসরে, তাঁহারা তত বিবাহ করেন নাই, তাঁহাদের বিবাহের সংখ্যা ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে, এবং অদ্যাপি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে । ভঙ্গকুলীনেরা জীবনের অন্তিম কণ পর্য্যন্ত বিবাহ করিয়া থাকেন । এই পাঁচ বৎসরে, অল্পবয়স্ক দলের মধ্যে অনেকের বিবাহসংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে ; এবং, ক্রমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া, অধিক বয়সে এক্ষণকার বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিদের সমান হইবেক, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই । অতএব, উভয় পক্ষের বিবাহসংখ্যাগত বর্তমান বৈলক্ষণ্যদর্শনে, ভঙ্গকুলীনদিগের বিবাহ-

ব্যবসায় আর পূর্বের মত প্রবল নাই, এরূপ সিদ্ধান্তকরা
কোনও মতে ন্যায্যানুমোদিত হইতে পারে না ।

৩

A BILL TO REGULATE THE PLURALITY OF MARRIAGES BETWEEN HINDUS IN BRITISH INDIA.



Whereas the institution of marriage among Hindus has
Preamble become subject to great abuses, which are alike
repugnant to the principles of Hindu Law and
the feelings of the people generally; and whereas the
practice of unlimited polygamy has led to the perpetration
of revolting crimes; and whereas it is expedient to make
Legislative provision for the prevention of those abuses and
crimes, alike at variance with sound policy, justice, and
morality: It is enacted as follows:—

I. No marriage, contracted by any male person of the
Hindu religion, who has a wife alive, shall be valid, unless
such person, on his remarriage, shall comply with the
provisions of this act relative to remarriages.

II. Every male person of the Hindu religion, who
desires to contract a fresh marriage, while he has a wife
alive, shall prepare a written application, setting forth the
grounds on which he claims to be allowed to remarry, and
shall present the same to the Local Committee or Panchayet
appointed to receive such applications, Every such Local

Committee or Panchayet shall consist of persons conversant with the laws or usages of Hindus.

III. On receipt of an application under the last preceding section, the Local Committee or Panchayet shall proceed to inquire whether there are sufficient grounds for allowing the claim therein set forth. Every such claim shall be summarily disallowed, unless one of the following grounds be alleged in the application.

1. That the living wife of the applicant has committed adultery.

2. That the living wife of the applicant is a confirmed Lunatic.

3. That the living wife of the applicant is afflicted with incurable Leprosy or some other such incurable and loathsome disease.

4. That the living wife of the applicant has been incapable of bearing male children, for a period of not less than eight years after the consummation of marriage.

5. That the living wife of the applicant is guilty of practices by which a Hindu becomes an outcaste.

6. That the living wife of the applicant is a person with whom, according to the law and usages of the Hindus, he could not lawfully contract a marriage ; and that his marriage with her had been contracted in ignorance of the true state of the case, or in consequence of fraud practised upon him.

IV. If the grounds alleged in an application relate exclusively to matters of private concernment, the Local Committee or Panchayet may require the applicant to testify to the facts on solemn affirmation and may record such testimony as sufficient prima facie evidence of the facts so

testified. Provided, that nothing in this act shall exempt any applicant, in respect to any fact so testified, from liability to prosecution in a charge of giving false evidence.

V. If any of the grounds, stated above, be alleged in the application for permission to remarry, the Local Committee or Panchayet shall proceed to investigate the claim and shall pass an award allowing or disallowing the same.

VI. Every such award of a Local Committee or Panchayet shall be treated as an award of arbitrators and shall be forwarded without delay to the District Court, for registration.

VII. The District Judge, on receipt of any such award, shall issue a notice to every person concerned, allowing a stated period in which to shew cause why the award should not be registered. Provided, that such notice shall not state the grounds upon which the award is based; the party wishing to know them, may apply to the Local Committee or Panchayet for a copy of their award.

VIII. If, within the period allowed, any of the parties concerned appear to shew cause, the District Judge shall appoint a day for hearing the objection, and after such hearing shall pass judgment rejecting or admitting such objection. Provided, that if the objection relate to some point of Hindu Law or usage or to some matter of private concernment, it shall be competent to the District Judge, without passing judgment, to refer the objection to the Local Committee or Panchayet, by whom the award was made, for further investigation and report, and proceed, on receipt of their reply, to pass judgment as aforesaid.

IX. If the objection be admitted, the award shall be of no effect and shall not be registered.

X. If the objection be rejected, or if no objection be made within the period stated, the award shall be duly registered.

XI. When any such award shall be registered in the District Court, any party concerned may, at any time, obtain a copy of the same and may put it in as sufficient prima facie evidence that the remarriage, to which it refers, is not invalid.

XII. Any person infringing the provisions of this act shall, on conviction before a competent Court, be punished with imprisonment, with or without hard labor, for a period not exceeding five years, or a fine not exceeding five thousand Rupees, or both.

XIII. Any person or persons, who shall knowingly aid or abet any person in infringing the provisions of this act, shall, on conviction before a competent Court, be punished with imprisonment, with or without hard labor, for a period not exceeding two years, or a fine not exceeding two thousand Rupees, or both.

XIV. On the registration, under this act, of an award of a Local Committee or Panchayet, a fee shall be chargeable at such rate as the Local Government shall from time to time prescribe.



বহুবিবাহ

রহিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিময়ক বিচার।

ক্ৰোড়পত্র

অতি অল্প দিন হইল, শ্রীযুত ক্ষেত্রপাল স্মৃতিরত্ন, শ্রীযুত নারায়ণ বেদরত্ন প্রভৃতি ত্রয়োদশ ব্যক্তির স্বাক্ষরিত বহুবিবাহবিষয়ক শাস্ত্রসম্বন্ধে বিচার নামে এক পত্র প্রচারিত হইয়াছে। বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিময়ক বিচারনামক পুস্তক প্রচারিত হইবার অব্যাহিত পরেই, ঐ বিচারপত্র আমার হস্তগত হয়। বহুবিবাহ শাস্ত্রসম্বন্ধে ব্যবহার, তাহা রহিত হওয়া কদাচ উচিত নহে; সৰ্বসাধারণের নিকট ইহা প্রতিপন্ন করাই এই বিচারপত্রপ্রচারের উদ্দেশ্য। স্বাক্ষরকারী মহাশয়েরা স্বপক্ষসমর্থনার্থ স্মৃতি ও পুরাণের কতিপয় বচন প্রমাণরূপে উদ্ধৃত করিয়াছেন। তন্মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় প্রমাণ এই;—

১। একামুতা তু কামার্থমন্যাং বোদ্ধুং য ইচ্ছতি।

সমর্থস্তোবসিত্ত্বার্থে পূর্বোক্তামপরাং বহেৎ ॥

মদনপারিজাতদ্বয়স্মৃতিঃ।

যে ব্যক্তি এক স্ত্রী বিবাহ করিয়া রতিকামনার অগ্র স্ত্রী বিবাহ করিতে ইচ্ছা করেন তিনি সমর্থ হইলে পূর্বপরিণীতাকে অর্থ দ্বারা তুচ্ছ করিয়া অপর স্ত্রী বিবাহ করিবেন ।

২। একৈব ভার্য্যা স্বীকার্য্যা ধর্ম্মকর্ম্মোপযোগিনা ।

প্রার্থনে চাতিরাগে চ গ্রাহ্যানেকা অপি দ্বিজ ॥

স্বতন্ত্রগার্হস্থ্যধর্ম্মপ্রস্তাবে ব্রহ্মাণ্ডপুরাণম্ ।

ধর্ম্মকর্ম্মোপযোগী ব্যক্তিদিগের এক ভার্য্যা স্বীকার করা কর্তব্য, কিন্তু উপঘাতিত হইয়া কেহ কন্যা প্রদানেচ্ছু হইলে অথবা রতিবিষয়ক সাতিশয় অনুরাগ থাকিলে তাঁহারা অনেক ভার্য্যাও গ্রহণ করিবেন (১) ।

এই দুই প্রমাণদর্শনে, অনেকের অন্তঃকরণে, বহুবিবাহ শাস্ত্রানুগত ব্যাপার বলিয়া প্রতীতি জন্মিতে পারে, এজন্য এতদ্বিষয়ে কিছু বলা আবশ্যক হইতেছে । বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক বিচার পুস্তকে, দর্শিত হইয়াছে, (২) শাস্ত্রকারেরা বিবাহবিষয়ে চারি বিধি দিয়াছেন, সেই চারি বিধি অনুসারে, বিবাহ ত্রিবিধ নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য । প্রথম বিধির অনুযায়ী বিবাহ নিত্য বিবাহ; এই বিবাহ না করিলে, মনুষ্য গৃহস্থাশ্রমে অধিকারী হইতে পারে না ।

(১) শ্রুতিরঙ্গ, বেদরঙ্গ প্রভৃতি মহাশয়েরা যেরূপ পাঠ ধরিয়াছেন ও যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাই পরিগৃহীত হইল । আমাদের বিবেচনায় দ্বিতীয় প্রমাণের প্রথমার্কে পাঠের ব্যতিক্রম হইয়াছে, সুতরাং ব্যাখ্যারও বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে । বোধ হয়, প্রকৃত পাঠ এই ;—

একৈব ভার্য্যা স্বীকার্য্যা ধর্ম্মকর্ম্মোপযোগিনী ।

ধর্ম্মকর্ম্মের উপযোগিনী এক ভার্য্যা বিবাহ করা কর্তব্য ।

(২) ৫ পৃষ্ঠ হইতে ১০ পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত দেখ ।

দ্বিতীয় বিধির অনুযায়ী বিবাহও নিত্য বিবাহ ; তাহা না করিলে, আশ্রমভ্রংশনিবন্ধন পাতকগ্রস্ত হইতে হয় । তৃতীয় বিধির অনুযায়ী বিবাহ নৈমিত্তিক বিবাহ ; কারণ, তাহা স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ত চিররোগিত্ত প্রভৃতি নিমিত্ত বশতঃ করিতে হয় । চতুর্থ বিধির অনুযায়ী বিবাহ কাম্য বিবাহ । এই বিবাহ, নিত্য ও নৈমিত্তিক বিবাহের হ্যায়, অবশ্যকর্তব্য নহে, উহা পুরুষের সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন, অর্থাৎ ইচ্ছা হইলে তাদৃশ বিবাহ করিতে পারে, এইমাত্র । পুত্রলাভ ও ধর্ম্মকার্য্যসাধন গৃহস্থাশ্রমের উদ্দেশ্য । দারপরিগ্রহ ব্যতিরেকে এ উভয় সম্পন্ন হয় না ; এই নিমিত্ত, প্রথম বিধিতে দারপরিগ্রহ গৃহস্থাশ্রমপ্রবেশের দ্বারস্বরূপ ও গৃহস্থাশ্রমসমাধানের অপরিহার্য্য উপায়স্বরূপ নির্দিষ্ট হইয়াছে । গৃহস্থাশ্রমসম্পাদনকালে স্ত্রীবিয়োগ ঘটিলে, যদি পুনরায় বিবাহ না করে, তবে সেই দারবিরহিত ব্যক্তি আশ্রমভ্রংশনিবন্ধন পাতকগ্রস্ত হয় ; এজন্য, ঐ অবস্থায় গৃহস্থ ব্যক্তির পক্ষে পুনরায় দারপরিগ্রহের অবশ্যকর্তব্যতাবোধনার্থে, শাস্ত্রকারেরা দ্বিতীয় বিধি প্রদান করিয়াছেন । স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ত চিররোগিত্ত প্রভৃতি দোষ ঘটিলে, পুত্রলাভ ও ধর্ম্মকার্য্যসাধনের ব্যাঘাত ঘটে ; এজন্য, শাস্ত্রকারেরা তাদৃশ স্থলে স্ত্রীসঙ্গে পুনরায় বিবাহ করিবার তৃতীয় বিধি দিয়াছেন । গৃহস্থাশ্রমসমাধানার্থ শাস্ত্রোক্তবিধানানুসারে সর্বর্ণাপরিণয়ান্তে, যদি কোনও উৎকৃষ্ট বর্ণ বদ্ভ্যাক্রমে বিবাহে প্রবৃত্ত হয়, তাহার পক্ষে অসর্বর্ণবিবাহে অধিকারবোধনার্থ শাস্ত্রকারেরা চতুর্থ বিধি প্রদর্শন করিয়াছেন ; এবং এই বিধি দ্বারা, তাদৃশ ব্যক্তির তথাবিধ স্থলে সর্বর্ণবিবাহ একবারে নিষিদ্ধ হইয়াছে ।

স্মৃতিরত্ন, বেদরত্ন প্রভৃতি মহাশয়দিগের অবলম্বিত প্রথম ও দ্বিতীয় প্রমাণে যে বিবাহের বিধি পাওয়া বাইতেছে, তাহা কাম্যবিবাহ ; কারণ, প্রথম প্রমাণে, “যে ব্যক্তি এক স্ত্রী বিবাহ করিয়া রতিকামনায় অথবা স্ত্রী বিবাহ করিতে ইচ্ছা করেন”, এবং

দ্বিতীয় প্রমাণে, “রতিবিষয়ক সাতিশয় অনুরাগ থাকিলে তাঁহারা অনেক ভাৰ্য্যাও গ্রহণ করিবেন”, এইরূপে কাম্য বিবাহের স্পষ্ট পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। রতিকামনা ও রতিবিষয়ক সাতিশয় অনুরাগ-বশতঃ যে বিবাহ করা হইবেক, তাহা কাম্য বিবাহ ব্যতিরিক্ত নামাস্তর দ্বারা উল্লিখিত হইতে পারে না। মনু কাম্যবিবাহস্থলে অসবর্ণবিবাহের বিধি দিয়াছেন, এবং সেই বিধি দ্বারা তথাবিধ স্থলে সর্বর্ণবিবাহ একবারে নিষিদ্ধ হইয়াছে। সুতরাং স্মৃতিরত্ন, বেদরত্ন প্রভৃতি মহাশয়দিগের অবলম্বিত প্রথম ও দ্বিতীয় প্রমাণ দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে, যে ব্যক্তি, সর্বর্ণবিবাহ করিয়া, রতিকামনায় পুনরায় বিবাহ করিতে উদ্বৃত্ত হয়, সে অসবর্ণ বিবাহ করিতে পারে ; নতুবা, বদৃচ্ছাক্রমে বিবাহপ্রবৃত্ত ব্যক্তি, রতিকামনা পূর্ণ করিবার নিমিত্ত, পূৰ্বপরিণীতা সজাতীয়া স্ত্রীর জীবদ্দশায়, পুনরায় সজাতীয়া বিবাহ করিবেক, ইহা কোনও ক্রমে প্রতিপন্ন হইতে পারে না। মদনপারিজাতধৃত স্মৃতিবাক্যে ও ব্রহ্মাওপুৰাণবচনে সামান্যত্বাকারে কাম্যবিবাহের বিধি আছে, তাদৃশবিবাহাকাজ্ঞী ব্যক্তি সর্বর্ণ বা অসবর্ণ বিবাহ করিবেক, তাহার কোনও নির্দেশ নাই। মনু কাম্য-বিবাহের “বিধি দিয়াছেন, এবং তাদৃশবিবাহাকাজ্ঞী ব্যক্তি অসবর্ণ বিবাহ করিবেক, স্পষ্টাঙ্করে নির্দেশ করিয়াছেন। এমন স্থলে, মনুবাক্যের সহিত একবাক্যতা সম্পাদন করিয়া, উল্লিখিত স্মৃতিবাক্য ও পুরাণবাক্যকে অসবর্ণবিবাহবিষয়ক বলিয়া ব্যবস্থা করাই প্রকৃত শাস্ত্রার্থ, সে বিষয়ে কোনও অংশে কিছুমাত্র সংশয় বা আপত্তি হইতে পারে না। অতএব, ঐ দুই প্রমাণ অবলম্বন করিয়া, বদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহকাণ্ড শাস্ত্রসম্মত ব্যবহার, ইহা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করা নিতান্ত নিষ্ফল প্রয়াসমাত্র।

স্মৃতিরত্ন, বেদরত্ন প্রভৃতি মহাশয়দিগের অবলম্বিত তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠম, নবম ও দশম প্রমাণ অসবর্ণবিবাহবিষয়ক বচন।

অসবর্ণবিবাহব্যবহার কলিমুগে রহিত হইয়াছে; সুতরাং, এ স্থলে, তদ্বিষয়ে কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। তাঁহাদের অবলম্বিত অবশিষ্ট প্রমাণে এক ব্যক্তির অনেক স্ত্রী বিদ্যমান থাকার উল্লেখ আছে ; কিন্তু তদ্বারা যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহকাণ্ড শাস্ত্রসম্মত বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে না। ঐ সকল প্রমাণ সৰ্ব্বাংশে পরম্পর এত অনুরূপ যে একটি প্রদর্শিত হইলেই, সকলগুলি প্রদর্শিত করা হইবেক ; এজন্ত, এস্থলে তন্মধ্যে একটি প্রমাণ উদ্ধৃত হইতেছে ;—

৭। সৰ্বাসামেকপত্নীনামেকা চেৎ পুঞ্জিণী ভবেৎ ।

সৰ্বাস্তান্তেন পুঞ্জেন গ্রাহ পুত্রবতীৰ্মনুঃ ॥ মনুঃ

স্বজাতীয়া বহু স্ত্রীর মধ্যে যদি একটি স্ত্রী পুত্রবতী হয় ; তবে সেই পুত্র দ্বারা সকল স্ত্রীকেই মনু পুত্রবতী কহিয়াছেন ।

এই মনুবচনে অথবা এতদনুরূপ অত্যাশ্রয় মুনিবচনে এরূপ কিছুই নির্দিষ্ট নাই যে তদ্বারা শাস্ত্রোক্ত নিমিত্ত ব্যতিরেকে লোকের ইচ্ছাধীন বহুভার্য্যাবিবাহ প্রতিপন্ন হইতে পারে। উল্লিখিত বচনসমূহে যে বহুভার্য্যাবিবাহের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, তাহা অধিবেদনের নির্দিষ্ট নিমিত্তনিবন্ধন, তাহার সন্দেহ নাই (৩)। কলকথা এই, যখন শাস্ত্রকারেরা কাম্যবিবাহস্থলে কেবল অসবর্ণবিবাহের বিধি দিয়াছেন, যখন ঐ বিধি দ্বারা, পূৰ্বপরিণীতা স্ত্রীর জীবদ্দশায়, যদৃচ্ছাক্রমে সবর্ণবিবাহ সৰ্ব্বতোভাবে নিষিদ্ধ হইয়াছে, যখন উল্লিখিত বহুবিবাহসকল অধিবেদনের নির্দিষ্ট নিমিত্ত বশতঃ ঘট্য সম্পূর্ণ সম্ভব হইতেছে, তখন যদৃচ্ছাক্রমে যত ইচ্ছা বিবাহ করা শাস্ত্রকারদিগের অনুমোদিত কার্য্য, ইহা কোনও মতে প্রতিপন্ন হইতে পারে

(৩) বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক বিচার পুস্তকের ১০ পৃষ্ঠ অবধি ১৪ পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত দেখ ।

না । বস্তুতঃ, ষড়্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহকাণ্ড শাস্ত্রানুগত ব্যবহার নহে । আর, তাদৃশ বহুবিবাহকাণ্ড শ্রায়ানুগত ব্যবহার কি না, সে বিষয়ে কিছু বলা নিতান্ত নিশ্চয়োজন । বহুবিবাহ যে অতি-জঘন্য, অতিনৃশংস ব্যবহার, কোনও মতে শ্রায়ানুগত নহে, তাহা, যাহাদের সামান্যরূপ বুদ্ধি ও বিবেচনা আছে, তাঁহারাও অনায়াসে বুঝিতে পারেন । কলতঃ, যে মহাপুরুষেরা স্বয়ং বহুবিবাহপাপে লিপ্ত, তদ্ব্যতিরিক্ত অথ কোনও ব্যক্তি বহুবিবাহব্যবহারের রক্ষাবিষয়ে চেষ্টা করিতে পারেন, অথবা অন্য কেহ বহুবিবাহপ্রথা নিবারণের উদ্যোগ করিলে, দুঃখিত হইতে পারেন, কিংবা তাহা নিবারিত হইলে, লোকের ধর্মলোপ বা দেশের সর্বনাশ হইল মনে ভাবিতে পারেন, এত দিন আমার সেরূপ বোধ ছিল না । বলিতে কি, স্মৃতিরত্ন ও বেদরত্ন প্রভৃতি মহাশয়দিগের অধ্যবসায় দর্শনে, আমি বিস্ময়াপন্ন হইয়াছি । বহুবিবাহ নিবারণের চেষ্টা হইতেছে দেখিয়া, তাঁহারা সাতিশয় দুঃখিত ও বিলক্ষণ কুপিত হইয়াছেন, এবং ধর্মরক্ষণীসভার অধ্যক্ষেরা এ বিষয়ে চেষ্টা করিতেছেন বলিয়া, তাঁহাদের প্রতি স্বেচ্ছাচারী, শাস্ত্রানভিজ্ঞ, কুটিলমতি, অপরিণামদর্শী প্রভৃতি কটুক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন । আমার বোধে, এই ভাবে এই বিচারপত্র প্রচার করা স্মৃতিরত্ন ও বেদরত্ন প্রভৃতি মহাশয়দিগের পক্ষে সুবোধের কার্য্য হয় নাই ।

অনেকের মুখে শুনিতে পাই, তাঁহারা কলিকাতাস্থ রাজকীয় সংস্কৃতবিদ্যালয়ের ব্যাকরণশাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীযুত তারানাথ তর্কবাচস্পতি ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পরামর্শে, সহায়তায় ও উত্তেজনায় বহুবিবাহবিষয়ক শাস্ত্রসম্বত বিচারপত্র প্রচার করিয়াছেন । কিন্তু সহসা এ বিষয়ে বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হইতেছে না । তর্কবাচস্পতি মহাশয় এত অনভিজ্ঞ নহেন যে, এরূপ অসমীচীন আচরণে দূষিত হইবেন । পাঁচ বৎসর পূর্বে, যখন বহুবিবাহনিবারণপ্রার্থনায়, রাজদ্বারে আবেদন করা হয় ; সে সময়ে তিনি এ বিষয়ে বিলক্ষণ অনুরাগী ছিলেন, এবং

স্বতঃপ্রযুক্ত হইয়া, নিরতিশয় আগ্রহ ও উৎসাহ সহকারে, আবেদন-পত্রে নাম স্বাক্ষর করিয়াছেন । এক্ষণে, তিনিই আবার বহুবিবাহ-রক্ষাপক্ষ অবলম্বন করিয়া, এই লজ্জাকর, ঘৃণাকর, অধর্ম্যকর ব্যবহারকে শাস্ত্রসম্মত বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইবেন, ইহা সম্ভব বোধ হয় না ।

শ্রীদেবশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা ।

কাশীপুর

২৪ এ শ্রাবণ । সংবৎ ১৯২৮ ।

বহুবিবাহ

রহিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক বিচার ।

দ্বিতীয় ক্রোড়পত্র ।

আমার দৃঢ় সংস্কার এই, এ দেশে যে বহুবিবাহপ্রথা প্রচলিত আছে, তাহা যদৃচ্ছাপ্রবৃত্তব্যবহারমূলক, শাস্ত্রানুগত ব্যবহার নহে । তদনুসারে, বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক বিচার-পুস্তকে তাদৃশ বিবাহকাণ্ড শাস্ত্রনিষিদ্ধ বলিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে । কিন্তু কলিকাতাস্থ সংস্কৃতকালেজের ব্যাকরণশাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীযুত তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের ও কাব্যশাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীযুত দ্বারকানাথ বিজ্ঞানভূষণ মহাশয়ের মতে তাদৃশ বহুবিবাহব্যবহার শাস্ত্রানুগত কার্য্য । ইঁহারা এতদ্বিষয়ে স্ব স্ব অভিপ্রায় প্রচার করিয়াছেন । তর্কবাচস্পতি মহাশয় ও বিজ্ঞানভূষণ মহাশয় উভয়েই প্রসিদ্ধ পণ্ডিত । ঈদৃশ পণ্ডিতদ্বয়ের বিপরীত ব্যবস্থা দর্শনে, লোকের অন্তঃকরণে যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহকাণ্ড শাস্ত্রানুগত ব্যাপার বলিয়া প্রতীতি জন্মিতে পারে ; এজন্য, তদ্বিষয়ের কিছু আলোচনা করা নিতান্ত আবশ্যক ।

প্রথমতঃ, শ্রীযুত তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের বহুবিবাহ-বিষয়ক অভিপ্রায় উদ্ধৃত ও আলোচিত হইতেছে ;—

“সম্প্রতি কল্যাণভাজন শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য্য মহোদয় বহুবিবাহবিষয়ক যে একখানি ক্রোড়পত্র প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার উপসংহারে লিখিত আছে “অনেকের মুখে শুনিতে পাই, তাঁহার। কলিকাতাস্থ রাজকীয় সংস্কৃতবিদ্যালয়ের ব্যাকরণশাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত তারানাথ তর্কবাচস্পতি ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পরামর্শে, সহায়তার ও উত্তেজনার বহুবিবাহবিষয়ক শাস্ত্রসম্মত বিচারপত্র প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু সহসা এ বিষয়ে বিশ্বাস করিতে প্ররতি হইতেছে না।” বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য্যের সহিত আমার যে প্রকার চিরপ্রণয়, আত্মীয়তা ও সম্বন্ধ আছে তাহাতে পরমুখে অবগণ মাত্রেই উহা প্রচার না করিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল। এককালে শোনা কথা প্রচার করা বিদ্যাসাগরসদৃশ ব্যক্তির উপযুক্ত ও কর্তব্য হয় না। তিনি কি জানেন না যে তাঁহার কথার মূল্য কত? যাহা হউক বিদ্যাসাগরের হঠকারিতা-দর্শনে আমি বিস্মিত ও আন্তরিক দুঃখিত হইয়াছি। ফলতঃ বিদ্যাসাগর মিথ্যাবাদী লোক দ্বারা বঞ্চিত ও মোহিত হইয়াছেন। আমি উক্ত বিষয়ে পরামর্শ, সহায়তা ও উত্তেজনা কিছুই করি নাই। তবে প্রায় একমাস গত হইল, সনাতনধর্ম্মরক্ষণীসভা পরিত্যাগ করিবার কয়েকটি কারণ মধ্যে বহুবিবাহ শাস্ত্রসম্মত ইহার প্রামাণ্যার্থে একটী বচন উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছিলাম, যে বহুবিবাহ শাস্ত্রসম্মত বিষয়, তাহার রহিতকরণ-বিষয়ে ধর্ম্মসভার হস্তক্ষেপ করা অগ্রায়, তাহাতেই যদি বিদ্যাসাগরের নিকটে কেহ সহায়তা করা কহিয়া থাকে বলিতে পারি না। কিন্তু সম্পাদক মহাশয়! বহুবিবাহ যে শাস্ত্রসম্মত ইহা আমার চিরসিদ্ধান্ত আছে এবং বরাবর কহিয়া আসিতেছি এবং এক্ষণেও কহিতেছি যে, বহুবিবাহ সর্ব্বদেশপ্রচলিত, সর্ব্বশাস্ত্রসম্মত ও চিরপ্রচলিত, তাহাষয়ে বিদ্যাসাগরের মতের সহিত আমার মতের ঐক্য না হওয়ায় দুঃখিত হইলাম। তিনি বহুবিবাহের অশাস্ত্রীয়তা প্রতিপাদনার্থে যেরূপ শাস্ত্রের অভিনব অর্থ ও যুক্তির উদ্ভাবন করিয়াছেন, অবশ্য বুদ্ধির প্রশংসা করিতে হয়; কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে ঐ অর্থ ও যুক্তি শাস্ত্রানু-মোদিত বা সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে, বহু-

বিবাহ শাস্ত্রসম্মত হইলেও ভদ্রকুলীন ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে যে প্রণালীতে উহা সম্পন্ন হইয়া আসিতেছিল এবং কতক পরিমাণে এপর্যন্ত প্রচলিত আছে তাহা অত্যন্ত ঘৃণাকর লজ্জাকর ও নৃশংস, ইহা বিলক্ষণ আমার অন্তরে জাগরুক আছে এবং উহার নিবারণ হয় ইহাতে আমার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল এবং আছে। অধিক কি এই জন্ম ৫।৬ বৎসর গত হইল “ তৎকালে উপায়ান্তর নাই ” বিবেচনা করিয়া সামাজিক বিষয় হইলেও ” নিরতিশয় আগ্রহ ও উৎসাহ সহকারে স্বতঃ প্ররত্ত হইয়া ঐ বিষয়ের নিবারণার্থে আইন প্রণীত করিবার জন্ম রাজদ্বারে আবেদনপত্রেও স্বাক্ষর করিয়া তদ্বিষয় সম্পাদনার্থ বিশেষ উদ্যোগী ছিলাম, কিন্তু এক্ষণে দেখিতেছি, বিদ্যাচর্চার প্রভাবে বা যে কারণে হউক ঐ কুৎসিত বহুবিবাহপ্রণালী অনেক পরিমাণে হ্রাস হইয়াছে। আমার বোধ হয় অল্পকাল মধ্যে উহা এককালে অন্তর্হিত হইবে অতএব তজ্জন্ম আর আইনের আবশ্য-কতা নাই। সকল সময়ে সকল আইন আবশ্যক হয় না। এই নিমিত্তই ব্যবস্থাপক সমাজ হইতে বর্ষে বর্ষে আইন পরিবর্তিত হয়।

জীতারানাথ তর্কবাচস্পতি । (১) ”

এস্থলে, তর্কবাচস্পতি মহাশয়, বহুবিবাহ শাস্ত্রসম্মত ব্যবহার বলিয়া তাঁহার চিরসিদ্ধান্ত আছে, এতদ্ব্যতীত নির্দেশ করিয়াছেন, সেই সিদ্ধান্তকে প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন করেন নাই। গত ১৬ই জ্যৈষ্ঠ, তিনি ধর্ম্মরক্ষণীসভায় যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে তদ্বিষয়ে শাস্ত্র ও যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। উল্লিখিত পত্রের তৎসংক্রান্ত অংশ এই,—

“একামৃতা তু কামার্থমগ্নাং বোদুং ব ইচ্ছতি ।

সমর্থস্তোষয়িত্বার্থঃ পূর্বোঢ়ামপরাং বহেৎ ॥

এই মদনপারিজাতধৃত স্মৃতিবাক্য দ্বারা নির্ণীত আছে যে, যে ব্যক্তি এক স্ত্রী বিবাহ করিয়া কামার্থে অত্র স্ত্রী বিবাহ করিতে ইচ্ছা করে ঐ ব্যক্তি সমর্থ হইলে অর্থ দ্বারা পূৰ্বপরিণীতাকে তুচ্ছ করিয়া অপরা স্ত্রীকে বিবাহ করিবে। এইমত শাস্ত্র থাকায় এবং দক্ষপ্রজাপতির কন্যাগণ ধর্ম প্রভৃতি মহাত্মাগণ এককালে বিবাহ করা, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি মুনিগণ এবং দশরথ যুধিষ্ঠিরাদি রাজগণ এমত আচার করিয়াছিলেন তাহা বেদ ও পুরাণে সুপ্রসিদ্ধ আছে ঐ মত অবগীত শিক্ষাচারপরম্পরানুমোদিত বহুবিবাহ শাস্ত্রসম্মত তাহা অবধৃত হইয়াছে এবং এতদ্দেশীয় কুলীন বা অত্র মহাত্মাগণ এবং অস্ত্রাত্ত বহুদেশীয় হিন্দুসমাজগণে এই আচার প্রচলিত আছে তাহা নিবারণার্থে একটা ব্যবস্থা করা হইয়াছে।”

তর্কবাচস্পতি মহাশয়কে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবেক, মদনপারিজাতধৃত স্মৃতিবাক্যে যে বিবাহের বিধি দৃষ্ট হইতেছে, তাহা কাম্য বিবাহ। মনু কাম্যবিবাহস্থলে অসবর্ণবিবাহের বিধি দিয়াছেন, এবং সেই বিধি দ্বারা তথাবিধ স্থলে সবর্ণবিবাহ একবারে নিষিদ্ধ হইয়াছে। সুতরাং, মদনপারিজাতধৃত স্মৃতিবাক্য দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে, যে ব্যক্তি, যথাবিধি সবর্ণবিবাহ করিয়া, বদ্বছাক্রমে পুনরায় বিবাহ করিতে উদ্বৃত্ত হয়, সে অসবর্ণ বিবাহ করিতে পারে ; নতুবা, বদ্বছাক্রমে বিবাহপ্রবৃত্ত ব্যক্তি, রতিকামনা পূর্ণ করিবার নিমিত্ত, পূর্বপরিণীতা সজাতীয়া স্ত্রীর জীবদ্দশায়, পুনরায় সজাতীয়া বিবাহ করিবেক, ইহা কোনও মতে প্রতিপন্ন হইতে পারে না। মদনপারিজাতধৃত স্মৃতিবাক্যে সামান্যাকারে কাম্যবিবাহের বিধি আছে, তাদৃশ বিবাহাকাজ্জকী ব্যক্তি সবর্ণ বা অসবর্ণ বিবাহ করিবেক, তাহার কোনও উল্লেখ নাই। মনু কাম্যবিবাহের বিধি দিয়াছেন, এবং তাদৃশ বিবাহাকাজ্জকী ব্যক্তি অসবর্ণ বিবাহ করিবেক, স্পষ্টাক্ষরে নির্দেশ করিয়াছেন। এমন স্থলে, মনুবাচ্যের সহিত একবাক্যতা সম্পাদন করিয়া, মদনপারিজাতধৃত স্মৃতিবাক্যকে অসবর্ণবিবাহবিষয়ক

বলিয়া ব্যবস্থা করাই প্রকৃত শাস্ত্রার্থ, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় বা আপত্তি হইতে পারে না । সুতরাং, মদনপারিজাতদ্বিত্য শ্রুতিবাক্য দ্বারা তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের অভিমত যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহব্যবহারের শাস্ত্রীয়তা কোনও মতে প্রতিপন্ন হইতেছে না ।

যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহের কর্তব্যতাবিষয়ে শাস্ত্ররূপ প্রমাণ প্রদর্শন করিয়া, অবিগীত শিষ্টাচাররূপ প্রমাণ দ্বারা তাহার পোষকতা করিবার জন্য, তর্কবাচস্পতি মহাশয় দেবগণ, ঋষিগণ, ও পূর্বকালীন রাজগণের আচারের উল্লেখ করিয়াছেন । এ স্থলে, কিরূপ আচার প্রমাণ বলিয়া পরিগৃহীত হওয়া উচিত, তাহার আলোচনা করা আবশ্যিক ।

মনু কহিয়াছেন,

আচারঃ পরমো ধর্মঃ শ্রুত্যান্তঃ স্মার্ত এব চ । ১।১০৯।

বেদবিহিত ও স্মৃতিবিহিত আচারই পরম ধর্ম ।

শাস্ত্রকারদিগের অভিপ্রায় এই, যে আচার বেদ ও স্মৃতির বিধি অনুযায়ী, তাহাই পরম ধর্ম ; লোকে তাদৃশ আচারেরই অনুষ্ঠান করিবেক ; তদ্ব্যতিরিক্ত অর্থাৎ বেদবিরুদ্ধ বা স্মৃতিবিরুদ্ধ আচার আদরণীয় ও অনুসরণীয় নহে । ঈদৃশ আচারের অনুসরণ করিলে, প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতে হয় । অনেকে, শাস্ত্রীয় বিধি নিষেধ প্রতিপালনে অসমর্থ হইয়া, অবৈধ আচরণে দূষিত হইয়া থাকেন । এ কালে যেরূপ দেখিতে পাওয়া যায়, পূর্বকালেও সেইরূপ ছিল ; অর্থাৎ পূর্বকালেও অনেকে, শাস্ত্রীয় বিধি নিষেধ প্রতিপালনে অসমর্থ হইয়া, অবৈধ আচরণে দূষিত হইতেন । তবে, পূর্বকালীন লোকেরা তেজীমান ছিলেন, এজন্ত অবৈধাচরণনিমিত্তক প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতেন না । তাঁহারা অধিকতর শাস্ত্রজ্ঞ ও ধর্মপরায়ণ ছিলেন, সুতরাং তাঁহাদের আচার সর্বাত্মশে নির্দোষ, তাহার অনুসরণে দোষস্পর্শ হইতে পারে না, এরূপ ভাবিয়া, অর্থাৎ পূর্বকালীন লোকের আচার-শাস্ত্রই সদাচার এই বিবেচনা করিয়া, তদনুসারে চলা উচিত নহে !

তঁাহাদের যে আচার শাস্ত্রনিষিদ্ধ, তাহা অনুসরণীয় নয় । তাহার অনুসরণ করিলে, সাধারণ লোকের অধঃপাত অবধারিত ।

আপস্তুম্ব কহিয়াছেন,

দৃষ্টো ধর্মব্যতিক্রমঃ সাহসঞ্চ পূর্বেষাম্ । ৮ ।

তেষাং তেজোবিশেষেণ প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে । ৯ ।

তদন্বীক্ষ্য প্রযুঞ্জানঃ সীদত্যবরঃ । ১০ । (১)

পূর্বকালীন লোকদিগের ধর্মলঙ্ঘন ও অবৈধাচরণ দেখিতে পাওয়া যায় । তঁাহারা তেজীয়ান, তাহাতে তঁাহাদের প্রত্যবায় নাই । সাধারণ লোকে, তদীয় আচরণ দর্শনে তদনুবর্তী হইয়া চলিলে, এককালে উৎসন্ন হয় ।

অতএব ইহা অবধারিত হইতেছে, বেদ ও স্মৃতির বিধি অনুযায়ী আচারই সাধারণ লোকের অনুসরণীয়, বেদ ও স্মৃতির বিকল্প আচার অনুসরণীয় নহে । বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিব্যক বিচারপুস্তকে বেরূপ দর্শিত হইয়াছে, তদনুসারে শাস্ত্রনির্দিষ্ট নিমিত্ত ব্যতিরেকে যদৃচ্ছাক্রমে বিবাহ করা স্মৃতিবিকল্প আচার । অতএব, যদিও ধর্মপ্রভৃতি দেবগণ, যাজ্ঞবল্ক্যপ্রভৃতি মুনিগণ, যুধিষ্ঠিরপ্রভৃতি রাজগণ যদৃচ্ছাক্রমে একাধিক বিবাহ করিয়া থাকেন, সাধারণ লোকের তদ্বিষয়ে তদীয় দৃষ্টান্তের অনুবর্তী হইয়া চলা কদাচ উচিত নহে । এমন স্থলে, দেবগণ, ঋষিগণ ও পূর্বকালীন রাজগণের যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহ ব্যবহার, সাধারণ লোকের পক্ষে, আদর্শস্বরূপে প্রবর্তিত করা বহুজ্ঞ পণ্ডিতের কর্তব্য নয় । বেদব্যাখ্যাভা মাধবাচার্য্য শিষ্ঠাচারের প্রামাণ্য বিষয়ে যে মীমাংসা করিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত হইতেছে ।

যো মাতুলবিবাহাদৌ শিষ্ঠাচারঃ স মা ন বা ।

ইতরাচারবস্মাত্মমাত্মং স্মার্ত্তবাধনাৎ ॥ ১৭ ॥

স্মৃতিমূলো হি সৰ্বত্র শিষ্টাচারস্ততোহত্র চ ।

অনুমেনা স্মৃতিঃ স্মৃত্যা বাধ্যা প্রত্যক্ষয়া তু সা ॥১৮॥ (২)

মাতুলকন্যাবিবাহ প্রভৃতি বিষয়ে যে শিষ্টাচার দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার প্রামাণ্য আছে কি না। অত্যাশ্র শিষ্টাচারের আয় ঐ সকল শিষ্টাচারের প্রামাণ্য থাকা সম্ভব ; কিন্তু স্মৃতিবিরুদ্ধ বলিয়া উহাদের প্রামাণ্য নাই। শিষ্টাচার মাত্রই স্মৃতিমূলক ; এজন্য এস্থলে শিষ্টাচার দ্বারা স্মৃতির অনুমান করিতে হইবেক ; কিন্তু অনুমানসিদ্ধ স্মৃতি প্রত্যক্ষসিদ্ধ স্মৃতি দ্বারা বাধিত হইয়া থাকে ।

ভদ্রসমাজে যে ব্যবহার প্রচলিত থাকে, উহাকে শিষ্টাচার বলে । শাস্ত্রকারেরা সেই শিষ্টাচারকে, বেদ ও স্মৃতির আয়, ধর্মবিষয়ে প্রমাণ বলিয়া পরিগৃহীত করিয়াছেন । সমুদয় শিষ্টাচার স্মৃতিমূলক, অর্থাৎ শিষ্টাচার দেখিলেই বোধ করিতে হইবেক, উহা স্মৃতির বিধি অনুসারে প্রবর্তিত হইয়াছে । শিষ্টাচার দ্বিবিধ, প্রত্যক্ষসিদ্ধস্মৃতিমূলক ও অনুমানসিদ্ধস্মৃতিমূলক । যেখানে দেশবিশেষে কোনও শিষ্টাচার প্রচলিত আছে, এবং স্মৃতিশাস্ত্রে তাহার মূলীভূত স্মৃতিও দেখিতে পাওয়া যায় ; সেখানে ঐ শিষ্টাচার প্রত্যক্ষসিদ্ধস্মৃতিমূলক । আর, যেখানে কোনও শিষ্টাচার প্রচলিত আছে, কিন্তু তাহার মূলীভূত স্মৃতি দেখিতে পাওয়া যায় না, তখন ঐ শিষ্টাচার দর্শনে এই অনুমান করিতে হয়, ঐ শিষ্টাচারের মূলীভূত স্মৃতি ছিল, কালক্রমে তাহা লোপপ্রাপ্ত হইয়াছে ; এইরূপ শিষ্টাচার অনুমানসিদ্ধস্মৃতিমূলক । প্রত্যক্ষসিদ্ধ স্মৃতি অনুমানসিদ্ধ স্মৃতির বাধক, অর্থাৎ যেখানে দেশবিশেষে কোনও

শিষ্টাচার দৃষ্ট হইতেছে, কিন্তু স্মৃতিশাস্ত্রে ঐ শিষ্টাচারমূলক ব্যবহার নিষিদ্ধ হইয়াছে, তথায় প্রত্যক্ষসিদ্ধস্মৃতিবিরুদ্ধ বলিয়া ঐ শিষ্টাচারের প্রামাণ্য নাই। কোনও কোনও দক্ষিণদেশে ভদ্রসমাজে মাতুলকন্যাপরিণয়ের ব্যবহার আছে; সুতরাং, মাতুলকন্যাপরিণয় সেই সেই দেশের শিষ্টাচার। কিন্তু, স্মৃতিশাস্ত্রে মাতুলকন্যাপরিণয় সৰ্ব্বতোভাবে নিষিদ্ধ হইয়াছে; এজন্য ঐ শিষ্টাচার প্রত্যক্ষসিদ্ধস্মৃতিবিরুদ্ধ। প্রত্যক্ষসিদ্ধস্মৃতিবিরুদ্ধ শিষ্টাচার অনুমানসিদ্ধ স্মৃতি দ্বারা প্রমাণ বলিয়া প্রতিপন্ন ও পরিগৃহীত হইতে পারে না। অতএব, মাতুলকন্যাপরিণয়বিষয়ক শিষ্টাচারের প্রামাণ্য নাই। সেইরূপ, এতদ্দেশীয় যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহ ব্যবহার শিষ্টাচার বটে, কিন্তু উহা প্রত্যক্ষসিদ্ধস্মৃতিবিরুদ্ধ, সুতরাং উহা অবিগীতশিষ্টাচারশব্দবাচ্য অথবা ধর্মবিষয়ে প্রমাণ বলিয়া প্রবর্তিত ও পরিগৃহীত হওয়া উচিত নহে। দেবগণের ও পূর্বকালীন রাজগণের আচারমাত্রই অবিগীত শিষ্টাচার বলিয়া পরিগণিত ও ধর্মবিষয়ে প্রমাণ বলিয়া পরিগৃহীত হইলে, কন্যাগমন, গুরুপত্নীহরণ, মাতুলকন্যাপরিণয়, পাঁচ জনের একপত্নীবিবাহ প্রভৃতি ব্যবহার প্রচলিত হইতে পারিবেক।

অতএব, তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের অবলম্বিত স্মৃতিবাক্য ও অবিগীত শিষ্টাচার দ্বারা যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহব্যবহার শাস্ত্রসম্মত বলিয়া কোনও মতে প্রতিপন্ন হইতেছে না। যদি ইহা অপেক্ষা বলবত্তর প্রমাণান্তর না থাকে, তাহা হইলে তাঁহার চিরসিদ্ধান্ত অশ্রান্ত হইতেছে না। কলকথা এই, “বহুবিবাহ যে শাস্ত্রসম্মত ইহা আমার চিরসিদ্ধান্ত আছে,” এতন্মাত্র নির্দেশ করিয়া তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের কান্ত হওয়া ভাল হয় নাই; প্রবল প্রমাণ পরম্পরা দ্বারা স্বীয় সিদ্ধান্তের সমর্থন করা সৰ্ব্বতোভাবে উচিত ছিল। লোকে, কেবল তাঁহার বাক্যের উপর নির্ভর করিয়া, প্রমাণান্তরনিরপেক্ষ হইয়া, ঈদৃশ স্থলে তদীয় ন্যবস্থা গ্রহণে সন্মত হইবেন, এরূপ বোধ হয় না।

তর্কবাচস্পতি মহাশয় কহিয়াছেন,

“বরাবর কহিয়া আসিতেছি এবং এক্ষণেও কহিতেছি যে বহুবিবাহ সর্বদেশপ্রচলিত, সর্বশাস্ত্রসম্মত ও চিরপ্রচলিত ।”

এ বিষয়ে বক্তব্য এই, তিনি বরাবর কহিয়া আসিতেছেন এবং এক্ষণেও কহিতেছেন, এতদ্ভিন্ন, যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহ সর্বশাস্ত্রসম্মত, এ বিষয়ের আর কোনও প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায় না। বহুবিবাহ যে সর্বশাস্ত্রসম্মত নহে, তর্কবাচস্পতি মহাশয় স্বয়ং সে বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন। যদি যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহকাণ্ড সর্বশাস্ত্রসম্মত হইত, তাহা হইলে, তর্কবাচস্পতি মহাশয়, নিঃসংশয়, সর্বশাস্ত্র হইতেই তুরি তুরি প্রমাণ উদ্ধৃত করিতেন ; অনেক কষ্টে, অনেক অনুসন্ধানের পর, অপ্রচলিত সামান্য সংগ্রহগ্রন্থ হইতে একমাত্র বচন উদ্ধৃত করিয়া নিশ্চিন্ত ও সন্তুষ্ট হইতেন না। ফলকথা এই, মনু, বিষ্ণু, বশিষ্ঠ, গৌতম, যজ্ঞবল্ক্য, আপস্তম্ব, পরাশর, বেদব্যাস প্রভৃতিপ্রণীত ধর্মসংহিতাগ্রন্থে স্বমতের প্রতিপোষক প্রমাণ দেখিতে না পাইয়া, তাঁহাকে অগত্যা মদনপারিজাতের শরণাগত হইতে হইয়াছে।

তর্কবাচস্পতি মহাশয় লিখিয়াছেন,

“তিনি (বিজ্ঞাসাগর) বহুবিবাহের অশাস্ত্রীয়তা প্রতিপাদনার্থে বৈরূপ শাস্ত্রের অভিনব অর্থ ও যুক্তির উদ্ভাবন করিয়াছেন, অবশ্য বুদ্ধির প্রশংসা করিতে হয় ; কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে ঐ অর্থ ও যুক্তি শাস্ত্রানুমোদিত বা সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না।”

এ স্থলে বক্তব্য এই, বহুবিবাহবিষয়ক বিচারপুস্তকে বিবাহ-সংক্রান্ত ছয়টি মাত্র মনুবচন উদ্ধৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে, কোন বচনের অর্থ তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের অভিনব বোধ হইয়াছে, বুঝিতে পারিলাম না। যে সকল শব্দে ঐ সকল বচন রচিত হইয়াছে, সে সকল শব্দ দ্বারা অশ্লিষ অর্থ প্রতিপন্ন হইতে পারে, সম্ভব বোধ

হয় না। তর্কবাচস্পতি মহাশয় কহিতেছেন, আমার লিখিত অর্থ ও যুক্তি শাস্ত্রানুমোদিত বা সঙ্গত নহে। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই, তাঁহার মতে, কিরূপ অর্থ ও কিরূপ যুক্তি সঙ্গত ও শাস্ত্রানুমোদিত, তাহার কোনও উল্লেখ করেন নাই। এরূপ শিক্ষাচার আছে, যাঁহারা অগ্রকৃত অর্থ ও যুক্তির উপর দোষারোপ করেন, তাঁহারা স্বাভিমত প্রকৃত অর্থ ও যুক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকেন। তর্কবাচস্পতি মহাশয় যখন আমার লিখিত অর্থ ও যুক্তির উপর দোষারোপ করিতেছেন, তখন শিক্ষাচারের অনুবর্তী হইয়া, স্বাভিমত প্রকৃত অর্থ ও প্রকৃত যুক্তির পরিচয় দেওয়া উচিত ছিল। তাহা হইলে, উভয় পক্ষের অর্থ ও যুক্তি দেখিয়া, কোন পক্ষের অর্থ ও যুক্তি সঙ্গত ও শাস্ত্রানুগত, লোকে তাহা বিবেচনা করিতে পারিতেন। নতুবা, কেবল তাঁহার মুখের কথায়, সকলে আমার লিখিত অর্থ ও যুক্তি অগ্রাহ্য করিবেন, এরূপ বোধ হয় না।

তর্কবাচস্পতি মহাশয় সোমপ্রকাশে প্রচার করিয়াছেন,

“বহুবিবাহ শাস্ত্রসম্মত হইলেও ভদ্রকুলীন ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে যে প্রণালীতে ইহা সম্পন্ন হইয়া আসিতেছিল, এবং কতকপরিমাণে এপর্যন্ত প্রচলিত আছে,” তাহা অত্যন্ত স্থগাংকর, লজ্জাকর ও হৃশংস, ইহা বিলক্ষণ আমার অন্তরে জাগরুক আছে এবং উহার নিবারণ হয় ইহাতে আমার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল এবং আছে।”

ধর্ম্মরক্ষিণীসভায় লিখিয়াছেন,

“এতদেশীয় কুলীন বা অগ্র মহাত্মাগণ এবং অস্ত্রান্তদেশীয় হিন্দু-সমাজগণে এই আচার প্রচলিত আছে।”

এক স্থলে, কুলীনদিগের বহুবিবাহব্যবহার অত্যন্ত স্থগাংকর, লজ্জাকর ও হৃশংস বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে ; অপর স্থলে, কুলীনেরা মহাত্মা বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন ; তাঁহাদের বহুবিবাহ-ব্যবহার শিক্ষাচাররূপে প্রবর্তিত হইয়াছে। তর্কবাচস্পতি মহাশয়,

ধর্মরক্ষণীসভায়, যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে, বহুবিবাহ-কারী কুলীনমাত্রই মহাত্মা ও পূজনীয়, এই বোধ হয় ; তৎকুলীনদিগের উপর তাঁহার ঘৃণা ও ঘেব আছে, কোনও ক্রমে সেরূপ প্রতীতি জন্মে না।

“৫। ৬ বৎসর গত হইল তৎকালে উপায়ান্তর নাই. বিবেচনা করিয়া সামাজিকবিষয় হইলেও নিরতিশয় আগ্রহ ও উৎসাহ সহকারে স্বতঃ প্ররুত হইয়া ঐ বিষয়ের নিবারণার্থে আইন প্রস্তুত করিবার জন্ত রাজস্বারে আবেদনপত্রেও স্বাক্ষর করিয়া তদ্বিষয় সম্পাদনার্থ বিশেষ উদ্যোগী ছিলাম। এক্ষণে দেখিতেছি বিচারচর্চার প্রভাবে বা যে কারণে হউক ঐ কুৎসিত বহুবিবাহপ্রণালী অনেক পরিমাণে হ্রাস হইয়াছে। আমার বোধ হয় অল্পকাল মধ্যে উহা এককালে অন্তর্হিত হইবেক অতএব তজ্জন্ত আর আইনের আবশ্যকতা নাই।”

“প্রায় একমাস গত হইল সনাতনধর্মরক্ষণীসভা পরিত্যাগ করিবার কয়েকটি কারণমধ্যে বহুবিবাহ শাস্ত্রসম্মত বিষয় ইহার প্রামাণ্যার্থে একটি বচন উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছিলাম যে বহুবিবাহ শাস্ত্রসম্মত বিষয়, তাহার রহিতকরণবিষয়ে ধর্মসভার হস্তক্ষেপ করা অন্তায়।”

এস্থলে ব্যক্তব্য এই, তর্কবাচস্পতি মহাশয় যে কারণে, যে অভিপ্রায়ে, যে বিষয়ে উদ্যোগী হইয়াছিলেন, সনাতনধর্মরক্ষণীসভাও, নিঃসংশয়, সেই কারণে, সেই অভিপ্রায়ে, সেই বিষয়ে উদ্যোগী হইয়াছেন। তবে, উভয়ের মধ্যে বিশেষ এই, তর্কবাচস্পতি মহাশয় প্রতিভাবলে বুঝিতে পারিয়াছেন, কুলীনদিগের বিবাহসংক্রান্ত অত্যাচার অল্প কালমধ্যে একবারে অন্তর্হিত হইবেক, অতএব আইনের আর আবশ্যকতা নাই ; ধর্মরক্ষণীসভার অনভিজ্ঞ অধ্যক্ষদিগের অজ্ঞাপি সে বোধ জন্মে নাই। আর, ইহাও বিবেচনা করা উচিত, যৎকালে তর্কবাচস্পতি মহাশয়, স্বতঃপ্ররুত হইয়া, নিরতিশয় আগ্রহ ও উৎসাহ সহকারে, 'বহুবিবাহব্যবহারের নিবারণপ্রার্থনায়, আবেদনপত্রে নামস্বাক্ষর করিয়াছিলেন, সে সময়ে উহা নৃশংস, ঘৃণাকর, লজ্জাকর ব্যাপার ছিল ;

এক্ষণে, সময়গুণে, উহা “সৰ্বশাস্ত্রসম্মত” “অবিগীতশিক্ষাচারপরম্পরানু-
মোদিত” ব্যবহার হইয়া উঠিয়াছে । সুতরাং, তর্কবাচস্পতি মহাশয়
নৃশংস, সূণাকর, লজ্জাকর বিষয়ের নিবারণে উদ্রোগী হইয়াছিলেন ;
সনাতনধর্ম্মরক্ষিণী সতা সৰ্বশাস্ত্রসম্মত অবিগীতশিক্ষাচারপরম্পরানু-
মোদিত ব্যবহারের উচ্ছেদে উদ্রুত হইয়াছেন । ঈদৃশ অত্যাচার অনুষ্ঠান
দর্শনে, তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে অবশ্য বিরাগ
জন্মিতে পারে । সনাতনধর্ম্মরক্ষিণীসতার ইহাও বিবেচনা করা
আবশ্যক ছিল, বিভ্রাটচর্চার প্রভাবে, অথবা তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের
উদ্রোগ ও নামস্বাক্ষরপ্রভাবে, যখন পাঁচ বৎসরে বহুবিবাহসংক্রান্ত
অত্যাচারের অনেক পরিমাণে নিবৃতি হইয়াছে, তখন, অল্প পরিমাণে
যাহা কিছু অবশিষ্ট আছে, আর আড়াই বৎসরে, নিতান্ত না হয়,
আর পাঁচ বৎসরে, তাহার সম্পূর্ণ নিবৃতি হইবেক, তাহার আর
কোনও সন্দেহ নাই । এমন স্থলে, এই আড়াই বৎসর অথবা পাঁচ
বৎসর কাল অপেক্ষা করা ধর্ম্মরক্ষিণী সতার পক্ষে সর্বতোভাবে বিধেয়
ছিল ; তাহা হইলে, অকারণে তাঁহাদিগকে তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের
কোপে পতিত হইতে হইত না ।



এক্কে, ত্রীযুত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের বহুবিবাহবিষয়ক
অভিপ্রায় উদ্ধৃত ও আলোচিত হইতেছে ;—

“বহুবিবাহ যে এ দেশের শাস্ত্রনিষিদ্ধ নয়, এ দেশের ব্যবহারই তাহার
প্রধান প্রমাণ। শাস্ত্রপ্রতিষিদ্ধ হইলে উহা কখন এরূপ প্রচরুপ থাকিত
না। যুক্তিও এই কথা কহিয়া দিতেছে। এ দেশের পুরুষেরা চিরকাল
স্বৈরব্যবহারী হইয়া আসিয়াছেন। আপনাদিগের সুখস্বচ্ছন্দ ও সুবিধার
অন্বেষণেই চিরকাল ব্যস্ত ছিলেন, স্ত্রীজাতির সুখদুঃখাদির প্রতি দৃষ্টিপাত
করেন নাই। এতাদৃশ স্বার্থপর পুরুষেরা স্বহস্তে শাস্ত্রকর্তৃত্বভার প্রাপ্ত
হইয়া যে আপনাদিগের একটি প্রধান ভোগপথ বন্ধ করিয়া যাইবেন,
ইহা কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে। বেদ, পুরাণ, স্মৃতি কাব্যাদি ইহার
প্রামাণ্য প্রতিপাদন করিতেছে। যথা—

যদেকশ্মিন্ যুগে ধ্বংসশনো পরিব্যয়তি, তস্মাদেকো ধ্বংসো
বিদ্ভবতি। যন্নৈকাং রশনাং দ্বয়োর্ব্যুপায়োঃ পরিব্যয়তি, তস্মান্নৈকা
পতী বিদ্ভবতি। বেদ।

কামতত্ত্ব প্রবৃত্তানামিতি দোষাপ্পত্ত্যাপনার্থং নতু দোষাতাব এব।
তদাহতুঃ শঙ্খলিখিতৌ। ভার্য্যাঃ কার্য্যাঃ সজাতীয়াঃ শ্রেয়শ্চ। সর্বেষাং
স্মুরিতি পূর্ব্বঃ কল্পঃ, ততোহনুকল্পঃ চতস্ত্রো ব্রাহ্মণস্তানুকর্ষণ, তিস্ত্রো
রাজশ্রুত, ধ্বংস বৈশ্রুত একা শূদ্রশ্রুত। জাত্যবচ্ছেদেন চতুরাদিসংখ্যা
সমুদ্যতে। ইতি দায়ভাগঃ।

জাত্যবচ্ছেদেনেতি তেন ব্রাহ্মণাদেঃ পঞ্চ বড় বা সজাতীয়া ন বিব্রজ্য
ইত্যশয়ঃ। অচ্যুতানন্দকৃততট্টীকা।

রোহিণী বসুদেবশ্চ ভার্য্যাস্তে নন্দগোকুলে। অশ্বাশ্চ কংসসংবিপ্লী
বিবরেষু বসন্তি হি। ভাগবত।

• বেত্রবতি! বহুধনত্যাগে বহুপত্নীকেন তত্রভবত। (ধনমিত্রেন বণিজা।)
ভবিতব্যং। বিচার্য্যতাং যদি কাচিদাপন্নস্তা স্তাং তস্য ভার্য্যাসু।
শঙ্কুশূলা।

শাশুড়ী রাগিণী ননদী বাঘিনী, সতিনী নাগিনী বিষের ভরা ।
ভারতচন্দ্র ।” (১)

অদ্য বিদ্যাভূষণ মহাশয় কহিতেছেন, “বহুবিবাহ যে এ দেশের শাস্ত্রনিষিদ্ধ নয়, এ দেশের ব্যবহারই তাহার প্রধান প্রমাণ; শাস্ত্রপ্রতিষিদ্ধ হইলে উহা কখন এরূপ প্রচরদ্রুপ থাকিত না” । তদীয় ব্যবস্থার অনুবর্তী হইয়া, কল্যাণ অন্য এক মহাশয় কহিবেন, কত্যা বিক্রয় যে এ দেশের শাস্ত্রনিষিদ্ধ নয়, এ দেশের ব্যবহারই তাহার প্রধান প্রমাণ; শাস্ত্রপ্রতিষিদ্ধ হইলে উহা কখন এরূপ প্রচরদ্রুপ থাকিত না । তৎপরদিন দ্বিতীয় এক মহাশয় কহিবেন, জগৎহত্যা যে এ দেশের শাস্ত্রনিষিদ্ধ নয়, এ দেশের ব্যবহারই তাহার প্রধান প্রমাণ; শাস্ত্রপ্রতিষিদ্ধ হইলে, উহা কখন এরূপ প্রচরদ্রুপ থাকিত না । তৎপরদিন তৃতীয় এক মহাশয় কহিবেন, মিথ্যাসাক্ষ্য দেওয়া যে এ দেশের শাস্ত্রনিষিদ্ধ নয়, এ দেশের ব্যবহারই তাহার প্রধান প্রমাণ; শাস্ত্রপ্রতিষিদ্ধ হইলে উহা কখন এরূপ প্রচরদ্রুপ থাকিত না । তৎপরদিন চতুর্থ এক মহাশয় কহিবেন, কপটলেখ্য প্রস্তুত করা যে এ দেশের শাস্ত্রনিষিদ্ধ নয়, এ দেশের ব্যবহারই তাহার প্রধান প্রমাণ; শাস্ত্রপ্রতিষিদ্ধ হইলে উহা কখন এরূপ প্রচরদ্রুপ থাকিত না । তৎপর দিন পঞ্চম এক মহাশয় কহিবেন, বিষয়কর্মস্থলে উৎকোচগ্রহণ বা অত্যাচার উপায়ে অর্থোপার্জন যে এ দেশের শাস্ত্রনিষিদ্ধ নয়, এ দেশের ব্যবহারই তাহার প্রধান প্রমাণ; শাস্ত্রপ্রতিষিদ্ধ হইলে উহা কখন এরূপ প্রচরদ্রুপ থাকিত না । এইরূপে, যে সকল দুষ্ক্রিয়া বিলক্ষণ প্রচলিত আছে, তৎসমুদয় শাস্ত্রানুযায়ী ব্যবহার বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়া উঠিবেক । বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের এই ব্যবস্থা অনেকের নিকট নিরতিশয় আদরভাজন হইবেক, তাহার সন্দেহ নাই ।

বিদ্যভূষণ মহাশয়, তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের মত, উদ্ধৃত ও অবিমুখ্যকারী নহেন। তিনি, তাঁহার ছাত্র, স্বীয় সিদ্ধান্তকে নিরবলম্বন রাখেন নাই; অদ্ভুত যুক্তি দ্বারা তাঁহার বিলম্বন সমর্থন করিয়াছেন। সেই অদ্ভুত যুক্তি এই,—

“এ দেশের পুরুষেরা চিরকাল সৈর্যব্যবহারী হইয়া আসিয়াছেন আপনাদিগের সুখস্বচ্ছন্দ ও সুবিধার অন্বেষণেই চিরকাল ব্যস্ত ছিলেন, স্ত্রীজাতির সুখদুঃখাদির প্রতি দৃষ্টিপাত করেন নাই। এতাদৃশ স্বার্থপর পুরুষেরা স্বহস্তে শাস্ত্রকর্তৃত্বভার প্রাপ্ত হইয়া যে আপনাদিগের একটি প্রধান ভোগপথ বন্ধ করিয়া যাইবেন, ইহা কোনও ক্রমেই সম্ভাবিত নহে।”

বিদ্যভূষণ মহাশয়, স্বপক্ষসমর্থনে সাতিশয় ব্যগ্র হইয়া, উচিতানুচিত বিবেচনায় এককালে জলাঞ্জলি দিয়াছেন। বদ্বৃদ্ধাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহকাণ্ড শাস্ত্রকারদিগের অনুমোদিত কার্য্য, ইহা প্রতিপন্ন করা তাঁহার নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে; এবং তদর্থে এই অদ্ভুত যুক্তি উদ্ভাবিত করিয়াছেন যে ভারতবর্ষীয় শাস্ত্রকারেরা স্বার্থপর, যথেচ্ছচারী ও ইন্দ্রিয়সুখপরায়ণ ছিলেন; স্ত্রীজাতির সুখদুঃখাদির প্রতি দৃষ্টিপাত করেন নাই। বিবাহবিষয়ে যথেচ্ছাচার অব্যাহত না থাকিলে, ইন্দ্রিয়সুখাসক্তি চরিতার্থ হইতে পারে না। সুতরাং তাঁহারা, বিবাহবিষয়ে যথেচ্ছাচার নিষিদ্ধ করিয়া, পুরুষজাতির প্রধান ভোগসুখের পথ বন্ধ করিয়া যাইবেন, ইহা সম্ভব নয়; অতএব, বিবাহবিষয়ক যথেচ্ছাচার শাস্ত্রকারদিগের অননুমোদিত কার্য্য, ইহা কোনও মতে সম্ভাবিত নহে। পণ্ডিতের মুখে কেহ কখনও এরূপ রিচিহ্ন মীমাংসা শ্রবণ করিয়াছেন, এরূপ বোধ হয় না। বিদ্যভূষণ মহাশয়, সুশিক্ষিত ও সুপণ্ডিত হইয়া, নিতান্ত নিরীহ, নিতান্ত নিরপরাধ শাস্ত্রকারদিগের বিষয়ে যেরূপ কুৎসিত অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহা অদৃষ্টের ও অশ্রুতপূর্ব্ব।

শাস্ত্রে স্ত্রীলোকদিগের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিবার ব্যবস্থা আছে, তাহা এই ;—

মনু কহিয়াছেন,

পিতৃভিত্ত্বাতৃভিশ্চৈতাঃ পতিভির্দেবরৈশ্চুখা ।

পূজ্যা ভূষয়িতব্যশ্চ বহু কল্যাণমীপ্সুতিঃ ॥ ৩ । ৫৫ ॥

যত্র নার্যাস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ ।

যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্বাস্তত্রাকলাঃ ক্রিয়াঃ ॥ ৩ । ৫৬ ॥

শোচন্তি জাময়ো যত্র বিনশ্যত্যাশু তৎকুলম্ ।

ন শোচন্তি তু যত্রৈতা বর্দ্ধতে তদ্ধি সর্বদা ॥ ৩ । ৫৭ ॥

জাময়ো যানি গেহানি শপন্ত্যপ্রতিপূজিতাঃ ।

তানি ক্লুত্যাহতানীব বিনশ্যন্তি সমস্ততঃ ॥ ৩ । ৫৮ ॥

আত্মমঙ্গলাকাজক্ষী পিতা, ভ্রাতা, পতি ও দেবর স্ত্রীলোকদিগকে সমাদরে রাখিবেক ও বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিত করিবেক ॥ ৫৫ ॥ যে পরিবারে স্ত্রীলোকদিগকে সমাদরে রাখে, দেবতার। সেই পরিবারের প্রতি প্রসন্ন থাকেন । আর যে পরিবারে স্ত্রীলোকদিগের সমাদর নাই, তথায় যজ্ঞ দানাদি সকল ক্রিয়া বিফল হয় ॥ ৫৬ ॥ যে পরিবারে স্ত্রীলোকেরা মনোহুঃখ পায়, সে পরিবার ভরায় উৎসন্ন হয় ; আর যে পরিবারে স্ত্রীলোকেরা মনোহুঃখ না পায়, সে পরিবারের সতত স্মৃদ্ধি বৃদ্ধি হয় ॥ ৫৭ ॥ স্ত্রীলোক অনাদৃত হইয়া যে সমস্ত পরিবারকে অভিশাপ দেয়, সেই সকল পরিবার, অভিচারপ্রাপ্তের স্থায়, সর্ব প্রকারে উৎসন্ন হয় ॥ ৫৮ ॥

পরশর কহিয়াছেন,

ভোজ্যালঙ্কারবাসোতিঃ পূজ্যাঃ স্যুঃ সর্বদা স্ত্রিয়ঃ ।

যথা কিঞ্চিন্ন শোচন্তি নিত্যং কার্যং তথা নৃতিঃ ॥ ৪১ ॥

আয়ুর্বিভং যশঃ পুত্রাঃ স্ত্রীপ্রীত্যা স্যুর্নাং সদা ।

নশ্বন্তি তে তদপ্রীতো ভাষাঃ শাস্ত্রানসংসারমুখং ॥ ৪২ ॥

ত্রিয়ো যত্র তু পুণ্যন্তে সর্বদা ভূষণাদিত্যঃ ।

পিতৃদেবমনুষ্যাশ্চ যোদন্তে তত্র বৈশ্বরি ॥ ৪৩ ॥

ত্রিয়ন্তৃফাঃ ত্রিয়ঃ শাস্ত্রজ্ঞানচন্দ্রদেবতাঃ ।

বর্দ্ধয়ন্তি কুলং তুফা নাশরন্ত্যপমানিতাঃ ॥ ৪৪ ॥

নাবমান্যাঃ ত্রিয়ঃ সন্তিঃ পতিশ্চ শুরদেবরৈঃ ।

পিত্রা মাত্রা চ ভ্রাত্রা চ তথা বন্ধুভিরেব চ ॥ ৪৫ ॥ (১)

আহার, স্নানকার ও পরিষ্কার করার জীলোকদিগের সর্বদা সমাদর করিবেক । তাহাতে তাহার। কিস্কিন্দ্র্যাত্ মনোহুঃখ না পায়, পুরুষদিগের সর্বদা সেইরূপ ব্যবহার করা উচিত ॥৪১॥ জীলোকের। সমুচ্চ থাকিলে, পুরুষদিগের অবিচ্ছেদে আয়ু, ধন, বশ, পুত্র লাভ হয় ; তাহার। অসমুচ্চ হইলে, তাহাদের শাপে, তৎসমুদয় নিঃসংসার কর প্রাপ্ত হয় ॥৪২॥ যে পরিবারে জীলোকের। ভূষণাদি দ্বারা সর্বদা সমাদৃত হয়, দেবগণ, পিতৃগণ, মনুষ্যগণ সেই পরিবারের প্রতি প্রসন্ন থাকেন ॥৪৩॥ জীলোক তুচ্ছ থাকিলে সাক্ষাৎ লক্ষ্মী, কষ্ট হইলে হৃষ্টদেবতাস্বরূপ ; তুচ্ছ থাকিলে কুলের জীৱদ্ধি হয়, অপমানিত হইলে, কুলের ধ্বংস হয় ॥৪৪॥ সচ্চরিত্র স্বামী, স্বশুর, দেবর, পিতা, মাতা, ভ্রাতা ও বন্ধুবর্গ কদাচ জীলোকদিগের অবমাননা করিবেক না ॥ ৪৫ ॥

যদি এই ব্যবস্থা উল্লঙ্ঘন করিয়া, পুরুষজাতি জীজাতির প্রতি অসম্ভাবহার করেন, তাহাতে শাস্ত্রকারের। অশ্রাব্য হইতে পারেন না ।

শাস্ত্রে বিবাহবিবরে যে সমস্ত বিধি ও নিষেধ প্রবর্তিত হইয়াছে, তৎসমুদয় এই,—

১। গুরুণামৃতঃ স্নাত্ব। সম্যক্জ্ঞে যথাবিধি ।

উদ্বহেত যিজো তার্ক্যাং সর্বাং লক্ষণান্বিতাম্ ॥ ১৪ ॥ (২)

হইয়াছে ; অষ্টম বচন দ্বারা, রতিকামনায় তৃতীয়া স্ত্রী বিবাহ করিতে পারিবেক না, এরূপ স্পষ্ট নিষেধ প্রদর্শিত হইয়াছে । বিবাহবিষয়ে এই সমস্ত বিধি ও নিষেধ জাজ্বল্যমান রহিয়াছে । সে দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া, লোকে শাস্ত্রীয় বিধি নিষেধ লঙ্ঘনপূর্ব্বক বিবাহবিষয়ে যথেষ্টচার করিতেছে, তদর্শনে, শাস্ত্রকারেরা স্বার্থপরতা ও যথেষ্টচারিতার অনুবর্ত্তী হইয়া শাস্ত্রপ্রণয়ন করিয়াছেন, অম্লান মুখে এই উল্লেখ করা ধর্ম্মশাস্ত্রবিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞতা ও নিরতিশয় প্রগল্ভতা প্রদর্শনমাত্র ।

উল্লিখিত যুক্তি প্রদর্শন করিয়া, বিদ্যাভূষণ মহাশয় স্বীয় সিদ্ধান্তের অধিকতর সমর্থনার্থ বেদ, স্মৃতি, পুরাণ, সংস্কৃতকাব্য ও বাঙ্গালাকাব্য হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন । তাঁহার উদ্ধৃত বেদবাক্যের অর্থ এই, যেমন যজ্ঞকালে এক যুগে দুই রজ্জু বেঁধেন করা যায়, সেইরূপ এক পুরুষ দুই স্ত্রী বিবাহ করিতে পারে ; যেমন এক রজ্জু দুই যুগে বেঁধেন করা যায় না, সেইরূপ এক স্ত্রী দুই পুরুষ বিবাহ করিতে পারে না । এই বেদবাক্য দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে আবশ্যক হইলে, এক ব্যক্তি, পূর্ব্বপরিণীতা স্ত্রীর জীবদ্দশায়, পুনরায় বিবাহ করিতে পারে । ইহা দ্বারা যদৃচ্ছাপ্রযুক্ত বহুবিবাহকাণ্ডের শাস্ত্রীয়তা, অথবা শাস্ত্রকারদিগের স্বার্থপরতা ও যথেষ্টচারিতা, কতদূর সপ্রমাণ হইল, বলিতে পারি না । দায়ভাগধৃত শঙ্কলিখিতবচন সর্ব্বাংশে অসবর্ণা-বিবাহপ্রতিপাদক মনুবচনের তুল্য ; সুতরাং, যদৃচ্ছান্বলে, পূর্ব্ব-পরিণীতা স্ত্রীর জীবদ্দশায়, সজাতীয়াপরিণয়নিষেধবোধক । অতএব, ইহা দ্বারা যদৃচ্ছাপ্রযুক্ত বহুবিবাহকাণ্ডের শাস্ত্রীয়তা, অথবা শাস্ত্রকার-দিগের স্বার্থপরতা ও যথেষ্টচারিতা, সপ্রমাণ হওয়া সম্ভব নহে । দায়ভাগের টীকাকার অচ্যুতানন্দ কহিয়াছেন, “জাত্যবচ্ছেদন” এই কথা বলাতে, ব্রাহ্মণাদি বর্ণের পাঁচ কিংবা ছয় সজাতীয়া বিবাহ দূষ্য নয়, এই অভিপ্রায় ব্যক্ত হইতেছে । শঙ্কলিখিতবচনে লিখিত

আছে, অনুলোমক্রমে ব্রাহ্মণের চারি, ক্ষত্রিয়ের তিন, বৈশ্যের দুই, শূদ্রের এক ভাৰ্য্যা হইতে পারে। দায়ভাগকার লিখিয়াছেন, এই বচনে চারি, তিন, দুই, এক শব্দ আছে, তদ্বারা চারি জাতি, তিন জাতি, দুই জাতি, এক জাতি এই বোধ হইতেছে ; অর্থাৎ ব্রাহ্মণ চারি জাতিতে, ক্ষত্রিয় তিন জাতিতে, বৈশ্য দুই জাতিতে, শূদ্র এক জাতিতে বিবাহ করিতে পারে। অচ্যুতানন্দ দায়ভাগের এই লিখনের ভাবব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন, পাঁচ কিংবা ছয় সজাতীয়া বিবাহ দ্ব্য নহে। বহুবিবাহবিষয়ক চতুর্থবিধ দ্বারা বদ্ব্যস্থলে সজাতীয়াবিবাহ একবারে নিষিদ্ধ হইয়াছে, ইহা অনুধাবন করিয়া দেখিলে, অচ্যুতানন্দ পূর্বোক্ত প্রকারে ভাবব্যাখ্যা করিতেন, এক্ষণে বোধ হয় না। বাহা হউক, ঋষিবাক্যে অনাস্থা প্রদর্শন করিয়া, আধুনিক সংগ্রহকার বা টীকাকারের কপোলকম্পিত ব্যবস্থায় আস্থা প্রদর্শন করা বুদ্ধিরতি ও ধর্মপ্রবৃত্তির দূরবস্থা প্রদর্শনমাত্র। ভাগবতপুরাণ হইতে যে শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার অর্থ এই, বসুদেবের ভাৰ্য্যা রোহিণী নন্দালয়ে আছেন, তাঁহার অশ্রু ভাৰ্য্যার কন্যাসত্তে অলক্ষ্য প্রদেশে কালহরণ করিতেছেন। বসুদেবের বহুবিবাহ বদ্ব্যনিবন্ধন হইতে পারে। বিবাহবিষয়ে তিনি শাস্ত্রের বিধি উল্লঙ্ঘন করিয়াছিলেন ; তজ্জন্ত শাস্ত্রকারেরা অপরাধী হইতে পারেন না। পূর্বে দর্শিত হইয়াছে, তাঁহাদের মতে, পূর্বকালীন লোকের দ্বাদশ যথেষ্ট ব্যবহার অবৈধ ও সাধারণ লোকের অনুকরণীয় নহে। পাছে কেহ তদীয় তাদৃশ অবৈধ আচরণের অনুসরণ করে, এজন্ত তাঁহারা সর্বসাধারণ লোককে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং, ইহা দ্বারাও বদ্ব্যপ্রবৃত্ত বহুবিবাহকাণ্ড শাস্ত্রসম্মত বলিয়া প্রতিপন্ন, অথবা শাস্ত্রকারেরা স্বার্থপর ও যথেষ্টচারী বলিয়া পরিগণিত, হইতে পারেন না। অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকের উদ্ধৃত অংশ দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে, সত্যযুগে ধনমিত্র নামে এক ঐর্ষ্যশালী বণিক অনেক বিবাহ করিয়াছিলেন ; আর বিভ্রাম্বদের

উদ্ধৃত অংশ দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে, ইদানীন্তন জীলোকের সতিন থাকে । যদি এরূপ বিতণ্ডা উপস্থিত হইত, এ দেশে কেহ কখনও কোনও কারণে, পূর্বপরিণীতা স্ত্রীর জীবদ্দশায়, বিবাহ করেন নাই, তাহা হইলে, শকুন্তলা ও বিদ্যামুন্দরের উদ্ধৃত অংশ দ্বারা কলোদয় হইতে পারিত । লোকে শাস্ত্রীয় নিষেধ লঙ্ঘন করিয়া, যদৃচ্ছাক্রমে বহুবিবাহ করিয়া থাকেন, তাহা অহরহঃ প্রত্যক্ষ হইতেছে । সেই অশাস্ত্রীয় ব্যবহারের দৃষ্টান্ত দ্বারা, যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহ এ দেশের শাস্ত্রনিষিদ্ধ নয়, অথবা শাস্ত্রকারেরা স্বার্থপরতা ও যথেষ্টচারিতার অনুবর্তী হইয়া শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন, ইহা প্রতিপন্ন হইতে পারে না । এ দেশের লোকে, কোনও কালে, কোনও বিষয়ে শাস্ত্রের ব্যবস্থা উল্লঙ্ঘন করিয়া চলেন না ; তাঁহাদের বাবতীয় ব্যবহার শাস্ত্রীয় বিধি ও শাস্ত্রীয় নিষেধ অনুসারে নিয়মিত ; যদি ইহা স্থির সিদ্ধান্ত হইত, তাহা হইলে, এ দেশের লোকের ব্যবহার দর্শনে, হয় ত যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহকাণ্ড শাস্ত্রনিষিদ্ধ নয়, এরূপ সন্দেহ করিলে, নিতান্ত অগ্রায় হইত না । কিন্তু, যখন যাদৃচ্ছিক বহুবিবাহব্যবহার শাস্ত্রকারদিগের মতে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ দৃষ্ট হইতেছে, তখন তাদৃশব্যবহারদর্শনে, উহা শাস্ত্রনিষিদ্ধ নয়, এরূপ মীমাংসা করা কোনও মতে সম্ভব হইতে পারে না । তবে, এ দেশের লোক অনেক বিষয়ে শাস্ত্রের নিষেধ লঙ্ঘন করিয়া চলিয়া থাকেন, সুতরাং বিবাহবিষয়েও তাঁহারা তাহা করিতেছেন, এজন্য তাহা বিশেষ দোষাবহ হইতে পারে না, এরূপ নির্দেশ করিলে, বরং তাহা অপেক্ষাকৃত গ্রামাভ্যুগত বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিত ।

উপসংহার ।

পরিশেষে আমার বক্তব্য এই,

সবর্ণাণ্ডে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্মণি ।

কামতস্ত প্রবৃত্তানামিমাঃ স্যুঃ ক্রমশোহবরাঃ ॥

দ্বিজাতির পক্ষে অণ্ডে সবর্ণবিবাহই বিহিত । কিন্তু যাহারা
রতিকামনায় বিবাহ করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা অনুলোমক্রমে
বর্ণান্তরে বিবাহ করিবেন ।

এই মনুবচনে যে বিধি পাওয়া যাইতেছে, তাহা পরিসংখ্যা বিধি । এই
পরিসংখ্যা বিধি দ্বারা, পূর্বপরিণীতা সজাতীয়া স্ত্রীর জীবদ্দশায়,
যদৃচ্ছাক্রমে পুনরায় সজাতীয়াবিবাহ সর্বতোভাবে নিষিদ্ধ হইয়াছে ।
ঐ বিধি পরিসংখ্যা বিধি নহে, যাবৎ ইহা প্রতিপন্ন না হইতেছে ;
তাবৎ বহুবিবাহ “সর্বশাস্ত্রসম্মত” অথবা “শাস্ত্রনিষিদ্ধ নয়,” ইহা
প্রতিপন্ন হওয়া অসম্ভব । অতএব, যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহব্যবহার
সর্বশাস্ত্রসম্মত, অথবা শাস্ত্রনিষিদ্ধ নয়, ইহা প্রতিপন্ন করা যাহাদের
উদ্দেশ্য, তাঁহাদের ঐ বিবাহবিধির পরিসংখ্যাত্ব খণ্ডন করা আবশ্যিক ।
তাহা না করিয়া, যিনি যত ইচ্ছা বিতণ্ডা করুন, যিনি যত ইচ্ছা বেদ,
স্মৃতি, পুরাণ, শকুন্তলা, বিদ্যামুন্দর প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে প্রমাণ
উদ্ধৃত করুন, যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহকাণ্ড সর্বশাস্ত্রসম্মত, অথবা
শাস্ত্রনিষিদ্ধ নয়, ইহা কোনও ক্রমে প্রতিপন্ন করিতে পারিবেন না ।
বুধা বিবাদে ও বাদানুবাদে নিজের ও কোঁতুহলাক্রান্ত পাঠকগণের
সময়নাশ ব্যতিরিক্ত আর কোনও ফল নাই ।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্মা

কাশীপুর ।

১১। আশ্বিন । সংবৎ ১৯২৮ ।

কুলীনমহিলাবিলাপ (১)

“এই না, ইংলণ্ডেশ্বরি, রাজত্ব তোমার ?
তবে যেন ক্রীতদাস হয় গো উদ্ধার
তোমার পরশ মাত্র—সরস অন্তরে
ছিঁড়িয়া শৃঙ্খলমালা স্বাধীনতা ধরে ?
তবে যেন, রাজ্যেশ্বরি, রাজত্বে তোমার
সকলে সমান স্নেহ, উৎসাহ সবার ?
নাহি যেন ভিন্নভাব কন্যা স্নাত প্রতি ?
নাহি যেন তব রাজ্যে নারীর দুর্গতি ?
শুনেছি না বৃটনের শ্বেতান্ধী মহিলা
পুরুষের সহচরী, সঙ্গে করে লীলা ?
সন্তান ধরেছ গর্ভে তুমি মা আপনি,
সন্তানের কত মায়ী জান ত, জননি ?
তবে কেন আমাদের দুর্গতি এমন—
এখনো, মা, ঘুটিল না অশ্রু বিন্দুজল ! ”
আয় আয় সহচরী ধরি গে বৃটনেশ্বরী,
করি গে তাঁহার কাছে দুঃখের রোদন ;
এ জগতে আমাদের কে আছে আপন !

বিমুখ বান্ধব, ধাতা, বিমুখ জনক, ভ্রাতা,
 বিমুখ নিষ্ঠুর তিনি পতি নাম ষাঁর,
 রাজ্যেশ্বরী বিনে ভবে কোথা যাব আর ?
 আয় আয় সহচরি ধরি গে রুটনেশ্বরী,
 করি গে তাঁহার কাছে হুঃখের রোদন ;
 এ জগতে আমাদের কে আছে আপন ?
 “ সাত শত বর্ষ, মাতঃ ! পৃথিবী ভিতরে
 এইরূপে অহরহ অশ্রুধারা বারে
 মাতা, মাতামহী চক্ষে জন্ম জন্ম কাল—
 আমাদেরও সে দুর্দশা, হায় রে কপাল !
 কত রাজ্য হলো গেলো, কত ইন্দ্রপাত,
 নক্ষত্র খসিল কত, ভুধর নিপাত ;
 হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, স্বেচ্ছ অধিকার,
 শাস্ত্র, ধর্ম, মতামত কতই প্রকার,
 উঠিল ভারতভূমে হইল পতন,
 আমাদের হুঃখ আর হলো না মোচন !
 সেই সে দিনান্তে দুটি পরান্ন আহার
 নিশিতে কাঁদিয়া স্বপ্ন দেখি অনিবার ! ”
 আয় আয় সহচরি ধরি গে রুটনেশ্বরী
 করি গে তাঁহার কাছে হুঃখের রোদন ;
 এ জগতে আমাদের কে আছে আপন !
 বিমুখ বান্ধব, ধাতা, বিমুখ জনক, ভ্রাতা,
 বিমুখ নিষ্ঠুর তিনি পতি নাম ষাঁর,
 রাজ্যেশ্বরী বিনে ভবে কোথা যাব আর ?

আয় আয় সহচরি ধরি গে রূটনেশ্বরী,
 করি গে তাঁহার কাছে হৃৎখের রোদন ;
 এ জগতে আমাদের কে আছে আপন !
 “ডেকেছি মা বিধাতারে কত শত বার,
 পূজেছি কতই দেব সংখ্যা নাহি তার,
 তবুও মা ঘুচিল না কপালের মূল,
 অমরাবতীতে বুঝি নাহি দেবকুল ?
 বারেক, রূটনেশ্বরী, আয় মা দেখাই
 প্রাণের ভিতরে দাছ কি করে সদাই ;
 কাজ নাই দেখায়ে, মা, তুমি রাজ্যেশ্বরী
 হৃদয়ে বাজিবে তব ব্যথা ভয়ঙ্করী ।
 ছিল ভাল বিধি যদি বিধবা করিত,
 কাঁদিতে হতো না পতি থাকিতে জীবিত !
 পতি, পিতা, ভ্রাতা, বন্ধু চেলিয়াছে পায়,
 চেলো না, মা, রাজমাতা হৃৎখী অনাধার” ।
 আয় আয় সহচরি ধরি গে রূটনেশ্বরী,
 করি গে তাঁহার কাছে হৃৎখের রোদন ;
 এ জগতে আমাদের কে আছে আপন ?
 বিমুখ বান্ধব, ধাতা, বিমুখ জনক, ভ্রাতা,
 বিমুখ নিষ্ঠুর তিনি পতি নাম ষাঁর,
 রাজ্যেশ্বরী বিনে ভবে কোথা যাব আর ?
 আয় আয় সহচরি ধরি গে রূটনেশ্বরী,
 করি গে তাঁহার কাছে হৃৎখের রোদন ;
 এ জগতে আমাদের কে আছে আপন !

“কি জানাব জননি গো হৃদয়ের ব্যথা,
 কিঙ্করীরও ছেন ভাগ্য না হয় সর্বথা !
 কি ষোড়শী বালা, আর অশীতি রমণী
 প্রতিদিন কাঁদিছে যা দিনদণ্ড গণি । রা,
 কেহ কাঁদে অশ্রুভাবে আপনার তরে,
 শিশু কোলে কারো চক্ষে বারিধারা ঝরে ।
 কত পাপশ্রোত, মাতা, প্রবাহিত হয়,
 ভাবিতে রোমাঞ্চ দেহ বিদরে হৃদয় !
 হা ! নৃশংস অভিমান কৌলীন্য আশ্রিত !
 হা ! নৃশংস দেশাচার রাক্ষস পালিত !
 আমাদের যা হবার হয়েছে, জননি,
 কর রক্ষা, এই ভিক্ষা, এ সব নন্দিনী ।
 আয় আয় সহচরি ধরি গে রুটনেশ্বরী,
 করি গে তাঁহার কাছে হুঃখের রোদন ;
 এ জগতে আমাদের কে আছে আপন ?
 বিমুখ বান্ধব, ধাতা, বিমুখ জনক, ভ্রাতা,
 বিমুখ নিষ্ঠুর তিনি পতি নাম ঘাঁর,
 রাজ্যেশ্বরী বিনে তবে কোথা যাব আর ?
 আয় আয় সহচরি ধরি গে রুটনেশ্বরী,
 করি গে তাঁহার কাছে হুঃখের রোদন ;
 এ জগতে আমাদের কে আছে আপন !

